॥ শ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তুঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

—:০:—

শ্রীশুক উবাচ।

এবং চর্চিতসঙ্কল্পো ভগবান্ মধুসূদনঃ।
আসসাদাথ চাণূরং মুষ্টিকং রোহিণীসুতঃ ॥১॥

১। **অন্বয়ঃ** এবং (পূর্বোক্ত প্রকারেণ) চর্চিত সঙ্কল্প (নিশ্চিতঃ সঙ্কল্পঃ যস্য সঃ) ভগবান্ মধুসূদনঃ অথ চাণূরং, রোহিণীসুতঃ মুষ্টিকং আসসাদ (যুদ্ধার্থং অন্তিকে গতঃ)।

১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুক বলিলেন—

এইরূপে স্থিরসঙ্কল্প ভগবান্ মধুসূদন চাণূরের এবং রোহিনীনন্দন বলদেব মুষ্টিকের নিকটবর্তী হলেন।

১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** ভগবানশেষৈশ্বর্যসম্পন্ন ইতি সদ্য এব ইচ্ছামাত্রেণ তদ্বধ-সামর্থ্যং সূচিতং, তথাপি চাণূরমাসসাদ, ক্ষণং মল্লযুদ্ধকৌতুকার্থমন্তিকে গতঃ, যতো মধুসূদনো যথা সদ্যো হন্তুং শক্তোঽপি চিরং বাহুযুদ্ধক্রীড়াং কৃত্বা মধুং হতবান্, তদ্বদিত্যর্থঃ। 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' ইতি ন্যায়েন ইতি ভাবঃ। অথ তদনন্তরং মুষ্টিকমিত্যাদি। আসসাদ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। জী০ ১॥

১। **শ্রীজীব বৈ তো০ টীকানুবাদঃ ভগবান্**,—অশেষ ঐশ্বর্যসম্পন্ন, এরদ্বারা সদ্যই ইচ্ছা-মাত্রে চাণূর বধ সামর্থ্য সূচিত হল। তথাপি চাণূরং **আসসাদ**—মল্লযুদ্ধ কৌতুকের জন্য **মধুসূদনঃ**—মধুসূদন চাণুরের নিকটে গেলেন, যেহেতু মধুদৈত্য হন্তা কৃষ্ণ যেরূপ সদ্য হননে সমর্থ হয়েও ক্ষণকাল বাহুযুদ্ধ ক্রীড়া করবার পরই মধু দৈত্যকে বধ করেছিলেন, সেইরূপ। —"এই লৌকিকজগতের মনুষ্যবৎ শ্রীভগবানের লীলাকৈবল্য"—এই ন্যায়ে, এরূপভাব। **অথ**—তারপর মুষ্টিকের নিকট গেলেন রোহিণী-সুত বলরাম। জী০ ১।

হস্তাভ্যাং হস্তয়োর্ব্বদ্ধ্বা পদ্ভ্যামেব চ পাদয়োঃ।
বিচকর্ষতুরন্যোঽন্যং প্রসহ্য বিজিগীষয়া ॥২॥

অরত্নী দ্বে অরত্নীভ্যাং জানুভ্যাঞ্চৈব জানুনী।
শিরঃ শীর্ষ্ণোরসোরস্তাবন্যোঽন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥৩॥

২। **অন্বয়ঃ** [তদা তৌ কৃষ্ণচাণূরৌ] হস্তয়ো হস্তাভ্যাং) পাদয়ো পদ্ভ্যামেবচ বদ্ধা অন্যোঽন্যং (পরস্পরং) বিজিগীষয়া (জেতুমিচ্ছয়া) প্রসহ্য (বলাৎ পরস্পরং) বিচকর্ষতুঃ (বিকৃষ্টবন্তৌ)।

৩। **অন্বয়ঃ** তৌ কৃষ্ণচাণূরৌ) অরত্নিভ্যাং (কনিষ্ঠাঙ্গুলি ব্যতিরেকেণ কৃতমুষ্টির্হস্তো = অরত্নি তাভ্যাং দ্বে অরত্নী, জানুভ্যাং জানুনী, শীরসা শিরঃ, উরসা উরঃ অন্যোঽন্যং (পরস্পরং) অভিজঘ্নতুঃ (অভিতঃ প্রহৃতবন্তৌ)।

২। **মূলানুবাদঃ** তখন কৃষ্ণ ও চাণূর উভয়ে হস্তদ্বয়ে হস্তদ্বয়, পদদ্বয়ে পদদ্বয় জড়িয়ে ধরে জয়ের ইচ্ছায় পরস্পর সজোরে টানাটানি করতে লাগলেন।

৩। **মূলানুবাদঃ** তাঁরা পরস্পর কনুইদ্বয় দ্বারা অপরের দুই কনুই, জানুদ্বয় দ্বারা অপরের দুই জানু, মস্তক দ্বারা অপরের মস্তক ও বক্ষঃদ্বারা অপরের বক্ষঃ দেশে আঘাত করতে লাগলেন।

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** চতুশ্চত্বারিংশকেঽত্র মল্লকংসা হতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
আশ্বাসিতাশ্চ ভ্রাতৃভ্যামভূৎ পিত্রোশ্চ দর্শনম্ ॥০॥
চর্চিতশ্চাণূরমহং হন্যামিতি বিচারিতঃ সংকল্পো যেন সঃ ॥১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এই ৪৪ অধ্যায়ে মল্ল ও কংস হনন, স্ত্রীগণ আশ্বাসন এবং রাম কৃষ্ণ দুভাই-এর পিতামাতার দর্শন বর্ণিত হয়েছে ॥০॥
করুষ-প্রলেপিত অঙ্গ এই চাণূরকে আমি বধ করব এরূপ নিশ্চিত সঙ্কল্পযুক্তকৃষ্ণ ॥ বি০ ১।

২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** ক্রীড়ামেবাহ – হস্তাভ্যামিত্যাদি চতুর্ভিঃ। চকারঃ উক্ত-সমুচ্চয়ে। এব-শব্দস্য হস্তাভ্যামিত্যনেনাপায়য়ঃ। অন্যেনান্যস্য মিশ্রণে বৈষম্যাপত্ত্যা মল্লক্রীড়াপাটব-হানেঃ। এবমগ্রেঽপি। অন্যোঽন্যং বিজিগীষয়েতি শ্রীভগবতোঽপি নরলীলাযুদ্ধব্যবসায়ত্বেন জয়েচ্ছা-সম্ভবাৎ ॥ জী০ ২ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** সেই বাহুযুদ্ধ কিরূপ, তাই বলা হচ্ছে, হস্তাভ্যাং ইত্যাদি চারটি শ্লোকে। 'চ' কার উক্ত অঙ্গের সমুচ্চয়ে অর্থাৎ হস্ত, জানু, মস্তক ইত্যাদি ভগবদ্ অঙ্গসমূহই বুঝানো হল 'চ' কার প্রয়োগে এব—সাদৃশ্যে 'এব' শব্দ 'হস্তভ্যাম্' শব্দের সহিতও অন্বিত হবে। কারণ অন্যের সহিত অন্যের মিশ্রণে অসমতা প্রতিবন্ধকে মল্লক্রীড়া কৌশলের হানি হয়। এখানে 'এব' অত্যন্তাযোগ সাদৃশ্যে]। পরবর্ত্তী শ্লোকেও 'এব' শব্দ অন্বিত হবে 'শির্ষোঃ' ইত্যাদির সহিত।

পরিভ্রামণ-বিক্ষেপ-পরিরম্ভাবপাতনৈঃ ।
উৎসর্পণাপসর্পণৈশ্চান্যোঽন্যং প্রত্যরুন্ধতাম্ ॥৪॥

৪। **অন্বয়ঃ** পরিভ্রামণ-বিক্ষেপ-পরিরম্ভাবপাতনৈঃ (হস্তাদিষু গৃহীত্বা পরিতশ্চালনং,'বিক্ষেপঃ' নিক্ষেপং, 'পরিরম্ভঃ' বাহুভ্যাম্ নিষ্পীড়নং, 'অবপাতনং' অধক্ষেপঃ চ - তৈঃ) উৎসর্পণাপসর্পণৈঃ ('উৎসর্পণং' অগ্রেগমনং 'অপসর্পনং' পশ্চাদ্গমনং চ তৈঃ) অন্যোঽন্যং (পরস্পরং) প্রত্যরুদ্ধতাং (প্রত্যাবৃতবন্তৌ)।

৪। **মূলানুবাদ ঃ** হস্তাদিতে ধরে চতুর্দিকে ঘুরানো, ছুঁড়ে ফেলা, বাহুতে নিষ্পীড়ন, ভূশায়ীকরণ, লাফ দিয়ে সম্মুখে গমন, পিছে হটে যাওয়া—এই সব ক্রিয়াদ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রতিরোধ করেছিলেন।

অন্যোন্যং বিজিগিষয়া– পরস্পর বিজয়াভিলাষে, শ্রীভগবানেরও নরলীলা-যুদ্ধ-ব্যবহারে জয়েচ্ছা সম্ভব হেতু। জী° ২॥

৩। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকা ঃ** দ্বে ইতি প্রত্যেকং পৃথগিত্যর্থঃ। তৌ শ্রীভগবচ্চাণূরৌ, তাবিত্যস্য পূর্ব্বেণ পরেণাপ্যন্বয়ঃ। অভিতো জঘ্নতুঃ প্রহৃতবন্তৌ, অরত্নিশব্দস্তৈর্ব্যাখ্যাতঃ। অত্র প্রমাণবাচকঃ খল্বয়ং, ততস্তেন যুদ্ধং ন সম্ভবতি, কথঞ্চিত্তদ্ব্যঞ্জকাকারাঙ্গবাচকত্বেঽপি নিঃসৃতকনিষ্ঠাঙ্গুলিতয়া প্রহারসৌকর্য্যং ন সম্ভবতি, নাপি মল্লেষু তাদৃশং যুদ্ধং প্রসিদ্ধং, তস্মান্মুষ্ট্যুপলক্ষিতত্বেন কথঞ্চিন্মুষ্টিরেব বাচ্যা ; ব্যাখ্যাস্যতে চ –ভগবদ্গাত্রাণামরত্নিজান্বাদীনামিতি ; যদ্বা 'অরত্নিঃ কফণৌ হস্তে সপ্রকোষ্ঠং তদঙ্গুলৌ' ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। কফোণিরেবোচ্যতে—'কফোণিঃ কফণিস্তথা' ইতি দ্বিরূপকোষাদিতি ॥ জী° ৩॥

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ দ্বে** –অরত্নী, জানু প্রভৃতি প্রত্যেক পদের সহিত 'দ্বে' দুই শব্দটি যুক্ত হবে, যথা দুই অরত্নী, দুই জানু ইত্যাদি **তৌ**– শ্রীকৃষ্ণ ও চাণূর, 'তৌ' শব্দটির পূর্বে ও পরে অন্বয়। **অভিত জঘ্নতুঃ**– পুনঃপুনঃ প্রহার করতে লাগলেন। [স্বামিপাদ—বাহুমধ্য থেকে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি বাদ দিয়ে কৃতমুষ্টি-হস্ত 'অরত্নি'] – ইহাই তো 'অরত্নি' শব্দের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অর্থ প্রকাশক। —এইরূপ মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধ করা তো অসম্ভব। কথঞ্চিৎ তদ্ব্যঞ্জক আকার বিশিষ্ট অঙ্গ-বাচক হলেও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি বের করা অবস্থায় প্রহারের সুবিধা হয় না। মল্লদের ভিতরে তাদৃশ যুদ্ধ প্রসিদ্ধও নয়, সুতরাং সেইরূপ মুষ্টি উপলক্ষিত সামান্য কোনও মতে পাকানো মুষ্টিই এখানে বাচ্য। ব্যাখ্যাও এরূপ করনীয় 'ভগবদগাত্রানাম্' কৃষ্ণের অরত্নি-জানু প্রভৃতির। অথবা, 'অরত্নি' শব্দের অর্থ কফন বা কফোনি অর্থাৎ হাতের কনুই বিশ্বপ্রকাশ ও দ্বিরূপ কোষ। জী° ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কনিষ্ঠাঙ্গুলিব্যতিরেকেণ কৃতমুষ্টির্হস্তোঽরত্নিঃ যদ্যপি তাভ্যাং মল্ল-যুদ্ধং দুষ্করত্বাদপ্রসিদ্ধং প্রসিদ্ধন্তু সমুষ্টিহস্তাভ্যামেব তদপি "বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষা" ইতিবদ্ভগবতা নিষ্ক-নিষ্ঠমুষ্টিহস্তেনৈবারব্ধে নিযুদ্ধে চাণূরেণাপি কষ্টং প্রাপ্তেনাপি বীরাভিমানিনা তথা কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্। বি°৩॥

উত্থাপনৈরুন্নয়নৈশ্চালনৈঃ স্থাপনৈরপি।
পরস্পরং জিগীষন্তাবপচক্রতুরাত্মনঃ ॥৫॥

৫। **অন্বয়ঃ** [তে] পরস্পরং জিগীষন্তৌ (জেতুমিচ্ছন্তৌ) উত্থাপনৈঃ (জানুনী পাদৌ চ পিণ্ডীকৃত্য পতিতস্য উচ্চাটনৈঃ) উন্নয়নৈঃ (হস্তাভ্যামুদ্ধৃত্যনয়নৈঃ) চালনৈঃ (কণ্ঠাদিলগ্নস্য নিঃসারণৈঃ) স্থাপনৈঃ (পাদাদিপিণ্ডীকরণৈঃ) অপি, আত্মনঃ (স্ব স্ব দেহস্য অপচক্রতুঃ (অপকারং কৃতবন্তৌ)।

৫। **মূলানুবাদঃ** পিণ্ডাকারে মাটিতে পতিতকে তুলে ধরা, উপরে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া, কণ্ঠাদিতে ঝুলে পড়া জনকে অঙ্গ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। প্রতিপক্ষকে পিণ্ডাকৃতি করে দেওয়া—এরূপ যুদ্ধক্রিয়ায় মেতে উঠলেন, পরস্পর জয়ের ইচ্ছায়। এরূপে তারা নিজ দেহেরও অপকার করলেন।

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ব্যতিরেকে কৃতমুষ্টি-হস্ত 'অরত্নি'। যদিও এরূপ মুষ্টিদ্বারা মল্লযুদ্ধ দুষ্কর হওয়া হেতু অপ্রসিদ্ধ, প্রসিদ্ধ তো পুরো মুষ্টিবদ্ধ হস্তের দ্বারা যুদ্ধ, তা হলেও "বহুপ্রকারে নিজে নিজে শেখা স্বরজাতি আলাপ করতে লাগলেন" এই মত শ্রীকৃষ্ণ নিজে নিজে শেখা কৌশলে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ব্যতিরেকে মুষ্টিবদ্ধ হস্তেই যুদ্ধ আরম্ভ করলে চাণূরও কষ্ট পেলেও বীর-অভিমান হেতু সেইরূপেই যুদ্ধ করল, এরূপ বুঝতে হবে। বি০ ৩ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো০ টীকাঃ** উৎসর্পণমগ্রে গমনম্, অপসর্পণং পশ্চাদ্গমনম্, প্রত্যরুন্ধতামিত্যস্য স্থানে লুঙ্প্রয়োগে শ্নম্-প্রত্যয় আর্ষঃ। পরস্পরং মুহুঃ স্থগিতোদ্যমং চক্রতুরিত্যর্থঃ। জী০ ৪ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** **উৎসর্পণম্**— সম্মুখ দিকে গমন, **অপসর্পণং**— পিছিয়ে আসা, **অন্যং প্রত্যরুদ্ধতাম্**— পরস্পর পরস্পরকে পুনঃপুনঃ নিবৃত্ত করতে উদ্যম প্রকাশ করলেন। ।জী০ ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** পরিভ্রামণং হস্তাদিষু গৃহীত্বা পরিতশ্চালনং, বিক্ষেপো নোদনং, পরিরম্ভো বাহুভ্যাং নিষ্পীড়নম্। অবপাতনমধঃক্ষেপঃ। উৎসর্পণমুৎসৃজ্য পুরতো গমনং, অপসর্পণং পৃষ্ঠতো গমনম্। এতৈঃ প্রত্যরুন্ধতাং প্রত্যাবৃতবন্তৌ। লুঙি শ্নম্ প্রত্যয় আর্ষঃ। বি০ ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **পরিভ্রামণং** হস্তাদিতে ধরে চতুর্দিকে ঘুরানো। **বিক্ষেপঃ**—ছুঁড়ে ফেলন। **পরিরম্ভঃ**— বাহুদ্বারা নিষ্পীড়ন। **অবপাতন**—ভূশায়ীকরণ। **উৎসর্পণ**—লাফ দিয়ে সম্মুখে গমন। অপসর্পণ—পিছে হটে যাওয়া - এসব ক্রিয়া দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রতিরোধ করেছিলেন। বি০ ৪ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** আত্মনোপচক্রতুরিতি শ্রীভগবতো বস্তুতস্তু তদভাবেঽপি চাণূরাভিপ্রায়ানুসারতঃ ॥ জী০ ৫ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **আত্মনোপচক্রতু ইতি**—নিজ নিজের অপকার করলেন—বস্তুতঃ শ্রীভগবান সম্বন্ধে 'অপকার' বলে কিছু না থাকলেও চাণূর সম্বন্ধে এরূপ বলার যে উদ্দেশ্য

তদ্বলাবলবদ্‌যুদ্ধং সমেতাঃ সর্বযোষিতঃ।
উচুঃ পরস্পরং রাজন্ সানুকম্পা বরূথশঃ ॥৬॥

৬। **অন্বয়** ঃ হে রাজন্! সর্বযোষিতঃ বরূথশঃ (যূথশঃ) সমেতা (মিলিতাঃ) সানুকম্পা (রামকৃষ্ণ বিষয়ে অনুকম্পা যুক্তাঃ সত্যঃ) তৎযুদ্ধং (একতো বলম্ অন্যতঃ অবলং তদযুক্তং বিষমং ইতি) উচুঃ।

৬। **মূলানুবাদ** : হে রাজা পরিক্ষীৎ! যোষিতগণ স্ব স্ব যুথভেদে মিলিত হয়ে রামকৃষ্ণ বিষয়ে অনুকম্পা যুক্ত হয়ে বলাবলি করতে লাগল - অহো একপক্ষ বলশালী অন্যপক্ষ বল হীন, অতএব এ বিষম যুদ্ধ।

তা অনুসরণ করত এরূপ বাক্য প্রয়োগ হয়েছে। জী০ ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** : উত্থাপনং পাদৌ জানুনী চ পিণ্ডীকৃত্য পতিতস্যোচ্চাটনম্। উন্নয়নং হস্তাভ্যামুদ্ধৃত্য নয়নম্। চালনং কণ্ঠাদিলগ্নস্য নিঃসারণং স্থাপনং পাণিপাদাদিপিণ্ডীকরণম্ এবং পরস্পরমাত্মনো দেহস্যাপচক্রতুঃ। ভগবতস্তদভাবেঽপি দ্রষ্টৃলোকাভিপ্রায়মনুসৃত্য তথোক্তম্॥ বি০ ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ উত্থাপনং -পা ও হাটু গুটিয়ে দলা পাকিয়ে মাটিতে পতিত জনকে তুলে ধরা উন্নয়নং হাতের উপরে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া। চালনং—কণ্ঠাদিতে ঝুলে পড়া প্রতিপক্ষকে কণ্ঠাদি থেকে ছাড়িয়ে ফেলে দেওয়া। স্থাপনং—নিজের হাত-পা সব দলা পাকিয়ে এক স্থানে পড়ে থাকা। এইরূপে পরস্পর নিজদেহের অপকার করলেন। শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে 'অপকার' বলে কিছু না থাকলেও দর্শকদের মনোভাব অনুসরণ করত সেরূপ উক্ত হয়েছে। [শ্রীবলদেব—এইরূপে নিজ দেহের অপকার করলেন শ্রীহরির তদভাবেও দর্শকদের প্রতীতির অনুরাদ ইহা]।

৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তদ্‌যুদ্ধং বলাবলবদূচুরিত্যন্বয়ঃ। সানুকম্পা ইতি তেষাং শুদ্ধপ্রেম্ণঃ প্রশংসা, বরূথশঃ স্বস্ববর্গভেদেন। জী ৬ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ 'তদ্‌যুদ্ধং বলাবলবদ্ উচুঃ' এরূপ অন্বয়। এই যুদ্ধ একদিকে বলবান ব্যক্তি, অন্য দিকে বলহীন ব্যক্তি এ দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল। সানুকম্পা—রামকৃষ্ণ বিষয়ে অনুকম্পা যুক্ত হয়ে। — এইরূপে মাথুর নারীদের শুদ্ধ প্রেমের প্রশংসা করা হল। বরূথশঃ—নিজ নিজ যূথে আলাদা আলাদা বলাবলি। জী০ ৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তৎ যুদ্ধং বলাবলবৎ ঊচুরিত্যন্বয়ঃ। একতো বলং অন্যতশ্চাবলং, তদ্বৎ তদ্‌যুক্তমতো বিষমমিত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ সানুকম্পা ইতি। স্নেহস্য স্বভাব এবায়ং যৎ স্ববিষয়স্য বলাধিক্যং ন প্রত্যায়য়েদিতি। বি০ ৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ 'তৎযুদ্ধং বলাবলবৎ উচুঃ' এরূপ অন্বয়। এক পক্ষে বল, অন্যপক্ষে অবল 'তদ্বৎ' তদ্‌যুক্ত অর্থাৎ এক পক্ষে বলশালী জন অন্য পক্ষে বলহীন জন, অতএব এ বিষম

মহানয়ং বতাধর্ম এষাং রাজসভাসদাম্ ।
যে বলাবলবদ্‌যুদ্ধং রাজ্ঞোঽন্বিচ্ছন্তি পশ্যতঃ ॥৭॥

ক্ব বজ্রসারসার্বাঙ্গৌ মল্লৌ শৈলেন্দ্রসন্নিভৌ ।
ক্ব চাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ ।৮॥

৭ । **অন্বয়** ঃ এষাং রাজাসদাং অয়ং মহান্ অধর্মঃ বত (ইতি খেদে), যে (এতে সভাসদঃ) বলাবলবৎ (একতঃ বলম্ অন্যতঃ অবলং তদ্ যুদ্ধং) যুদ্ধং পশ্যতঃ (কৌতুকেন নিরীক্ষ্যমানস্য) রাজ্ঞঃ অন্বিচ্ছন্তি (অনুমন্যন্ত কিম্বা 'অণু' পশ্চাৎ স্বয়মপি পশ্যন্তি,– ইচ্ছতঃ তস্য অনু স্বয়মপি ইচ্ছন্তীতি)

৮ । **অন্বয়** ঃ বজ্রসার সর্বাঙ্গৌ শৈলেন্দ্র সন্নিভৌ (পর্বতরাজতুল্যৌ) মল্লৌ ক্ব (কুত্র বর্ত্ত (ত ?) অতি সুকুমার অঙ্গৌ ন আপ্ত যৌবনৌ কিশোরৌ ক্ব চ ?

৭ । **মূলানুবাদ** ঃ অহো, এই সভাসদ্‌দের এ মহান্ অধর্ম, যেহেতু এরা অল্পবল বালকদের সহিত মহাবলী মল্লদের যুদ্ধ দর্শনেচ্ছুক রাজাকে নিষেধ করছেন না, উপরন্তু নিজেরাও ওর অনুকরণে দর্শনেচ্ছু হয়ে পড়েছেন ।

৮ । **মূলানুবাদ** ঃ বলাবলের দৈহীক লক্ষণ অঙ্গুলি নির্দেশে দেখান হচ্ছে– বজ্রসার তুল্য কঠোর কায় পর্বত সদৃশ এই মল্লদ্বয়ই বা কোথায় ? আর অতি সুকুমার কায়, অপ্রাপ্ত যৌবন নব কিশোর এই রামকৃষ্ণই বা কোথায় ?

যুদ্ধ । —এরূপ বলাবলি করার হেতু **সানুকম্পা**– স্নেহের স্বভাবই হল, স্ববিষয়ের বলাধিক্য প্রত্যয়ের মধ্যে আসতে না দেয়া । বি০ ৬ ॥

৭ । **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ কিমূচুঃ ? তদাহ—মহানিতি দশভিঃ । রাজসভ্যত্বেন ধর্মজ্ঞত্বাদি-যোগ্যতোক্তা । রাজি পশ্যতীত্যর্থঃ বত খেদে ।। জী০ ৭ ॥

৭ । **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ ঐ যোষিদ্‌গণ কি বলাবলি করল ? এরই উত্তরে মহান ইতি দশটি শ্লোক । **রাজসভাসদাম্**—'রাজসভ্য' বলায় ধর্ম্ম বিষয়ে তাদের জ্ঞান ও বিচার যোগ্যতা বুঝানো হল **রাজ্ঞ পশ্যতঃ** রাজা দেখতে থাকলে । **বত**– খেদে ।

৭ । **শ্রীবিশ্বনথ টীকা** ঃ তাসামুক্তিমাহ—মহানিতি দশভিঃ । বালাভ্যাং সহ বলবতো যুদ্ধং রাজা চেৎ পশ্যেৎ সোঽপি বারণীয়ঃ । এতে তু রাজ্ঞঃ পশ্যতোঽনু পশ্চাৎ স্বয়মপি পশ্যন্তি ইচ্ছতস্তস্যানুস্বয়মপীচ্ছন্তীতি । শত্রন্তস্য দৃশেরাক্ষেপাৎ তিঙন্তোঽপি দৃশির্লভ্যতে, তথৈব তিঙন্তস্যেচ্ছতেরাক্ষেপাৎ সোঽপি শত্রন্তো লভ্যতে ।। জী০ ৭ ॥

৭ । **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ ঐ যোষিদদের উক্তি বলা হচ্ছে—মহান্ ইতি দশটি শ্লোকে— বালকদের সহিত বলশালী জনদের যুদ্ধ রাজাও যদি দেখে, তবে তাকেও বারণ করা উচিত । এই সভাসদ

ধর্মব্যতিক্রমো হ্যস্য সমাজস্য ধ্রুবং ভবেৎ।
যত্রাধর্মঃ সমুত্তিষ্ঠেন্ন স্থেয়ং তত্র কর্হিচিৎ ॥৯॥

ন সভাং প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ সভ্যদোষাননুস্মরন্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্নজ্ঞো নরঃ কিল্বিষমশ্নুতে ॥১০॥

৯। **অন্বয়ঃ** ধ্রুবং হি (নিশ্চিতং এব) অস্য সমাজস্য (সভায়াঃ) ধর্মব্যতিক্রমঃ (অধর্মঃ) ভবেৎ। যত্র (যস্মিন্ সমাজে) অধর্ম সমুত্তিষ্ঠেৎ (সম্ভবেৎ) কর্হিচিৎ (কদাচিৎ অপি) তত্র ন স্থেয়ং।

১০। **অন্বয়ঃ** প্রাজ্ঞঃ (যুক্তবচনাযুক্তবচনয়োঃ দোষজ্ঞ) সভাং ন প্রবিশেৎ [যতঃ] সভ্যদোষান্ (সভ্যানাং দোষান্) অনুস্মরণ অব্রুবন্ (জ্ঞাত্বাপি তুষ্ণিং তিষ্ঠন্) বিব্রুবন্ (বিপরীতং ব্রুবন্) অজ্ঞঃ (জ্ঞাত্বাপি ন জানাতি ইতি ব্রুবন্) নরঃ কিল্বিষং (পাপং) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি)।

৯। **মূলানুবাদঃ** এই সভায় অধর্ম নিশ্চয় হবে। যে স্থানে অধর্ম উদ্ভব হয় সেখানে কখনও থাকতে নেই। অতএব আমরা এ সভায় থাকব না।

১০। **মূলানুবাদঃ** অন্য যূথের যোষিদগণ বলতে লাগলেন—সভায় অধর্মের উদ্ভব হলে, যে ব্যক্তি তা জেনেও মৌন অবলম্বন করে থাকেন, বা বিপরিত ধর্ম বলেন, বা জানা থাকলেও জানি না, এরূপ বলেন সে দোষদুষ্ট হন। সভ্যজনদের এই সব দোষ পর্যাবেক্ষণ করে ঈদৃশী সভায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রবেশ করেন না।

সকলে তো রাজ্ঞ পশ্যতঃ অনু—রাজা দেখতে থাকলে তার অনুকরণে নিজেরাও দেখতে থাকল—ইচ্ছুক রাজার অনুকরণে তারা নিজেরাও ইচ্ছুক হয়ে পড়ল। বি০ ৭ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** ক্ব অত্যন্তবাধকেঽধর্মে, তথা ক্ব অত্যন্ত-বাধ্যে ধর্ম্মে বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। সম্মিলিতাবিতি, সন্নিভাবিতি বা পাঠঃ। জী০ ৮ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** ক্ব—কোথায় ধর্মে অত্যন্ত প্রতিবন্ধক মল্লদের কঠিন পর্বতোপম কুৎসিত শরীর. আর ক্ব কোথায় ধর্মে অত্যন্ত অনুকূল রামকৃষ্ণের কৈশোর-উচিত সুন্দর কোমল শরীর। — পাঠ দুপ্রকার 'সম্মিলিতৌ' এবং সন্নিভৌ। জী০ ৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বলবত্ত্বাবলবত্ত্বে তর্জনীভির্দর্শয়ন্তি ক্বেতি। বি০ ৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** বলাবলের দৈহীকলক্ষণ অঙ্গুলি নির্দেশে দেখান হচ্ছে 'ক্ব' ইতি। বি০ ৮ ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** সম্যগুত্তিষ্ঠেৎ উদ্ভবেৎ, তস্মাদ্বয়মত্র স্থাতুং ন যোগ্যা ইতি ভাবঃ॥ জী০ ৯ ॥

৯। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ সম্ভবিষ্ঠেৎ**—(অধর্ম) উদ্ভব হয়, সুতরাং **ন স্থেয়ম্**—আমাদের এই সভায় থাকা উচিত না, এরূপ ভাব। জী° ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ধর্মব্যতিক্রমোঽধর্মঃ সমাজস্য সভায়াঃ। ন স্থেয়মিত্যতোঽস্মাভিরিত উত্থায় গম্যতামিতি ভাবঃ। বি° ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ধর্মব্যতিক্রমঃ** - অধর্ম। **সমাজস্য**—সভার। **ন স্থেয়ং**—থাকা উচিত নয়—অতএব আমাদেরও এখান থেকে উঠে চলে যাওয়াই উচিত। বি° ৯॥

১০। **জীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তথাপ্যত্র যৎ প্রবিষ্টাস্তন্মহাপরাধা জাতা এবেত্যাশয়েনাহুঃ—নেতি। প্রাজ্ঞঃ যুক্তবচনাযুক্তবচনয়োর্দোষজ্ঞঃ, তর্হি তত্র তস্য সাবধানত্বে কো দোষঃ? তত্রাহুঃ—সভ্যানাং কথঞ্চিৎ কস্যচিদ্দোষঃ স্যাৎ, এবং স্বস্যাপি ভ্রমাদিনেতি সভ্যানাং সংসর্গজং, স্বস্যাপি ভ্রমাদিজং দোষং বিচারয়ন্নিত্যর্থঃ। দোষানেবাহুঃ—অব্রুবন্নিতি। বিজ্ঞোঽপি মৌনমপলাপং বা কুর্ব্বন, তথা স্বয়মজ্ঞোঽপি বিরুদ্ধং ব্রুবন্, কিমুত বিজ্ঞোঽপীত্যর্থঃ॥ জী° ১০॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** তথাপি এখানে যে প্রবেশ করেছি, তা মহাপরাধই হয়ে গিয়েছে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, নেতি। **প্রাজ্ঞ**—ন্যায্য ও অন্যায্য কথার দোষজ্ঞ অর্থাৎ ত্রুটি পাপাদি যে জানে (সে সভায় যায় না)। জানে যদি সাবধান হতে কি দোষ। এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, **সভ্যদোষানন্যস্মরন্**—ধরা যাক্ সভ্যদের মধ্যে কারও কোনও প্রকার দোষ আছে, এবং নিজেরও দোষস্পর্শ হয়ে গিয়েছে ভ্রমবশতঃ। —সেক্ষেত্রে সভ্যদের সংসর্গজাত দোষ, ও নিজেরও ভ্রমাদিজাত দোষ বিচার করত, সভায় যায় না। দোষ সমূহ বলা হচ্ছে—**অব্রুবন্**-বিজ্ঞ হয়েও মৌন হয়ে থাকেন বা মিথ্যা বলেন, **বিব্রুবন্ন অজ্ঞ**—তথা স্বয়ং অজ্ঞ হয়েও উল্টা পাল্টা বলে, তবে সে দোষদুষ্ট হয়ে যায়। জী° ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অস্মাভিরত্রাগতৈবাপরাদ্ধমিত্যপরাঃ—শাস্ত্রশাসনমাহুঃ ন সভামিতি। সভায়ামধর্মে উৎপদ্যমানে সতি ধর্মং জ্ঞাত্বাপি তং অব্রুবন্ তুষ্ণীং তিষ্ঠন্নিত্যর্থঃ। বিব্রুবন্ বিধর্মমেব ব্রুবন্ বা অজ্ঞ জ্ঞাত্বাপি ন জানামীতি ব্রুবন্ বা কিল্বিষং প্রাপ্নোত্যতঃ সভাং ন প্রবিশেদিতি সভা প্রবেশনিষেধো ব্যবহারসাপেক্ষস্যৈব প্রাজ্ঞস্য। নতু ব্যবহারনিরপেক্ষস্য প্রাজ্ঞস্য। যথা সভাপর্বণি দ্যূতে দ্রৌপদীবিপদি ব্যবহারসাপেক্ষাঃ প্রাজ্ঞাঃ ভীষ্মাদয়োঽব্রুবাণা এব তস্থুঃ, ব্যবহারনিরপেক্ষঃ প্রাজ্ঞো বিদুরস্তু ধর্মং ব্রূতে স্মৈবেতি রঙ্গভূমৌ তু সর্ব এব প্রাজ্ঞাঃ কংসাদ্ভীতা ব্যবহারসাপেক্ষা এবেতি। জী° ১০।

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অপর যূথের যোষীদ্‌গণ বললেন—আমাদের এখানে আসাটাই অপরাধ হয়ে গিয়েছে। —শাস্ত্রশাসন বলছে, 'ন সভাম্' ইতি। সভার মধ্যে অধর্মের উদ্ভব হলে, তা জেনেও যারা **অব্রুবন্**—মৌন অবলম্বন করে থাকেন বা **বিব্রুবন্**—বিপরীত ধর্ম বলেন, বা **অজ্ঞ**—জানা থাকলেও জানি না এরূপ বলেন—তারা দোষদুষ্ট হন, তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি ওরূপ সভায় যান না—যারা ব্যবহার-অপেক্ষা রাখেন তাঁদের জন্যই সভা-প্রবেশ-নিষেধ। ব্যবহার নির-

বল্গতঃ শত্রুমভিতঃ কৃষ্ণস্য বদনাম্বুজম্ ।
বীক্ষতাং শ্রমবার্যুপ্তং পদ্মকোশমিবাম্বুভিঃ ।।১১।।

১১। **অন্বয়** ঃ শত্রুম্ অভিতঃ বল্গতঃ (ধাবতঃ ধাবতঃ) কৃষ্ণস্য বদনাম্বুজং অম্বুভিঃ (জলৈঃ) পদ্মকোশং ইব শ্রমবার্যুপ্তং (শ্রমবারিণা উপ্তং (ব্যাপ্তং) [ইতি] বীক্ষ্যতাং দৃশ্যতাং যুষ্মাভিঃ)।

১১। **মূলানুবাদ** ঃ ঐ দেখ দেখ, শত্রুর চতুর্দিকে ছোট-ছুটির শ্রান্তি জনিত ঘর্মবিন্দুতে আচ্ছন্ন, ঈষৎ হাসিতে উদ্ভাসিত, জলাচ্ছন পদ্মকোষের মতো সৌন্দর্য-পরাবধি কৃষ্ণমুখ কমল।

পেক্ষ প্রাজ্ঞের জন্য কিন্তু নয়। যথা মহাভারতের সভাপর্বে দ্যূতক্রীড়ায় ব্যবহার সাপেক্ষ প্রাজ্ঞ ভীষ্মাদি এই 'অব্রুবন্' শ্রেণীতে পড়েন— তাই নীরবে অবস্থান করলেন। কিন্তু ব্যবহার-নিরপেক্ষ বিদুর ধর্মই বলেছিলেন—এই কংসের রঙ্গভূমিতে কিন্তু, সকল প্রাজ্ঞই ব্যবহার সাপেক্ষ। বি° ১° ।।

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ নন্বেতয়োঃ শ্রমাদৃষ্ট্যা বলবত্ত্বানুমানান্ন কোঽপি দোষপ্রসঙ্গ ইত্যাশঙ্ক্য শ্রীকৃষ্ণস্য তাবচ্ছ্রমং দর্শয়ন্তি— বল্গত ইতি। শ্রমশ্চায়ং তাদৃশস্নিগ্ধানেব প্রতি ভাসতে, ন তু সর্ব্বানিতি জ্ঞেয়ম্; 'মল্লানামশনি-' (শ্রীভা ১০।৪৩।১৭) ইত্যাদ্যুক্তেঃ। রূপকেণ তত্তদ্ধর্মং সাধয়িত্বাপি পদ্মেতি পুনরুপমানাদিদং বোধয়ন্তি—আকৃষ্টাম্বুজগণসৌন্দর্য্যাৎ তন্মুখমেবাম্বুজং, তথা শ্রমবার্য্যেব তচ্ছোভা-হেতুত্বেন তদুপযুক্তং বারীতি স্বানুভব ব্যঞ্জনায় রূপকং কৃতং, যথাকথঞ্চিৎ সাধারণজনানুভবায়ৈব তু পুনরু-পমা কৃতেতি। শ্রম্বারীত্যত্র ভিসো লুক্ ছান্দসঃ। তত এবাম্বুভিবিত্যুপমানেন যোগঃ স্যাদিতি কোষ-পদোপাদানেন মুখস্যাপি স্মিতেনেষদ্বিকাশিত্বং জ্ঞাপিতম্, অতএব বিশেষেণেক্ষ্যতাম্ ॥ জী° ১১ ।

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা রামকৃষ্ণের পরিশ্রম না দেখায় বলবত্তা অনুমান হেতু কোনও দোষপ্রসঙ্গ আসে না কি? এরূপ আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণের তাবৎ পরিশ্রম দেখান হচ্ছে, 'বল্গতঃ ইতি'— এই পরিশ্রম এই যোষিদদের মতো স্নিগ্ধদের প্রতিই প্রকাশিত হয়। সক-লের কাছে নয়, এরূপ বুঝতে হবে, "মল্লদের প্রতি বজ্ররূপে প্রকাশিত"— শ্রীভা° ১০।৪৩।১৭ ইত্যাদি উক্তি থাকায়। বদনাম্বুজং—পদ্মের মতো মুখ—(উপমানের সহিত উপমেয়ের তন্ময়ত্ব-রূপক অলঙ্কার) (মুখের উপমান পদ্ম) বদনাম্বুজ পদে রূপকের দ্বারা পদ্মের সেই সেই ধর্ম্ম বদনে সাধিত হলেও পুনরায় 'পদ্মকোশমিবাম্বুভিঃ' অর্থাৎ কমলকলি যথা জলের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়—এরূপ উপমার হেতু, ইহাই বুঝানো হচ্ছে,—জলজাতপদ্ম চন্দ্র-শঙ্খগণের সৌন্দর্য আহরণ করে নিয়ে তা দিয়ে গড়া কৃষ্ণমুখ অম্বুজ সদৃশই— তথা শ্রমবার্যুপ্তং— [শ্রমবারি+উপ্তং=ব্যাপ্তং] অর্থাৎ শ্রমবারিতে ব্যাপ্ত মুখ, ইহা মুখের শোভার হেতু বলে উপযুক্তই। 'বারি ইতি' শ্রীশুকদেব নিজ অনুভব প্রকাশ করার জন্য এই 'রূপক' করে-ছেন। যে কোনও প্রকারে সাধারণ জনকে অনুভব করাবার জন্য পুনরায় 'উপমা' দেওয়া হয়েছে 'পদ্মকোশমিবাম্বুভিঃ'। 'শ্রমবারি ইতি' এখানে (ভিসো লুক্ ছান্দসঃ) তাতেই 'অম্বুভিঃ' উপমানের

কিং ন পশ্যত রামস্য মুখমাতাম্রলোচনম্।
মুষ্টিকং প্রতি সামর্ষং হাসসংরম্ভশোভিতম্ ॥১২॥

১২। **অন্বয়ঃ** [অন্য উচুঃ] মুষ্টিকং প্রতি সামর্ষং (সক্রোধং) [অতঃ] আতাম্রলোচনং (ঈষৎ তাম্রবর্ণে লোচনে যত্র তৎ) হাস সংরম্ভ শোভিতম্ (হাসেন সহ 'সংরম্ভ' যুদ্ধাভিনিবেশঃ তেন শোভিতম্) রামস্য মুখং কিং ন পশ্যত (যূয়ম্ ইতি শেষঃ)।

১২। **মূলানুবাদঃ** অপর স্ত্রীগণ বললেন— মুষ্টিকের প্রতি ক্রোধে ও কোপোত্থ হাসিমিশ্রিত যুদ্ধাভিনিবেশে ঈষৎ তামাটে নয়নে দীপ্ত বলরামের মুখ তোমরা দেখছ না-কি ?

সহিত সংযুক্ত হয়েছে আরও [কোষ] 'কুঁড়ি' পদটি আদানে ঈষৎ হাসিতে মুখের ঈষৎ বিকাশিতা জ্ঞাপিত হল। অতএব ওহে তোমরা সকলে এই মুখপদ্ম বিশেষভাবে চেয়ে চেয়ে দেখ। জী০ ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নন্থ, তয়োঃ শ্রমাদৃষ্ট্যা বলবত্ত্বানুমানান্নকোঽপি দোষপ্রসঙ্গ ইত্যাশঙ্ক্য কৃষ্ণস্য তাবৎ শ্রমং দর্শয়ন্তি,— বল্গতঃ শত্রুমভিত ইতি শত্রোঃ সর্বতো ধাবতঃ কৃষ্ণস্য শ্রমবারিণা উপ্তং ব্যাপ্তং বদনাম্বুজং মুখচন্দ্রো দৃশ্যতাম্ "অজৌ শঙ্খশশাঙ্কৌ চে"ত্যমরঃ। ক্লীবত্বমার্ষম্। বি০ ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** পূর্বপক্ষ, রামকৃষ্ণের পরিশ্রম হচ্ছে না দেখে বলবত্তা অনুমান হেতু কোন দোষপ্রসঙ্গ আসে না, এরূপ কথার আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণের তাবৎ পরিশ্রম দেখান হচ্ছে, **বীক্ষতাং** —দেখ হে দেখ **বল্গতঃ শত্রুমভিত**- শত্রুর চতুর্দিকে ছোটা-ছুটিতে **শ্রমবায়ুপ্তং** - [শ্রমবারি+উপ্তং =ব্যাপ্ত] শ্রমবারিতে আচ্ছন্ন **বদনাম্বুজ**- মুখচন্দ্র। —অজৌ, শঙ্খ শশাঙ্কৌ চে"ত্যমরঃ। বি০ ১১ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** অথ তদ্বৎ সুকুমারস্যাপি শ্রীরামস্য তচ্ছ্রমদর্শনেন স্বশ্রমমভিভূয় জাতং ক্রোধতেজঃ পশ্যতেতি তদেব স্থাপয়ন্তি—কিং ন পশ্যতেতি। হাসেনাবজ্ঞা চ দর্শিতা। হাসকর্তৃকো য আবেশঃ অবিচ্ছিন্নোদয়ঃ, তেন শোভিতম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, হাসেন সংরম্ভ আটোপস্তেন॥ । জী০ ১২॥

১২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** অতঃপর কৃষ্ণের মতোই সুকুমার শ্রীরামের ও কৃষ্ণের শ্রম-দর্শনে নিজের শ্রমকে ছাপিয়ে ক্রোধ ও তেজ জাত হল, **পশ্যতেতি** ইহাই স্থাপন করা হচ্ছে, —ইহা দেখছ না-কি ? **হাসসংরম্ভশোভিতম্**— আরও হাসের দ্বারা অবজ্ঞা দেখান হল। —হাসির যে অবিচ্ছিন্ন উদয়, তার দ্বারা শোভিত। [শ্রীস্বামিপাদ— অন্যরা বললেন, দেখছ না-কি ? **সামর্ষং**— সক্রোধ। হাস কর্তৃক যে 'সংরম্ভ' অর্থাৎ যুদ্ধ আবেশ, তার দ্বারা শোভিত (লোচন)], অথবা, হাস্য কর্তৃক যে আটোপ, তার দ্বারা শোভিত (লোচন)। জী০ ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** সামর্ষং সক্রোধমিতি ক্রোধস্য কারণং মুষ্টিকপ্রহারজনিত শ্রম এব বুধ্যতামিতি ভাবঃ। কোপোত্থেন হাসেন সহ সংরম্ভো যুদ্ধাবেশস্তেন শোভিতম্। বি০ ১২ ॥

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্র-রমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥১৩॥

১৩। **অন্বয়ঃ** [অন্যাউচুঃ] বত (অহো) যৎ (যাসু) নৃলিঙ্গগূঢ় (মনুষ্যদেহেন গূঢ়ঃ) বনচিত্রমাল্যঃ (বনস্থানি বিচিত্রাণি মাল্যানি যস্য সঃ) গিরিত্র-রমার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ (শিবলক্ষ্মীঃ, তাভ্যাং অর্চিতৌ অঙ্ঘ্রিঃ যস্য সঃ) অয়ং পুরাণপুরুষঃ (সনাতনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) সহবলঃ (বলরামেন সহ সন্) বেণুং ক্বণয়ন্ (বাদয়ন্) গাঃ চ পালয়ন্ বিক্রীড়য়া অঞ্চতি (ভ্রমতি)।

১৩। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর যজ্ঞপত্নীদের সহিত সমবাসনাযুক্ত কেউ কেউ যারা ঐ অসময়যুদ্ধ দেখে সন্তাপগ্রস্ত হলেন, সেই ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্র পরম প্রেমবতী মাথুররমণীগণ এই সভায় অনীতি সহ্য করতে না পেরে ব্রজভূমি ও তৎবাসিদের স্তব-মুখে মথুরার ও তৎবাসিদের নিন্দা অভিব্যক্ত করছেন—

অহো ব্রজভূমি ধন্যা; যে স্থানে মনুষ্যদেহে গুপ্ত, বিচিত্র বনমালায় শোভিত, শিব-লক্ষ্মী কর্তৃক পূজিতচরণ পুরাণপুরুষ এই কৃষ্ণ বলদেবের সহিত গোচারণ ও বেণুবাদন করতে করতে নিজাভীষ্ট ক্রীড়ার আবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** সামর্ষং—সক্রোধ,—ক্রোধের কারণ মুষ্টিক প্রহারজনিত শ্রমই বুঝতে হবে, এরূপ ভাব। কোপোত্থ হাসের সহিত সংরম্ভ - যুদ্ধ আবেশ, তার দ্বারা শোভিত॥ ।বি॰ ১২॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকাঃ** পুণ্যা ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্রায়ং ভাবঃ। ইত্যস্যেদন্তু বিবক্ষতমিত্যর্থঃ। যদ্বা, অথ কাশ্চিদ্বিদগ্ধা যজ্ঞপত্নীপ্রায়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র-পরমপ্রেমবত্যস্তৎসভা-বৈগুণ্যেন মধুপুরীমপ্যবহুমন্বানাঃ তত্রত্যানাং সাদ্গুণ্যেন শ্রীব্রজভুবমেব প্রশংসন্তি—পুণ্যা ইতি চতুর্ভিঃ। বত বিস্ময়ে। ব্রজভুবঃ ব্রজসম্বন্ধিন্যো ভূময় এব পুণ্যাঃ পরমধন্যাঃ। ন ত্বিয়ং মহাপুর্য্যপি। বহুত্বনির্দ্দেশেন তাসাং বহূনামপি যাদৃশপুণ্যত্বং, ন ত্বেকস্যা অপি তাদৃশত্বমিত্যর্থঃ। যৎ যাসু অয়ং শ্রীকৃষ্ণাখ্যঃ পুরাণপুরুষোঽপি নবো নিত্যনূতনো যঃ, য এব চ পুরুষঃ, তন্মুখ্যত্বেন তচ্ছব্দঃ। — প্রথমোঽভিধেয়ঃ সোঽঞ্চতি ভ্রমতি। বর্ত্তমানপ্রয়োগস্তৎসামীপ্যাৎ, পুনস্তত্র গমনাভিপ্রায়াচ্চ। বস্তুতস্তু যথার্থভারতীনিঃসৃতিরিয়ং, তত্র তদীয়-নিত্যলীলায়াঃ স্থাপয়িষ্যমাণত্বাৎ। অন্যত্র পরম-মহতামপ্যসৌ দুর্ল্লভ ইত্যাহ— গিরিত্রেণ রমায়াপি হৃদয়াদাবর্চ্চিতৌ, আগমোক্তার্চ্চনমার্গেণ উদ্দিশ্যৈবারাধিতৌ, ন তু ব্রজবাসিবৎ সাক্ষাৎ সেবিতৌ অঙ্ঘ্রী যস্য তাদৃশ ইত্যর্থঃ। নন্বু সম্প্রত্যত্রাপ্যয়মঞ্চতি, তত্রাহুঃ—বিক্রীড়য়েতি। অত্র প্রতিকূলৈঃ পরাভবিতুমিষ্যতে বিবিধোদাসীনলোকৈঃ সঙ্কীর্য্যতে চেতি নাত্যভীষ্ট-চিক্রীড়িষোদয়ান্নাত্র বিশিষ্টা ক্রীড়া। তত্র তু সর্ব্বস্যা-

প্যনুকূলত্বেনৈব কান্তত্বেন চ পরমাভীষ্ট-চিক্রীড়িষোদয়াদ্‌বিশিষ্টৈঃবতি, কুতঃ সাম্যমেবেতি ভাবঃ। সর্ব্বানুকূল্যং বৈশিষ্ট্যঞ্চ দর্শয়ন্তি— বনেত্যাদিনা ; বনে সর্ব্বাভীষ্টপুষ্পাদিনিধানে পরমৈকান্তে শ্রীবৃন্দাবনে চিত্রাণি বিশিষ্ট-ক্রীড়াকৌতুকিতয়া সখিভির্মিলিত্বা বিবিধাশ্চর্য্যত্বেন যাবদভীষ্টং রচিতানি মালানি যস্য তাদৃশঃ। উপলক্ষণঞ্চৈতং বেশান্তরাণাং, তথা গাঃ পালয়ন্‌, স্বয়ং নিজপরম স্নেহপাত্রাণাং গবাং তত্তন্নিজাভীষ্টক্রীড়াস্বৈরতাসহায়ং পালনং বিশ্বমোহন মধুরাহ্বানাদিনা কুর্ব্বন্‌। কিঞ্চ, সহবলঃ, তত্র তত্র বলসহায় ইতি স্বয়মভীষ্টতত্তৎক্রীড়েন শ্রীবলেন পুষ্ট-তত্তৎক্রীড় ইত্যর্থঃ। অহো কিমপরং বক্তব্যং, শক্র-শর্ব্ব-পরমেষ্ঠিমোহনঃ তরূণামপি পুলককারকং বেণুঞ্চ ক্বণয়ন্‌ তদ্বাদ্যমাধুরীং মহুরুল্লাসয়ন্নিতি ॥ জী০ ১৩ ॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** [শ্রীস্বামিপাদ অন্য যূথের যোষিদগণ বললেন— পুণ্যা বত ইতি। **নৃলিঙ্গগূঢ়**—মনুষ্য দেহে নিজের ভগবত্তা গোপন করেছেন যিনি, **বনচিত্রমাল্যঃ**— বনের বিচিত্র মালায় শোভিত, **গিরিত্র-রমা**— শিব ও লক্ষ্মী দ্বারা **অর্চিতাঙ্ঘ্রিঃ**— অর্চিত হচ্ছে পাদপদ্ম যাঁর সেই কৃষ্ণ। এই সভাকে ধিক্‌, যথায় কৃষ্ণ পরাভূত হচ্ছেন, সেই ব্রজভূমি ধন্য - যৎ— 'যাসু' যেখানে **এই কৃষ্ণ বিক্রীড়য়াঞ্চতি**- বিবিধ খেলা করতে করতে ঘুরে বেড়ায়।] —এখানে কথার ভাব - কৃষ্ণের ব্রজলীলাও তো বিচার করে দেখ। অথবা, অতঃপর কোনও ঐশ্বর্যজ্ঞান-মিশ্রা, পরমপ্রেমবতী যজ্ঞপত্নীপ্রায় বিদগ্ধরমণীদল এই রঙ্গভূমির সভাদোষে মধুপুরীকেও অবহুমাননা-কারিণী হলেন। আর ব্রজভূমির সাদগুণ্য হেতু তার প্রশংসা করতে লাগলেন, পুণ্যা ইতি চারটি শ্লোকে। **বত** বিস্ময়ে **ব্রজভুবঃ**—ব্রজসম্বন্ধী যে সব স্থান, তা সবই **পুণ্যা** - পরমধন্যা। আমাদের এস্থান কিন্তু ধন্যা নয়, মহাপুরী হলেও। 'ভুবঃ' বহুবচন, এই বহুত্ব নির্দেশের ধ্বনি- ব্রজসম্বন্ধী স্থান বহু হলেও যাদৃশ পরমধন্যা, তাদৃশ ধন্যা একটিও অন্য কোথাও নেই। **যৎ** - যে স্থানে **অয়ং** —(অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে) এই ইনি কৃষ্ণ নামক পুরাণপুরুষ হয়েও অর্থাৎ চির পুরাতন হয়েও চির নবীন, নিত্যনূতন এবং 'পুরুষ', 'তৎ' সেই তিনি ['তৎ' শব্দ মুখ্যতাবঞ্জক] সর্বাবতার-অবতারী হয়েও **অঞ্চতি**- ঘুরে বেড়ান, যৎ - যে বনে। 'অঞ্চতি' বর্তমান প্রয়োগ হল—এই অল্পকাল আগে সেই বনে ঘুরে বেড়িয়েছেন, পুনরায় শীঘ্রই সেখানে ফিরে গিয়ে বেড়াবেন, এই অভিপ্রায় হেতু। বস্তুতঃ সরস্বতীদেবীর কৃত প্রকৃত অর্থ তো ইহাই— শ্লোকে বর্তমান প্রয়োগ হয়েছে নিত্যলীলা স্থাপন ইচ্ছা হেতু। অন্যত্র পরম মহৎদেরও এই কৃষ্ণ দুর্লভ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **গিরিত্র-রমার্চিত্যাঙ্ঘ্রিঃ** - শিব-রমা দ্বারাও হৃদয়মধ্যে অর্চিত পদযুগল, কিভাবে অর্চিত ? আগমোক্ত অর্চনমার্গে কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আরাধিত—ব্রজবাসিবৎ কৃষ্ণসুখ উদ্দেশ্যে সেবিত নয় কিন্তু। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা, সম্প্রতি এই রঙ্গভূমিতেও তো এ **অঞ্চতি**—খেলে বেড়াচ্ছে। এরই উত্তরে, **বিক্রীড়য়েতি**- ব্রজভূমিতে হয় বিশিষ্ট ক্রীড়া, এখানে তো প্রতিকূল যোদ্ধার দ্বারা পরাভব প্রাপ্ত হওয়ার জন্য প্রেরিত, এবং বিবিধ উদাসীন লোক থাকা হেতু সচ্ছন্দতার হানি হওয়ায় অতি অভীষ্ট খেলার ইচ্ছা উদয় না হওয়াতে- বিশিষ্টক্রীড়া হয় না। ঐ ব্রজভূমিতে কিন্তু

অনুকূল হওয়া হেতু এবং কান্তভাবের ক্রীড়া হওয়ায় পরমাভীষ্ট বিশিষ্ট ক্রীড়ার ইচ্ছা উদয় হেতু, ক্রীড়া বিশিষ্টই হয়ে থাকে। সুতরাং দুস্থানের ক্রীড়ার আর সাম্য হয় কি করে, এরূপ ভাব। ব্রজের সর্বানুকূল্য বৈশিষ্ট্য দেখান হচ্ছে, যথা — 'বন' ইত্যাদি দ্বারা। **বনচিত্রমাল্যঃ**—'বনে' সর্বাভীষ্ট পুষ্পাদিভাণ্ডার, পরমনির্জন শ্রীবৃন্দাবনে 'চিত্রাণি' বিশিষ্ট ক্রীড়াকৌতুকে মিলিত সখা সকলের দ্বারা যাবৎ অভীষ্ট বিবিধ আশ্চর্যরূপে রচিত বহুবহু মালায় শোভামান কৃষ্ণ। —এই পদটি উপলক্ষণে অন্যান্য বহু বেশকে বুঝাচ্ছে। তথা **গাঃ পালয়ন্**—নিজ পরমস্নেহপাত্র ধেনুদের নিজের সেই সেই অভীষ্টক্রীড়া করতে করতে এই পালন হয়, বিশ্বমোহন মধুর আহ্বানাদি করতে করতে। আরও **সহবলঃ**—সেই সেই ক্রীড়ায় বলরাম সহায়রূপে বর্তমান থাকেন। নিজের অভীষ্ট সেই সেই ক্রীড়া শ্রীবলরামের সহতায় পুষ্ট হয়ে উঠে এরূপ অর্থ। **ক্বণয়ংশ্চারবেণুং**—আর বেশী বলবার কি আছে, ইন্দ্র-শিব-ব্রহ্মার মোহন, তরুদেরও রোমাঞ্চ জন্মানো বেণুমাধুরী মুহুর্মুহু উল্লাসিত করে তুলতে তুলতে।জী॰ ১৩॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অথ কাশ্চিৎ যজ্ঞপত্নীসবাসনা স্তা এব বা তদবাপ্তিসন্তাপস্ফুরিততদৈশ্বর্যজ্ঞানাঃ মহাপ্রেমবত্যো দৃশ্যমানাং তামনীতিমসহমানা ব্রজভুবস্তত্রত্যজনাশ্চ স্তবানা মথুরায়াস্তদ্বাসিনাঞ্চ নিন্দামভিব্যঞ্জয়ন্তি, পুণ্যা ইতি। বত বিস্ময়ে। যৎ যাসু নৃলিঙ্গেন স্বস্ব রূপলক্ষণেনাপি বহিরঙ্গজনৈর্জ্ঞাতুমশক্যত্বাদগূঢ়ঃ বিবিধয়া স্বমনোরথোত্থয়া ক্রীড়য়া অঞ্চতি ভ্রমতি। তেন ধিগিমাং মথুরাপুরীং যতোঽস্যামস্মৈ তাদৃশো দুঃখাতিশয়স্তঞ্চাত্রত্যা জনাঃ পশ্যন্তি। তাস্তু বনভূময়োঽপি ধন্যা এব যাস্বস্য বেণুবাদনাদিবিবিধক্রীড়ানন্দঃ। তঞ্চ তত্রত্যাঃ সানন্দং পশ্যন্তীতি দ্যোতিতম্। অত্রাঞ্চতীতি বর্তমানপ্রয়োগস্তাসাং তত্রৈব পুনঃ কৃষ্ণগমনাভিপ্রায়াৎ। বস্তুতস্তু যথার্থৈব ভারতীয়ং তন্মুখেভ্যো নিঃসৃতা লীলানাং নিত্যত্বস্য স্থাপিতত্বাৎ স্থাপয়িষ্যমাণত্বাচ্চ। বি॰ ১৩॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর যজ্ঞপত্নীদের সহিত সমবাসনাযুক্ত কেউ কেউ, বা ঐ যজ্ঞপত্নীরাই ঐ অসময়যুদ্ধ দেখে যে সন্তাপ প্রাপ্ত হলেন, তার থেকে তাঁদের চিত্তে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যজ্ঞান স্ফুরিত হল, তখন এই ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা এই মহাপ্রেমবতীগণ দৃশ্যমানা সেই অনীতি সহ্য করতে না পেরে ব্রজভূমি ও তথাকার জনকে স্তব মুখে মথুরাপুরীর ও তদ্বাসিদের নিন্দা অভিব্যক্ত করছেন, পুণ্যা ইতি। **বত** বিস্ময়ে। যৎ যেস্থানে **নৃলিঙ্গগূঢ়ঃ**—নিজস্ব স্বরূপলক্ষণেও বহিরঙ্গ জন চিনতে পারে না বলে 'গূঢ়'। **বিক্রীড়য়াঞ্চতি** 'বি' বিবিধ স্বমনোরথোত্থ ক্রীড়ায় 'অঞ্চতি' ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং ধিক্ আমাদের মথুরাপুরীকে, যেহেতু এখানে কৃষ্ণের এতাদৃশ দুঃখাতিশয়, আর তাই এখানকার লোকেরা চেয়ে চেয়ে দেখছে—কিন্তু ঐ স্থানটি বনভূমি হলেও ধন্যই, যেখানে এই কৃষ্ণের বেণুবাদনাদি বিবিধক্রীড়ানন্দ হয়ে থাকে, আর তা সেখানকার জনেরা আনন্দের সহিত দর্শন করে থাকেন, এরূপ ব্যঞ্জিত হচ্ছে। এখানে 'অঞ্চতি' এই বর্তমান প্রয়োগে, ঐ যোষিদ্‌দের মনে ঐ বনেই পুনরায় কৃষ্ণগমন-অভিপ্রায় থাকায়। —বস্তুতঃ এতো সরস্বতী সত্য কথাটাই ঐ যোষিদ্‌দের মুখ থেকে বের করেছেন, লীলার নিত্যতা শাস্ত্রে স্থাপিত থাকা হেতু এবং এখানে স্থাপন করার ইচ্ছুক হওয়া হেতু॥ বি॰ ১৩॥

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥১৪॥

১৪। **অন্বয়** ঃ গোপ্য কিং তপঃ অচরণ ? যৎ (যস্মাৎ তাঃ) অমুষ্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) লাবণ্যসারং অসমোর্দ্ধং অনন্যসিদ্ধং যশসঃ শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) ঐশ্বরস্য (ঐশ্বর্যস্য চ) একান্তধাম দুরাপং অনুসবাভিনবং (প্রতিক্ষণ-নূতনং রূপং (সৌন্দর্য্যামৃতং দৃগ্‌ভি (নেত্রৈঃ) পিবন্তি (পশ্যন্তীত্যর্থঃ)।

১৪। **মূলানুবাদ** ঃ হা-হতোঽস্মি, মহাসুকৃতি সম্পন্ন জনই ব্রজভূমিতে জন্মগ্রহণ করে থাকে, এর মধ্যেও আবার গোপীজন অতি শ্রেষ্ঠ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

ওহে সখীগণ! গোপীগণ কি তপস্য করেছিলেন, যেহেতু তাদের নয়নদ্বারে এই সম্মুখের এঁর রূপ পান করে থাকে, যা লাবণ্যসার, অসমোর্দ্ধ, স্বাভাবিক, প্রতিক্ষণ নূতনরূপে প্রতিভাত, লক্ষ্মীরও দুর্লভ, যশ-শ্রী-ঐশ্বর্য প্রভৃতি উপলক্ষিত ষড়্‌বিধ মাহাত্ম্যের অবধারিত নিত্য আশ্রয়।

১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ গোপ্য ইত্যত্র-তেষামবতারিকায়াং দৃষ্টোঽয়মিতিপর্য্যন্তঃ পূর্ব্বপক্ষাভিপ্রায়ঃ। গোপ্যস্ত্বিত্যুত্তরত্র যস্য জ্ঞেয়ঃ। অসমোর্দ্ধমনন্য-তদাবির্ভাবেষপি ন বিদ্যতে সমং, কিমুতোর্দ্ধং যস্য তদিত্যর্থঃ। পিবন্তীতি তৃষ্ণার্ত্তা ইবামৃতমিতি ভাবঃ। অনুসবাভিনবং প্রতিক্ষণমধিকাবির্ভাবিপ্রেমতৎস্ফূর্ত্ত্যাঃ পরস্পরবর্দ্ধনত্বাদিতি ভাবঃ। দুরাপং লক্ষ্ম্যাদিভির্দুর্ল্লভমপি শ্রিয়ঃ সর্ব্বশোভায়াঃ। ঈশ্বরস্যেতি পাঠে পরমেশ্বরস্যাপি পরমালম্বনরূপমিত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র সৌন্দর্য্যমিতি লেখ্যেঽপ্যসঙ্গমিতি নূনং প্রথমলেখকভ্রমাৎ, অন্যথা কিঞ্চিৎ ইত্যস্য তদপীত্যাদেশ্চাসঙ্গতিরিতি। যদ্বা, ব্রজভুবাং ধন্যত্বেন তদ্বাসিমাত্র-ধন্যত্বং ব্যঞ্জিতম্। তত্রাপি শ্রীগোপিনাং কিং বক্তব্যমিতি পরমবিদগ্ধাঃ কাশ্চিৎ শ্রীশুকেনাপ্যনুমোদ্যমানেষ্বমীষু বাক্যেষু বাঢ়মনুমোদ্যমানং বাক্যমাহুঃ গোপ্য ইতি। তপো ভগবদারাধনলক্ষণং, কিং কতমৎ আচরিতবত্যঃ, ঈদৃশ-ফলস্য বাঞ্ছনসাতীতত্বাৎ তদপি তাদৃশমিত্যর্থঃ। যদি জানীথ, তদা বয়মপি তত্রোত্তমং করবামেতি ভাবঃ। যদ্বা, কিন্তপোঽচরন্, অপি তু নৈবাচরন্, তপোমাত্রস্যেদৃশ ফলদানাশক্তেঃ, তদীয়নিত্যপ্রেয়সীসমুচিত এবায়মুদয় ইতি ভাবঃ। তথাত্বে হেতুং পরমেবাহুঃ- যৎ যস্মাৎ অমুষ্য সাক্ষাদ্‌ভাবেঽপি নির্দ্দেষ্টুমশক্যস্যেত্যর্থঃ। রূপং পরমশোভনপ্রমাণাঙ্গপ্রত্যঙ্গবত্ত্বম্। দৃগ্‌ভিঃ পিবন্তীতি—নৈরন্তর্য্যেঽপি তস্যাক্ষয়িষ্ণুত্বং, তাসামতৃপ্তিঞ্চ সূচয়িত্বা রূপস্য সুধাসমুদ্রত্বমুৎপ্রেক্ষন্তে, কিঞ্চ, দর্শনমাত্রস্য তাদৃশত্বং দর্শয়িত্বা আলিঙ্গনাদেঃ কৈমুত্যমানয়ন্তে। কীদৃশম্? তৎ লাবণ্যস্য কান্তিকন্দলীচাকচিক্যস্য সারঃ শ্রেষ্ঠাংশো যত্র তাদৃশং তৎপ্রাচুর্য্যাত্তদ্রূপমেব বা। নন্বনন্তা এব তৎপ্রাদুর্ভাবা ইতি তত্র তত্রাপি তাদৃশত্বং সম্ভবতি, তত্রাহুঃ অসমোর্দ্ধম্। নন্বন্যত্র নাস্তি চেৎ, কুতো লব্ধম্? তত্রাহুঃ — অনন্যসিদ্ধং স্বভাবিকমেবেত্যর্থঃ; ইতি নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতম্। অতএব যশ আদ্যাপ-

লক্ষিতানাং ষণ্ণাং ভগানামতিশয়িতং ধাম নিত্যাশ্রয়ম্। পাঠান্তরেঽপি ঈশ্বরত্বস্যেত্যেবার্থঃ। নম্বেবং সদৈকরূপত্বেন পশ্যন্তি চেৎ, তদাপি নাসকৃৎ চমৎকারঃ স্যাৎ, তত্রাহুঃ—অনুসবেতি। নম্বীদৃশং রূপং তত্রাস্তি চেৎ, তদান্যেঽপি পশ্যেয়ুস্তত্রাহুঃ—দুরাপমিতি। স্বতস্তাদৃশপ্রেম্ণোঽসম্ভবাদন্যেষাং তাদৃশত্বং তাসামেব দৃঢ়াবধানেন স্ফুরতি, অন্যথা তু ন স্ফুরতীত্যর্থঃ॥ জী০ ১৪॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ :** [শ্রীস্বামিপাদ—অহো কষ্ট, আমরা অল্পপুণ্য, কারণ এই কৃষ্ণ আমাদের দ্বারা অসময়ে 'দৃষ্টইয়ম্' দৃষ্ট হল—গোপীগণ কিন্তু বহুপুণ্যা, এই আশয়ে স্ত্রীদের দ্বারা উক্ত হল, গোপ্য ইতি] 'গোপ্য ইতি' এ বিষয়ে শ্রীস্বামিপাদের প্রস্তাবনায় 'দৃষ্টোঽয়মিতি' পর্যন্ত পূর্ব পক্ষের অভিপ্রায় অর্থাৎ আশয়। —গোপীগণ কি করেছিলেন তা পরপর জ্ঞাতব্য। **অসমোধ্ব'মনন্য**—[স্বামিপাদ—'অসমোধ্ব'' যার সমানও কেও নাই, বড়ও কেউ নেই, আরও 'অনন্য' অন্য আভরাণাদি দ্বারাও সিদ্ধ নয়] —তাঁর অবতারের মধ্যেও কেউ তাঁর সমান নেই, বড় যে নেই, সে আর বলবার কি আছে। **পিবন্তীতি** পান করেন (নয়ন দ্বারে) তৃষ্ণার্ত জনের মতো, যেন অমৃত পান হচ্ছে, এরূপ ভাব। **অনুসবাভিনবং রূপং**—প্রতিক্ষণ নূতন রূপে (—রূপের স্ফূর্তি হেতু প্রেমপ্রতিক্ষণ অধিক অধিক হয়ে উঠছে—প্রেম ও রূপ পরস্পর হোড় করে বাড়া হেতু, এরূপ ভাব। [আর যা কিছু স্বামিপাদ। —তথায় 'সৌন্দর্যম্ ইতি' লেখার বিষয়েও মিল নেই। নিশ্চয়ই লেখক ভ্রমবশতঃ এরূপ হয়েছে। অন্যথা 'কিঞ্চিৎ ইতি—অস্যতদাপি' ইত্যাদির মিল হয় না।] অথবা, ব্রজমণ্ডল ধন্য হওয়া হেতু তদ্বাসিমাত্রই ধন্য, এরূপ ব্যঞ্জিত হচ্ছে। তার মধ্যেও শ্রীগোপীদের কথা আর বলবার কি আছে—সুতরাং এখানে 'গোপ্য' পদে পরমরসিক কোনও কোনও গোপী,—শ্রীশুকের অনুমোদিত স্ত্রীদের বাক্যের মধ্যেও ইহাই তাঁর অতি অনুমোদ্যমান বাক্য, যা এবার বলা হচ্ছে, গোপ্য ইতি—গোপীরা কি তপস্যা করেছিল এখানে 'তপস্যা' বলতে শ্রীভগবদারাধনা-লক্ষণ সুকৃতি। **কিং**—বহুর মধ্যে কোন্‌টি আচরণ করেছিল? এরই উত্তরে, এই কৃষ্ণরূপ দর্শনরূপ ঈদৃশ ফল বাক্য-মনের অতীত হওয়া হেতু ঐ আচরণও বাক্য-মনের অতীতই হবে। —যদি জানতাম তবে আমরা ও বিষয়ে উদ্যম প্রকাশ করতাম। অথবা, কোন্ তপস্যা আচরণ করা হয়েছে? নিশ্চয়ই কোনও তপস্যাই আচরণ করা হয় নি কারণ তপস্যামাত্রেরই ঈদৃশ ফল-দান-সামর্থ্য নেই। অসমোধ্ব' ঐশ্বর্য মাধুর্যের আধার এই রূপের উদয় তদীয় নিত্যপ্রেয়সী-সমুচিউ, এরূপ ভাব। তথাত্বে হেতু রূপটি পরমশ্রেষ্ঠ। —সক্ষাৎভাবে অর্থাৎ নাম ধরে উল্লেখও করা যায় না, তাই বলা হল 'অমুষ্য' 'তাঁর' রূপং—তার রূপ পরমশোভন প্রমাণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট। **দৃগ্‌ভিঃ পিবন্তি**—নয়নের দ্বাধা পান করছেন—এরূপ প্রয়োগে সূচিত হচ্ছে, পান নিরন্তর চলতে থাকলেও তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, ঐ গোপীদের অতৃপ্তিও যায় না, এতে কৃষ্ণরূপের সুধা সমুদ্রত্ব উৎপ্রেক্ষা আসছে। আরও, দর্শনমাত্রের তাদৃশ ভাব দেখিয়ে 'দৃগভিঃ' বাক্যের প্রয়োগ আলিঙ্গনাদি সম্বন্ধে কৈমুতিক ন্যায় এনে দিচ্ছে অর্থাৎ দর্শনেই যদি এরূপ হয়, তবে আলিঙ্গনাদিতে যে আরও বেশী কিছু

হয়, তার আর বলবার কি আছে? সেই রূপটি কিদৃশ? **লাবণ্যসারম্**— কান্তিপুঞ্জ চাকচিক্যের **সারং**— শ্রেষ্ঠাংশ যথায় তাদৃশ রূপ, বা সারের প্রাচুর্য হেতু তদ্রূপই অর্থাৎ রূপটি লাবণ্য সারই। আচ্ছা, তার অবতারাবলী তো অনন্ত, অতএব সেই সেই রূপেও তো তাদৃশ ভাব হতে পারে নিশ্চয়ই, এরই উত্তরে **অসমোর্দ্ধম্**—এরূপের সমানও নেই অধিকও নেই। আচ্ছা, অন্যত্র যদি নাই থাকে তা হলে কোত্থেকে এরূপ লব্ধ? এরই উত্তরে **অনন্যসিদ্ধম্**—এ রূপ স্বাভাবিক। —এইরূপে নিত্যত্ব দর্শিত হল। অতএব 'যশ' প্রভৃতি উপলক্ষিত ষড়্‌বিধ মাহাত্ম্য, যথা—ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, সৌভাগ্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এ ছয়টি মাহাত্ম্যের **একান্ত**—অত্যন্ত অর্থাৎ অবধারিত **ধাম** নিত্য আশ্রয় এই রূপটি আচ্ছা, এইরূপে যদি তাঁকে সদা একরূপে দেখতে থাকা হয় তখনও কি নিরন্তর চমৎকার হন না? এরই উত্তরে, **অনুসব অভিনব**—প্রতিক্ষণ অভিনব। —নিত্যনূতন। আচ্ছা ঈদৃশ রূপ ঐ ব্রজভূমিতে আছে যদি, তা হলে অন্যেও দেখুক না, এরই উত্তরে, **দুরাপম্**—দুর্লভ,—স্বতঃ তাদৃশ প্রেম দুর্ঘট হওয়া হেতু। তন্মের তাদৃশ ভাব ঐ ব্রজগোপীদেরই দৃঢ় অভিনিবেশে অর্থাৎ আনুগত্যে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়। অন্যথা স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয় না (ইহাতে লক্ষ্মীদেবীই প্রমাণ)।জী০ ১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** হন্ত হন্ত মহাসুকৃতিন এব ব্রজভূমিষূৎপদ্যন্তে তেষ্বপি গোপীজনা অতিশ্রেষ্ঠা ইত্যাহুঃ। গোপ্য ইতি কিমচরন্নিতি ভোঃ সখ্যস্তত্তপঃ যদি যূয়ং সর্বজ্ঞস্য কস্যচিন্মুখাৎ জানীথ তদা ব্রূত যথা তদেবাস্মিন্ জন্মনি কৃত্বা ব্রজভূমৌ গোপ্যো ভবেম যৎ যতস্তা অমুষ্যরূপং সৌন্দর্যামৃতং পিবন্তি বয়ন্তু মথুরাস্থা অস্য পরাভববিষং পীত্বা আনখশিখং জ্বলাম ইতি ভাবঃ। তাসাং দৃগ্‌ভিঃ পানস্যৈব তাদৃশঃ তপঃ ফলমুক্ত্বা স্বাঙ্গৈরালিঙ্গনাদেস্তু নির্বাচ্য হেতুকত্বং জ্ঞাপিতম্। কিঞ্চাস্য রূপে লাবণ্যমধিকং বর্ততে ইত্যত উপাদীয়তে ইতি ন বাচ্যং, কিন্তু লাবণ্যসারং লাবণ্যস্যাপি যঃ সারস্তৎ স্বরূপমেবৈতৎ, নন্বু স্বর্লোকাভ্যোঽপি নূনে ভূর্লোকেঽস্মিংশ্চেদেবং রূপং দৃশ্যতে তর্হি সর্বতঃ শ্রেষ্ঠে মহাবৈকুণ্ঠলোকে ইতোঽপ্যধিকমধুরং শ্রীনারায়ণস্য রূপং ভবেদিতি তত্রাহুঃ। অসমোর্দ্ধং এতদ্রূপস্য সমমেব রূপং ক্বাপি নাস্তি কিমুতাধিকমিতি ভাবঃ। নন্বু তর্হি কৃষ্ণেনৈতদ্রূপং কুতঃ সকাশাৎ প্রাপ্তং তত্রাহুঃ,—অনন্যসিদ্ধং অস্মিন্নেতৎ স্বাভাবিকমিত্যর্থঃ। নন্বেবমপ্যেতদ্রূপং তাঃ সদৈকরূপত্বেন পশ্যন্তি চেত্তদাপি তাসাং নাসক্তচমৎকারঃ স্যাত্তত্রাহুঃ। অনসবাভিনবং প্রতিক্ষণ নূতনম্। এবঞ্চেত্তর্হি তত্রৈব গত্বা অন্যদেশীয়াভিরপি স্ত্রীভিঃ সুখেনায়ং দৃশ্যতামিত্যত আহুঃ দুরাপং লক্ষ্ম্যাপি দুর্লভম। নন্বু ভবতু নামাস্য সৌন্দর্যোপাধিক এব সর্বোৎকর্ষঃ। শ্রীনারায়ণাদৌ তু ভগশব্দবাচ্যং ষড়ৈশ্বর্যমধিকং বর্ততে তত্রাহুঃ,—একান্তেতি। যশ আদ্যুপলক্ষিতানাং ষণ্ণামেব ভগানাং একান্তধাম অতিশয়িতমাস্পদম্। ঐশ্বরস্য ঐশ্বর্যস্য। ঈশ্বরস্যেত্যপি পাঠঃ॥ বি০ ১৪।

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** হায় হায় মহাসুকৃতি সম্পন্ন জনই ব্রজভূমিতে জন্মগ্রহণ করে থাকে, তার মধ্যেও আবার গোপীজনগণ অতিশ্রেষ্ঠ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে,—**গোপ্যঃ স্তপঃ কিমচরণ ইতি**· ওহে সখিগণ গোপীগণ কি তপস্যা করেছিলেন। সেই তপস্যার কথা যদি তোমরা

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণ-মার্জ্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রীয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ।।১৫।।

১৫। **অন্বয়ঃ** [কিঞ্চ] যঃ দোহনে অবহননে (ধান্যাদেস্তুষাপাকরণং মথনোপলেপ (দধ্যাদি মথনম্, গৃহাণাং (লপনম্) প্রেঙ্খেঙ্খনং (দোলান্দোলনং) অর্ভরুদিতম্ (রুদদ্ অর্ভকসান্ত্বনম্) উক্ষণং (সেচনং) মার্জনম্ (গৃহসম্মার্জনং [ইত্যাদৌ কর্মনি] অশ্রুকণ্ঠ্যঃ (রোদনপরাঃ) অনুরক্তধিয়ঃ উরুক্রমচিত্তযানা (উরুক্রমে) চিত্তং 'উরুক্রমচিত্তং' তেনৈব যানং সর্ববিষয়প্রাপ্তিঃ যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) এনং (শ্রীকৃষ্ণং) গায়ন্তি [তাঃ] ব্রজস্ত্রিয়ঃ ধন্যাঃ।

১৫। **মূলানুবাদঃ** আরও ব্রজগোপীদের গৃহকর্মের ভিতরেও কৃষ্ণ-মাধুর্য-পানে প্রতিবন্ধক হয় না—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

যারা গোদোহনে, ধান্যাদি কোটনে, দধিমন্থনে, দোলা দোলানে, রোদনপর শিশু-সান্ত্বনে, জলের ছড়া দেওনে, ঘর ঝাড়নে কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাদি কীর্ত্তন করে থাকেন, সেই অশ্রুকণ্ঠী অনুরক্তধী, কৃষ্ণে চিত্ত দানেই সর্বাভীষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্তা ও কৃষ্ণচিত্তে বাহিতা ব্রজস্ত্রীগণই ধন্যা।

সর্বজ্ঞ কারও মুখ থেকে জেনে থাক, তবে বল—সেই তপস্যা করে ব্রজভূমিতে জন্ম নিয়ে আমরা গোপী হব — কারণ তাঁরা **অমুষ্য** – এই সম্মুখের এঁর (কৃষ্ণের) **রূপং**—সৌন্দর্যামৃত পান করে থাকে, আর আমরা এই রঙ্গভূমিতে এঁর পরাভব-বিষ পান করত নখাগ্র থেকে কেশাগ্র পর্যন্ত জ্বলে পুরে মরে যেতে বসেছি, এরূপ ভাব। ঐ গোপীদের নয়নদ্বারে পানের তাদৃশ তপস্যার ফল বলে নিজ অঙ্গের দ্বারা আলিঙ্গনাদির হেতু যে অনির্বচনীয় তা প্রকাশ করা হল। আরও এর রূপের লাবণ্যের আধিক্য থাকা হেতুই উপাদেয়, এরূপ বলা যাবে না. কিন্তু **লাবণ্যসারং**- লাবণেরও যা সার তৎস্বরূপই এই সম্মুখের ইনি —আচ্ছা, স্বর্গের থেকেও কমা এই পৃথিবীতে যখন এইরূপ চোখে দেখা যাচ্ছে, তা হলে সব থেকে শ্রেষ্ঠ মহাবৈকুণ্ঠলোকে এঁর থেকে অধিক মধুর শ্রীনারায়ণের রূপ হবে নিশ্চয়ই, এর উত্তরে বলা হচ্ছে, **অসমোর্দ্ধং**—এই রূপের সমান রূপই কোথাও নেই, আধিক্যের কথা তো দূরে, এরূপ ভাব। আচ্ছা, তা হলে এই রূপ কৃষ্ণ কার থেকে পেলেন? এরই উত্তরে **অনন্যসিদ্ধং**—কৃষ্ণে এইরূপ স্বাভাবিক। আচ্ছা, এরূপ হলেও এই রূপ তাঁরা সদা এক রূপেই যদি দেখতে থাকেন তবে তো নিরন্তর চমৎকার হবে না। এরই উত্তরে, **অনুসবাভিনবং** – প্রতিক্ষণ নূতনরূপে প্রতিভাত তাঁর রূপ, কাজেই নিত্য চমৎকার হয়। এরূপ যদি হয়, তা হলে অন্যদেশীয়গণও ঐ ব্রজভূমিতে গিয়ে সুখে তাঁকে দেখুক-না? এরই উত্তরে, **দুরাপং** – লক্ষ্মীরও দুর্লভ। হয়তো হোক না এর সৌন্দর্য উপাধিতে উৎকর্ষ। কিন্তু শ্রীনারায়ণাদিতে তো 'ভগ' শব্দবাচ্য ষড়্ ঐশ্বর্য অধিক বর্ত্তমান, এরই উত্তরে, **একান্তধাম্ন** যশ প্রভৃতি উপলক্ষিত ষড়্বিধ 'ভগ' মাহাত্ম্যের অবধারিত নিত্য আশ্রয় ইনি।।বি০ ১৪।।

১৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা। এবং দর্শনবদদর্শনেঽপি তদ্রূপং তথৈব তাসাং স্ফুরতীত্যাহুঃ —যা ইতি। দোহনাবহননে অন্তর্ভূত-ণ্যর্থ পদে জ্ঞেয়ে। অবহননং তুষাপকরণম্। চ-কার উক্ত-সমুচ্চয়ে। কদাচিৎ পশ্যন্তি, কদাচিদ্গায়ন্তি চেত্যর্থঃ। এবং পূর্ব্বোক্তরূপং যদা ন পশ্যন্তি, তদাপি তদ্রূপং স্ফুরতীতি ভাবঃ। এবং তাদৃশ গানাভাবাদ্বয়মধন্যা এবেতি তাৎপর্য্যম। অনুরক্তৈঃ। যদ্বা, অশ্রুকণ্ঠ্যঃ রোদনপরাশ্চ ভবন্তি, যতোঽনুরক্তধিয়ঃ, অত উরুক্রমচিত্তমেব যানং গমনসাধনং যাসাং তাঃ। যত্র যত্র তচ্চিত্তং যাতি, তত্র তত্রৈব তস্মিংস্তা এব স্ফুরন্তীত্যর্থঃ। চিন্তয়ানা ইতি পাঠেঽপি চিন্তনং চিন্তা, তদেব যানং যাসামিতি সমানোঽর্থশ্চ ॥ জী° ১৫ ॥

১৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ রঙ্গস্থলের পুরযোষিতগণ পরস্পর বলাবলি করে চলেছেন এই রূপ দর্শনবৎ অদর্শনেও সেই রূপই গোপীদের চিত্তে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'যা ইতি'। যাঁরা কখনও দোহনেঽবহনে—গো-দোহন, ধানকোটা ইত্যাদি, 'চ' কারে আরও অন্যান্য গৃহকর্ম কালে স্ফূর্তিতে দর্শন করেন, আবার কখনও তাঁর নামরূপগুণাদি কীর্ত্তন করেন।—এবং—একে অর্থাৎ পূর্বক্ত রূপ কৃষ্ণকে যখন চোখে দেখতে পান না, তখনও স্ফূর্তিতে দেখেন, তারা ধন্যা। এইরূপে গান-অভাবে আমরা অধন্যই, এরূপ তাৎপর্য। অনুরক্তধিয়ঃ অশ্রুকণ্ঠ্যঃ— [স্বামিপাদ—তারা যে 'অনুরক্তধী' তা কি করে বুঝা যাবে, বুঝা যাবে এই 'অশ্রুকণ্ঠ' লক্ষণে] অথবা, অশ্রুকণ্ঠ্যঃ—রোদনপরও হয়ে থাকে, যেহেতু তাঁরা অনুরক্ত-ধী অতএব উরুক্রমচিত্তযানাঃ—ব্রজ-স্ত্রীদের রথ অর্থাৎ গমনসাধন কৃষ্ণের মন। যেখানে যেখানে কৃষ্ণের মন যায় সেখানে সেখানেই কৃষ্ণমনোরথে ব্রজস্ত্রীগণ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত রূপে থাকেন। 'চিন্তযানা' পাঠেও একই অর্থ। ॥ জী° ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কিঞ্চ, তাসাং গৃহকর্মাণ্যপি নৈতন্মাধুর্যপান প্রতিবন্ধ-কানীত্যাহুঃ। যা দোহনাদিষু এনং গায়ন্তি চকারাৎ ক্বাপি পশ্যন্তি চেত্যেতন্মাধুর্যং রসনাভিরপি দৃগ্ভিরপি পিবন্তীতি পানাবিচ্ছেদ উক্তঃ। প্রেঙ্খেঙ্খনং দোলান্দোলনং উক্ষণং সেচনম্। উরুক্রমস্য চিত্তং যানং বাহনং যাসাং তা ইত্যয়মুরুক্রমোঽপি ব্রহ্মাদিভিঃ স্বচিত্তেষ্বহ্যমানোঽপি যা স্বয়ং স্বচিত্তে বহতীতি তাস্বপি কৃষ্ণোঽয়মনুরক্তধীরিতি তাসাং সৌভাগ্যভরো দর্শিতঃ। "চিন্তয়ানা" ইতি পাঠে উরুক্রমং চিন্তয়ন্ত্যাত্যর্থঃ ॥বি° ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আরও, ব্রজ গোপিদের গৃহকর্মেও এই কৃষ্ণের মাধুর্যপানে প্রতিবন্ধক হয় না—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, যা দোহনে—যারা গোদোহনাদি সময়ে গায়ন্তি চ—এঁর নাম-রূপ-গুণাদি কীর্ত্তন করে থাকেন, ['চ' কারে] এঁকে দেখতেও থাকেন—এইরূপে এঁর মাধুর্য জিহ্বা দ্বারাও, চক্ষুদ্বারাও পান করেন, এইরূপে নিরবিচ্ছিন্ন পান উক্ত হল। প্রেঙ্খেঙ্খনাঃ—দোলান্দোলন। উক্ষন—জল-সেচন। উরুক্রমচিত্তযানাঃ—কৃষ্ণের চিত্ত 'যানং' বাহন যাঁদের সেই ব্রজস্ত্রীগণ,—এই মহাবলশালী কৃষ্ণ ব্রহ্মাদির দ্বারা স্বচিত্তে বাহিত হওয়া অবস্থাতেই, বা ব্রজস্ত্রীগন স্বয়ং স্বচিত্তে তাকে বহন করতে থাকা অবস্থাতেই ঐ স্ত্রীদের প্রতি অনুরক্তধী। এইরূপে ব্রজস্ত্রীদের সৌভাগ্যভর দর্শিত হল। 'চিন্তয়ানা' পাঠে উরুক্রম কৃষ্ণকে চিন্তা করতে থাকা (ব্রজস্ত্রীগণ ॥ বি° ১৫ ॥

প্রাতর্ব্রজাদ্ ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং
গোভিঃ সমং ক্বণয়তোঽস্য নিশম্য বেণুম্ ।
নির্গম্য তূর্ণমবলাঃ পথি ভূরিপুণ্যাঃ
পশ্যন্তি সস্মিতমুখং সদয়াবলোকম্ ॥ ১৬ ॥

১৬। অন্বয়। প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) গোভিঃ সমং ব্রজাৎ ব্রজতঃ (গচ্ছতঃ) সায়ং [ব্রজে] আবিশতঃ চ ক্বণয়তঃ (বেণুবাদয়তঃ) অস্য বেণুং নিশম্য [যাঃ] অবলাঃ তূর্ণং পথি নির্গম্য সদয়াবলোকং (সদয়ঃ অবলোকঃ যস্মিন্ তদযুক্তং) সস্মিতমুখং পশ্যন্তি তাঃ ভূরিপুণ্যাঃ ।

১৬। মূলানুবাদ। প্রাতঃকালে ব্রজ থেকে বৃন্দাবনে গমনকালে, আর সায়ংকালে বন থেকে ব্রজে ফেরার কালে যে সকল অবলা ছুটে পথে বেরিয়ে এসে অনুকম্পা-স্নিগ্ধ দৃষ্টিযুক্ত মৃদুমধুর হাসিতে কমনীয় কৃষ্ণমুখ দর্শন করেন, তাঁরা ধন্যা।

১৬। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ দৃগ্‌ভিঃ পানমেব বর্ণয়ন্তি—প্রাতরিতি। ব্রজতঃ শ্রীবৃন্দাবনং গচ্ছতঃ, গোভিরিত্যুপলক্ষণং, গোপবর্গৈশ্চ সমং বেণুমিত্যস্যোভয়ত্রাপ্যন্বয়ঃ।—বেণুং ক্বণয়তঃ, অতএব বেণুং তদ্বাদ্যদ্বার নিশম্য শ্রবণকরণক-জ্ঞানং বিধায়েত্যর্থঃ। অয়ং তূর্ণনির্গমে হেতুঃ, বেণুসম্বন্ধাৎ শ্রীমুখস্য শোভাবিশেষোঽপি সূচিতঃ। 'তত্ত্বন্মুখং কথমিবাম্বুজতুল্যকক্ষং, বাচামবাচি নন্বু পর্ব্বণি পর্ব্বণীন্দোঃ। তৎ কিং ব্রুবে কিমপরং ভুবনৈককান্তঃ, বেণু ত্বদাননমনেন সমং নু যৎ স্যাৎ ॥' ইতি শ্রীলালাশুকোক্তিঃ। অবলা বেণুনাদেন সততপ্রেমভরেণৈব বা দোহাদি-সামর্থ্য হীনত্বাত্তন্নাম্নৈব বাচ্যা ইত্যর্থঃ। অত ইতস্ততঃ প্রস্খলন্ত্য ইতি ভাবঃ। যদ্বা, অন্যসঙ্গে গন্তুমশক্যত্বাদস্য বর্ত্মন্যেব তা ইতি। সুস্মিতেত্যাদি-বিশেষণদ্বয়ং তত্রাপাতিশয়দ্যোতকং, তথা সায়ম্ আ সম্যক্ বন্যবেশাদিনা উত্তম প্রকারেণ ব্রজং প্রবিশতশ্চ, তত্রাপি গোভিঃ সমমিত্যাদিকং সর্ব্বং যোজ্যম্।

১৬। শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ চক্ষুদ্বারাই যে পান, তাই বর্ণন করা হচ্ছে, প্রাতর্ব্রজাৎ ইতি—ব্রজ অর্থাৎ নন্দগ্রাম থেকে বৃন্দাবনে যাওয়া কালে গোভিঃ - ধেণুগণের সহিত, এই বাক্যটি উপলক্ষণে, এতে খেলার সাথী বলরাম-সুবলাদিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, অর্থাৎ এঁদেরও সহিত। 'বেণু' পদটি এখানে 'ক্বনয়তঃ' এবং 'নিশম্য' উভয়পদের সহিতই অন্বয় হবে, ক্বনয়তঃ বেণুবাদন রত শ্রীকৃষ্ণের বেণুং নিশম্য—বেণু শুনে অর্থাৎ বেণু বাদ্যদ্বারা 'নিশম্য' শ্রবনেনিন্দ্রয়ভূত জ্ঞান জাত হলে, এরূপ অর্থ। ইহাই সত্বর ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার হেতু। বেণু সম্বন্ধহেতু শ্রীমুখের শোভা বিশেষও সূচিও হল। "হে নাথ! অম্বুজ কি তোমার মুখের সমকক্ষ হতে পারে? চন্দ্রই কি পারে? অমাবশ্যায়, অমাবশ্যায় চন্দ্রের যে অবস্থা হয় তা 'ক্ষয়' শব্দ বাচ্য, আর তোমার মুখচন্দ্র ক্ষয়রহিত, সুতরাং এ উপমায় বাক্যের অক্ষমতা। তোমার মুখ নিরুপম। কারন অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি লোকের নাথ সকলের কেবল দর্শনাকাঙ্খিত বেণুশোভিত এই মুখ।"—(শ্রীলীলা শুকের উক্তি-কর্ণামৃত ৯৭)। অবলা – বেণুনাদ হেতু সতত প্রেমভরে সামর্থ্যহীন

এবং প্রভাষমাণাষু স্ত্রীষু যোগেশ্বরো হরিঃ।
শত্রুং হন্তুং মনশ্চক্রে ভগবান্ ভরতর্ষভ ॥১৭॥

১৭। অন্বয়ঃ ভরতর্ষভ (হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিত!) স্ত্রীষু এবং (ঈদৃশং) প্রভাষমানাসু ('প্র'প্রকর্ষেণ প্রেমার্ত্ত্যা সভয়ং ভাষমানাসু সতীষু) যোগেশ্বরঃ ভগবান্ হরিঃ শত্রুং হন্তুং মনঃ চক্রে।

১৭। মূলানুবাদঃ হে ভরতকুলোত্তম পরীক্ষিৎ! ব্রজস্ত্রীগণ যখন এইরূপে প্রেমার্তিতে ভয়ে পরস্পর আলাপাচারী অবস্থায় আছেন, তখন মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ শত্রু চাণূর বধে প্রবৃত্ত হলেন।

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ প্রাতর্ব্রজাদ্বনং ব্রজতঃ সায়ং বনাদ্ব্রজং আবিশতঃ প্রবিশতোঽস্য কৃষ্ণস্য বেণুং নিশম্য গৃহেভ্যো নির্গম্যপথি গবানয়নমার্গসমীপোপবনাদৌ পশ্যন্তি সদয়ঃ স্ববিরহখিন্নাঙ্গীস্তা দৃষ্ট্বা তদভীষ্টবিতরণব্যঞ্জকানুকম্পাসহিতোঽবলোকো যস্য তম্ ॥ ১৬ ॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ প্রাতঃকালে ব্রজ থেকে বৃন্দাবনে গমনকালে, আর সায়ংকালে বন থেকে ফেরার কালে এই কৃষ্ণের বেণুগান **নিশম্য** — শুনে গৃহ থেকে বের হয়ে **পথি**— ধেনু আনয়ন পথের সমীপস্থ উপবনাদিতে **পশ্যন্তি** - যাঁরা দর্শন করেন, **সদয়াবলোকম্**— স্ববিরহখিন্নাঙ্গী তাঁদের দেখে সেই অভীষ্ট বিতরণ ব্যঞ্জক অনুকম্পা-সহিত অবলোকন যথায় সেই কৃষ্ণমুখ যাঁরা দর্শন করেন তাঁরা ধন্যা। বি• ১৬ ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ• তো° টীকাঃ যদ্যপ্যন্যদাপি তৎসন্দর্শনং সম্পদ্যতে তথাপি তন্নির্গমনাপ্রবেশয়োরনুব্রজাভিগমনচ্ছলাল্লোকানামগ্রেঽপ্যসঙ্কোচেন তৎ সিধ্যতীতি তথা বিরহাগমনাপগময়োরত্যন্তশক্ত্যা বিশেষতস্তৎ স্যাদিতি তদানীন্তনমেব তদুক্তম্। ঈদৃশমাত্রস্য দর্শনমস্মাকং ন কথমপি সম্ভবেদিত্যতএবাপুণ্যা এব বয়মিতি ভাবঃ। এবমীদৃশং প্রকর্ষেণ প্রেমার্ত্ত্যা সভয়ং ভাষমাণাসু সতীষিতি তাদৃশভাষণাত্তাসামনিবৃত্তিরুক্তা। 'অর্হানর্হয়োশ্চ' ইতানেন সপ্তমী চার্হার্থে, তদা তদ্বিধানংযোগ্যমেবেত্যর্থঃ। যোগেশ্বর ইতি—স্বেচ্ছয়া স্বশক্তিপ্রকাশনাপ্রকাশনয়োর্হেতুঃ। হরতি ভূভারং হরিরিতি তদ্বধপ্রবৃত্তাবৌৎসর্গিকশ্চাস্তি হেতুরিতি ভাবঃ। শত্রুমিতি সদ্বিদ্বেষিত্বাৎ। ভগবানিতি—স্বরূপনির্দ্দেশঃ, সর্ব্বত্রৈবহেতুগর্ভঃ। হে ভরতর্ষভেতি—চিরং যুদ্ধক্রীড়য়া তদ্বধবিলম্বাদপ্রসন্নচিত্তং রাজানমুল্লাসয়তি, ভরতবংশ্যত্বাত্ত্বমপি ভারতযুদ্ধাদাবীদৃশীং তল্লীলাং জানাসীত্যভিপ্রায়েণ ॥ জী• ১৭।

১৭। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ যদিও তাদের অপর সময়েও কৃষ্ণ সন্দর্শন সম্পন্ন হয়ে থাকে, তথাপি ব্রজ থেকে বৃন্দাবনে যাওয়া ও ঘরে ফেরার কালে কৃষ্ণের পিছে পিছে ও সম্মুখে সম্মুখে চলার ছলে ব্রজজনদের সম্মুখেও অসঙ্কোচে উহা সিদ্ধ হয়ে থাকে। —তথা বিরহের আগমন-অপসরণ কালে অত্যন্ত অক্ষমতা হেতু বিশেষরূপে সেই কৃষ্ণ দর্শন হয়। এই রঙ্গভূমিতে মাথুর স্ত্রীগণ এরূপ দর্শনের কথাই উল্লেখ করেছেন তাদের পরস্পর আলাপে - ঈদৃশমাত্র দর্শনও আমাদের কোনও

উপশ্রুত্যগিরঃ স্ত্রীনাং পুত্রস্নেহশুচাতুরৌ।
পিতরাবন্বতপ্যেতাং পুত্রয়োরবুধৌ বলম্ ॥ ১৮ ॥

১৮। **অন্বয়ঃ** স্ত্রীনাং গিরঃ (তথাবিধবাক্যানি) উপশ্রুত্য ('উপ' সামীপ্যেন শ্রুত্যা) পুত্রস্নেহশুচাতুরৌ (পুত্রস্নেহেন যা শুক্‌তয়া অতুরৌ) পিতরৌ (দেবকী-বসুদেবৌ) অন্বতপ্যেতাং (অনুতাপং প্রাপ্তৌ)।

১৮। মূলানুবাদঃ মাথুররমনীদের তথাবিধ আলাপ নিকট থেকে ভাল করে শুনে মাতা-পিতা দেবকী-বসুদেব শোকাতুর হওয়া হেতু পুত্রদের বল তাঁদের ধারনার মধ্যে আসেনি। তাই তাঁরা শোক করতে লাগলেন, কেন অক্রূরকে আগে শিখিয়ে দেওয়া হয়নি, পুত্রদের এখানে উপস্থিত না করতে।

প্রকারেও ঘটে না। – তাই বলছি, আমরা হতভাগ্যই বটে, এরূপ ভাব। **এবং**—এরূপে যখন **ব্রজস্ত্রীগণ প্রভাষমাণাসু** - 'প্র' প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ প্রেমার্তিতে সভয়ে পরস্পর আলাপাচারী অবস্থায় আছেন, সেই সময়ে। এইরূপে তাদৃশ আলাপ থেকে তাদের অনিবৃত্তি উক্ত হল। —তদ্বিধ স্ত্রীদের পক্ষে ইহা যোগ্যই বটে। **যোগেশ্বর** –মহাযোগী, স্বেচ্ছায় স্বশক্তি প্রকাশন-অপ্রকাশনে সমর্থ। 'হরি' ভূভার হরণ করে থাকেন, এই পদটি চাণূর বধে তার প্রবৃত্তিতে হেতু। ইহা তাঁর নৈসর্গিক গুণও। **শত্রুং** সাধুগণের বিদ্বেষী বলে এ কৃষ্ণের শত্রু। **ভগবান্** - এই পদে স্বরূপ নির্দেশ করা হল,—হেতুগর্ভ। **হে ভরতর্ষভ ইতি**—হে ভরতকুলতিলক। —যুদ্ধক্রীড়ায় চাণূর বধে বিলম্ব হেতু অপ্রসন্ন-চিত্ত রাজা পরীক্ষিৎকে উল্লাসিত করে ওঠাচ্ছেন এই সম্বোধনে—এর অভিপ্রায় হল, তুমি ভরতের বংশজাত হওয়া হেতু তুমিও মহাভারতের যুদ্ধাদিতে কৃষ্ণের লীলা থেকে জান ॥ জী০ ১৭ ॥

১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যোগেশ্বর ইতি তত্রত্যানুকূল প্রতিকূল লোকানাং স্বগতা অপি বাচঃ শৃণ্বন্নিত্যর্থঃ। হন্তুং মনশ্চক্র ইতালমেতা অনুর গিণীর্দুঃখয়িত্বেতি ভবঃ ॥ ১৭ ॥

১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ যোগেশ্বরো হরিঃ** যোগিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ; - এই কথার ধ্বনি, মঞ্চোপরি উপবিষ্ট হয়েও সকল লোকের কথা স্বগত হলেও শুনতে পাচ্ছিলেন - তাদের কথা শুনতে শুনতে চানুর বধের ইচ্ছা হল এই অনুরাগীদের দুঃখ দেওয়ার কি প্রয়োজন, এরূপ মনের ভাবে ॥ বি০ ১৭ ॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** স্ত্রীণাং তথাবিধগিরঃ উপ সামীপ্যেনাধি ক্যন বা শ্রুত্বা পিতরৌ তদানীং তাদৃশাভিমানমেবানুসৃতাবিতি পুত্রত্যাদৌ হেতুঃ। আতুরত্বাদেব বলং বাপ্যনয়োঃ অবুধৌ অজানন্তৌ সন্তৌ তদনুসন্ধাতুমশক্তাবিত্যর্থঃ। অন্বতপ্যেতাং, কথং ব্রজে গমিষ্যন্নক্রূর এব প্রথমত-স্তথা ন শিক্ষিতঃ, যথা নৈতাবান্ এষ্যদিত্যাদিকং পশ্চাত্তাপমকুর্ব্বতাম্। অত্র বলমবুধাবিত্যত্র ষষ্ঠ্যভাবস্তস্যাঃ ষষ্ঠ্যা অনিত্যত্বাৎ। যদুক্তং 'কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি' ইত্যত্র ভাষাবৃত্তৌ বিহিত-তদর্হ-মিতি সূত্রনির্দ্দেশেনানিত্যজ্ঞাপনাৎ। 'ধায়ৈরামোদমুত্তমম্' ইতি ভট্টিরিতি। তদ্ধিতপ্রত্যয়ঃ খলু সূত্রপ্রথম-নির্দ্দিষ্টবিভক্ত্যন্তাদেব নিয়মিতঃ, যথা তস্যাপত্যমিত্যত্র উপগোরপত্যমৌপগবঃ, যথা চাত্র ধনমর্হতি ধন্য ইতি।

তৈস্তৈর্নিযুদ্ধবিধিভির্বিবিধৈরচ্যুততেতরৌ।
যুযুধাতে যথান্যোন্যং তথৈব বল-মুষ্টিকৌ ॥ ১৯ ॥

১৯। **অন্বয়ঃ** অচ্যুততেতরৌ (শ্রীকৃষ্ণঃ চাণুরঃ তৌ) তৈঃ তৈঃ (পূর্বোক্তৈঃ) বিবিধৈঃ নিযুদ্ধ বিধিভিঃ অন্যোন্যং (পরস্পরং) যথা যুযুধাতে (যুদ্ধং কৃতবন্তৌ তথা এব বলমুষ্টিকৌ [যুযুধাতে]।

১৯। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীকৃষ্ণ ও চানূর পূর্বোক্ত বিবিধ মল্লযুদ্ধ নিয়ম অনুসারে পরস্পর যেরূপ যুদ্ধ করতে লাগলেন, বলদেব মুষ্টিকও সেইরূপই যুদ্ধ করতে লাগলেন।

১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** মাথুর স্ত্রীদের তথাবিধ আলাপ **উপশ্রুত্য**—'উপ' নিকট থেকে বা ভাল করে শুনে, **পিতরৌ**—মাতাপিতা দেবকী বসুদেব তৎকালে নিজেদের রামকৃষ্ণের পিতামাতা অভিমান অনুসরণে এই পদের ব্যবহার। **শুচাতুরৌ**—শোকাতুর হওয়া হেতুই রামকৃষ্ণের বল ধারণা করতে পারেন নি, বা শোকাতুর হওয়া হেতু এদের বল সম্বন্ধে **অবুধ্রৌ**—অজ্ঞান অর্থাৎ তাদের বল অনুসন্ধানে অশক্ত (পিতামাতা)। অক্রূরের ব্রজে যাওয়া কালে তাকে প্রথমেই কেন-না এমন-ভাবে শিখিয়ে দেওয়া হল, যাতে এই সংগ্রামে তাদের উপস্থিত না করে—এইরূপে পরে তাঁরা শোক করতে লাগলেন।—এই যে পুত্রদের বল সম্বন্ধে অজ্ঞানতা, তা সাময়িক, বাৎসল্যের উদয়ে আচ্ছাদন তাঁদের মাধুর্যের দ্বারা। জী০ ১৮ ॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পিতরৌ দেবকীবসুদেবৌ বসুদেব নন্দৌ বা অন্বতপ্যেতাম্। হন্ত হন্ত ব্রজে গমিষ্যন্নক্রূরএব কথং তথা না শিক্ষিতো যথা নৈতাবান্যেন্যং স ইতি। হন্ত হন্ত কথমনার্য পুরে ময়কা সুতঃ, কথমসৌ ন নিগৃহ্য গৃহে ধৃত ইত্যাদিকং পশ্চাত্তাপমকুর্বতাম। বলমবুধৌ অজানন্তৌ। ষষ্ঠ্যা অভাবস্তদর্হমিতি নির্দেশেন তস্যা অনিত্যত্বজ্ঞাপনাৎ ॥ বি০ ১৮ ॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **পিতরৌ**—দেবকী-বসুদেব, বা বসুদেব নন্দ অনুতাপ করতে লাগলেন, —'হায় হায় ব্রজে গমনকালে অক্রূরকে সেরূপ কেন-না শিখিয়ে দেওয়া হল, যাতে তার ইচ্ছা না হতো কৃষ্ণবলরামকে এই রঙ্গস্থল পর্যন্ত নিয়ে আসার। এই অনার্যপুরে আমাদের পুত্র কেন আছে, কেনা না একে জোর করে ঘরে ধরে রাখা হল, এইরূপে পরে অনুতাপ করতে লাগল। **বলম্** পুত্রদের বল সম্বন্ধে 'অবুধৌ' জ্ঞানহীন পিতামাতা—বাৎসল্য উদয়ে রামকৃষ্ণের যে বল আছে, এ বোধ আচ্ছাদিত হয়ে গেল মাধুর্যের দ্বারা 'অনুতপ্যেতাম' এখানে এই ষষ্ঠী প্রয়োগে বুঝা যায়, এই আচ্ছাদন সাময়িক, নিত্য নয়, কৃষ্ণ যে ভগবান, এ জ্ঞানই নিত্য ॥ বি০ ১৮ ॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো° টীকা ঃ** পুনর্যুদ্ধবর্ণনমবতারয়তি—তৈরিতি, পূর্ব্ব দর্শিতদিঙ্মাত্রৈঃ। বীপ্সা তেষাং বৈচিত্র্যাদ্যপেক্ষয়া। উভাবিতি চাণুরস্যাপি তত্র নৈপুণ্যং বোধয়তি, অন্যথানর্হতয়া লীলা সৌষ্ঠবং ন স্যাৎ, তচ্চ লীলাশক্তি সম্পাদিতমিতি ভাবঃ। 'বিবিধৈরচ্যুততেতরৌ' ইতি পাঠে ইতরশ্চাণুরঃ ॥ ॥ জী ১৯।

ভগবদ্গাত্রনিষ্পাতৈর্বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরৈঃ।
চাণূরো ভজ্যমানাঙ্গো মুহুর্গ্লানিমবাপ হ ॥২০॥

স শ্যেনবেগ উৎপত্য মুষ্টিকৃত্য করাবুভৌ।
ভগবন্তং বাসুদেবং ক্রুদ্ধো বক্ষস্যবাধত ॥২১॥

২০। **অন্বয় ঃ** বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরৈঃ (বজ্রস্য তীব্রপ্রহারবৎ নিষ্ঠুরৈঃ) ভগবৎগাত্রনিষ্পাতৈঃ ভজ্যমানাঙ্গঃ চাণূর মুহুঃ গ্লানিং অবাপ (প্রাপ্তবান্) হ (স্ফুটং)।

২১। **অন্বয় ঃ** ক্রুদ্ধঃ শ্যেনবেগঃ সঃ উৎপত্য (সহসা সমাগত্য উভৌ করৌ মুষ্টি কৃত্য ভগবন্তং বাসুদেবং বক্ষসি অবাধত (অতাড়য়ৎ)।

২০। **মূলানুবাদ ঃ** বিধ্বংসকারী বজ্রপাত থেকেও নিষ্ঠুর শ্রীভগবানের অঙ্গপ্রহারে চাণূর ভগ্ন অঙ্গ হয়ে বারবার গ্লানিপ্রাপ্ত হতে লাগল।

২১। **মূলানুবাদ ঃ** অতঃপর সে ক্রুদ্ধভাবে বাজপাখীর ন্যায় ছোঁ মেরে গা-এর উপর পড়ে যুগপৎ মুষ্টিকৃত দুহাত দিয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশে প্রহার করল।

১৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** পুনরায় যুদ্ধ বর্ণনের অবতারণা করলেন. তৈ ইতি। **তৈস্তৈতঃ**—পূর্ব-দর্শিত অংশমাত্র সেই সেই নিযুদ্ধ বিধিতে—দুবার 'সেই' পদটি বলা হল, ঐ যুদ্ধের বিচিত্রতা অপেক্ষায়। **উভৌ ইতি**—কেশব ও চাণূর উভয়ে, এই 'উভো' পদেযুদ্ধে চাণূরের ও যে নৈপুন্য আছে, তা বোঝানো হল। —চাণুরাদির যদি নৈপুণ্য না থাকত, তা হলে লীলাসৌষ্ঠব হত না। আরও এই সৌষ্ঠবও লীলাশক্তি দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে, এরূপ ভাব। জী০ ১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অচ্যুতশ্চ ইতরশ্চাণূরশ্চ তৌ ॥ বি০ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অচ্যুত ও চাণূর তারা দুজন।

২০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** অচিন্ত্যশক্তিত্ব-বাচকো ভগবচ্ছব্দোঽত্র মল্লেষু তাদৃশ-স্ফূর্ত্তো হেতুঃ। বজ্রনিষ্পেষস্তৎ-করণক-চূর্ণনং তস্মাদপি নিষ্ঠুরৈঃ॥ জী০ ২০॥

২০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** **ভগবদ্**—এখানে অচিন্ত শক্তিত্ব বাচক 'ভগবদ্' শব্দ ব্যবহারের হেতু হল, মল্লদের চিত্তাকাশে তাদৃশ স্ফূর্তি। **বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরৈঃ** [শ্রীধর নিষ্পাতৈঃ—প্রহারে, বজ্রনিষ্পেষ নিষ্ঠুরৈঃ—ভীষণশব্দযুক্ত বজ্রপাত থেকেও নিষ্ঠুর] - বিধ্বংসকারী বজ্রপাত থেকেও নিষ্ঠুর শ্রীগবানের অঙ্গপ্রহার জী০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নিষ্পাতৈঃ প্রহারৈর্বজ্রেণ নিষ্পেষঃ সংচূর্ণনং তদ্বন্নিষ্ঠুরৈঃ। বি ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** বিধ্বংসকারী বজ্রপাত সম নিষ্ঠুর কৃষ্ণের দেহের প্রহার। বি০ ২০॥

২১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** শ্যেনবেগ ইতি পূর্ব্বং গ্লানিং প্রাপ্য দূরে গমনং বোধি-

নাচলৎ তৎপ্রহারেণ স্রগ্‌ভির্হত ইব দ্বিপঃ।
বাহ্বোর্নিগৃহ্য চাণূরং বহুশো ভ্রাময়ন্ হরিঃ ॥২২॥

ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস তরসা ক্ষীণজীবিতম্।
বিস্রস্তাকল্পকেশস্রগিন্দ্রধ্বজ ইবাপতৎ ॥২৩॥

২২-২৩। **অন্বয়ঃ** স্রগ্‌ভিঃ (মালাভিঃ) হতঃ (তাড়িতঃ) দ্বিপ (হস্তী) ইব তৎ প্রহারেণ ন অচলৎ চাণূরং বাহ্বোঃ (বাহুদ্বয়ে) নিগৃহ্য (গৃহিত্বা) বহুশঃ ভ্রাময়ন্ ক্ষীণজীবিতং তরসা (বেগেন) ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস (নিপাত্য আলোড়য়ৎ) বিস্রস্তাকল্পকেশস্রক্ (বিক্ষিপ্তাঃ কেশাঃ 'আকল্পাঃ' আভরানি স্রজশ্চ যস্য তথাভূত সন্ ইন্দ্রধ্বজ ইব অপতৎ।

২২-২৩। **মূলানুবাদঃ** তাদৃশ শোকাতুর নিজজনদের উৎফুল্ল করে উঠাবার জন্য কৃষ্ণ তাঁর যুদ্ধ নিপুণতা ব্যক্ত করলেও তাদের ক্ষোভলেশও কিন্তু অনুকরণ করলেন না, নিজের পিছুহটার অজু হাতে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

মালাদি দ্বারা তাড়িত হাতীর ন্যায় চাণূরের সেই প্রহারে কৃষ্ণ বিচলিত হলেন না। —উপরন্তু তাকে বাহুদ্বয়ে ধরে বারবার বহুপ্রকারে ঘুরাতে লাগলেন। এই ঘুরণ-বেগেই সে গতজীবন হয়ে গেল। অতঃপর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আচ্ছা করে মাটিতে রগ্‌ড়ে দিলেন। চাণূর ইন্দ্রধ্বজের মতো মাটিতে পরে রইল, কেশ-আভরণ মালার এলোমেলো অবস্থায়।

তম্। উভাবিত্যেকদৈব মুষ্টীকৃতাভ্যাং দ্বাভ্যামেব প্রহারাৎ মহাবলিষ্ঠত্বং নিযুদ্ধকুশলত্বঞ্চ দর্শিতম্। ভগবন্তং বাসুদেবমিতি তস্মূঢ়ত্বদৌরাত্ম্যব্যঞ্জকং তত্তন্নিরুক্তেঃ॥ জী ২১ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো টীকানুবাদঃ** শ্যেনবেগ—চাণূর বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে কৃষ্ণের গা এর উপর এসে পড়ল—এরূপভাবে পড়াটা দূরত্বের ইঙ্গিতবাহী, পূর্বে গ্লানিতে দূরে সরে গিয়েছিল চাণূর। করাবুভৌ—'উভৌ' যুগপৎ মুষ্টিকৃত দু হাত দিয়ে প্রহার করল, এই পদে তার মহা-বলিষ্ঠতা ও বাহুযুদ্ধ নিপুণতা দর্শিত হল। **ভগবন্তম্**—একে তো সহজ সুকুমার অঙ্গ ও **বাসুদেব**—নিজ অশেষ রূপগুণাদি প্রকটনশীল [শ্রীসনাতন—এমন যে মূর্তি তার বক্ষে প্রহার,] এতে চাণূরের মূঢ়তা ও দৌরাত্ম্য প্রকাশ পেল জী° ২১॥

২১। **শ্রীবিশ্বনথ টীকাঃ** অবাধত অতাড়য়ৎ। বিঃ ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **অবাধত**—আঘাত করলেন। বি° ২১ ॥

২২-২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** শ্রীভগবানপি তাদৃশ নিজজনহর্ষণায় তস্য তত্তদেব ব্যঞ্জিতবান্, ন তু স্ববিনোদায় স্বস্য ক্ষোভলেশমপ্যনুকৃতবানিত্যাহ—নেত্যর্দ্ধেন। স্রগ্‌ভিরিত্যনেন সুখমপি তস্য সূচিতম্। বহুত্বস্য যদি বহ্বীভিরপি তাভির্হতঃ স্যাৎ, তদপি তস্য যথা ন কিঞ্চিদপি স্যাৎ, তথাস্য বলবাহুল্যেনাপীতি ভাবঃ। অথ শ্রীহরিবংশবচনানি জ্ঞেয়ানি—'যদয়ং বাহুযুদ্ধং বৈ সবৈরং কর্ত্তুমুদ্যতঃ।

তথৈব মুষ্টিকঃ পূর্ব্বং স্বমুষ্ট্যাভিহতেন বৈ।
বলভদ্রেণ বলিনা তলেনাভিহতো ভৃশম্ ॥২৪॥
প্রবেপিতঃ স রুধিরমুদ্বমন্ মুখতোঽর্দ্দিতঃ।
ব্যসুঃ পপাতোর্ব্ব্যুপস্থে বাতাহত ইবাঙ্ঘ্রিপঃ ॥২৫॥

২৪-২৫। **অন্বয়ঃ** তথৈব মুষ্টিকঃ পূর্বং স্বমুষ্ট্যা অভিহতেন (প্রহৃতেন) বলিনা বলভদ্রেন (কর্ত্রা) ভৃশং [পানি] তলেন অভিহতঃ (অভিতাড়িত অভূৎ) বৈ (ইতি নিশ্চিতং)।

ততঃ সঃ (মুষ্টিকঃ) প্রবেপিতঃ (কম্পিতঃ) অর্দিতঃ (পীড়িতঃ) মুখতঃ রুধিরং উদ্বমন্ ব্যসুঃ (গতপ্রাণঃ সন্) বাতাহতঃ অঙ্ঘ্রিপঃ (বৃক্ষঃ ইব উর্ব্যুপস্থে (ভূতলে) পপাত।

২৪-২৫। **মূলানুবাদঃ** এরূপই মুষ্টিকও নিজমুষ্টিদ্বারা বলরামকে আঘাত করল। আহত বলরাম বল প্রকাশ করত তাঁকে ভীষণ এক চপেটাঘাত দিলেন। তাতে পীড়িত হয়ে সে কাঁপতে লাগল। মুখ দিয়ে রক্তবমি করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করত বাতাহত বৃক্ষের মতো ধরাশায়ী হল।

তত্র বৈ নিগ্রহঃ কার্য্যস্তোষয়িষ্যাম্যহং জগৎ। করূষেষু প্রসূতোঽয়ং চাণূরো নাম নামতঃ বাহুযোধী শরীরেণ কর্ম্মভিশ্চানুচিন্ত্যতাম্। এতেন বহবো মল্লা নিপাতানন্তরং হতাঃ। রঙ্গপ্রতাপকামেন মল্লমার্গাশ্চ দূষিতাঃ॥ যে তু কেচিৎ স্বদোষেণ রাজ্ঞঃ পণ্ডিতমানিনঃ। প্রতাপার্থে হতা মল্লা মল্লহন্তর্বধো হি সঃ॥" ইতি। বহুশঃ বহুবারান্ বহুধা চেত্যর্থঃ, তরসা ভ্রমণবেগেনৈব ক্ষীণজীবিনমাকাশ এব মৃতম্। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে —'ভ্রাময়িত্বা শতগুণং দৈত্যমল্লমমিত্রজিৎ। ভূমাবাস্ফোটয়ামাস গগনে গতজীবিতম্॥' অতএব 'অহো মৃত এবায়ম্' ইত্যুক্ত্বা পরিত্যাগমিষেণৈব পোথয়ামাসেতি জ্ঞেয়ম্। অপতৎ স চেতি শেষঃ। ইন্দ্রধ্বজোপময়া তদ্দেহস্য বৃহত্তরত্বমপি ধ্বনিতম্। যথোক্তং শ্রীহরিবংশে—'দোহন তস্য মল্লস্য চাণূরস্য গতায়ুষঃ। সন্নিরুদ্ধো মহারঙ্গঃ সশৈলেনেব লক্ষ্যতে॥' ইতি॥ জী০ ২২-২৩॥

২২-২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো০ টীকানুবাদঃ** তখন তাদৃশ শোকাতুর নিজজনদের উৎফুল্ল করে উঠাবার জন্য তাঁর সেই যুদ্ধ নিপুণতা ব্যক্ত করলেন—তাদের ক্ষোভলেশও অনুকরণ করলেন না, নিজের পিছু হটার কারণরূপে —এই আশয়ে **ন অচলৎ** —বিচলিত হলেন না, **স্রগ্‌ভির্‌ত ইব দ্বিপঃ**— মালাদিদ্বারা তাড়িত হস্তীর ন্যায়, এতে তাঁর সুখই সূচিত হচ্ছে, এখানে 'স্রগ্‌ভিঃ' বহুবচন ব্যবহারে বুঝানো হল, বহুবহু মালা দ্বারা আঘাত করলেও হস্তীর যেমন কিছুই হয় না, সেইরূপ চাণূর অধিক হতেও অধিক বল প্রকাশ করলেও কৃষ্ণের কিছুই হবার নয়। অতঃপর এ সম্বন্ধে শ্রীহরিবংশের বচন আলোচ্য, যথা— "যেহেতু শত্রুতার সহিত যুদ্ধ করতে উদ্যত, তাই একে দণ্ড দেওয়াই উচিত। এ বৈবস্বত মনুর পুত্র করূষ থেকে জাত, নাম চাণূর, বাহু যোদ্ধা বলেই খ্যাত—শরীর ও কর্মের দ্বারা। এর সম্বন্ধে আমাদের বিচার করা উচিত এই যে, এ ব্যক্তি বহুমল্লকে ভূপাতিত করবার পর বধ করেছে, সভামধ্যে প্রতাপ দেখাবার জন্য, এরূপে এ মল্লমার্গ দূষিত করেছে। যে কেউ পণ্ডিতমানী রাজার প্রতাপের প্রয়োজনে

ততঃ কূটমনুপ্রাপ্তং রামঃ প্রহরতাং বরঃ।
অবধীল্লীলয়া রাজন্ সাবজ্ঞং বামমুষ্টিনা ॥২৬॥

২৬। **অন্বয়ঃ** হে রাজন্! ততঃ প্রহরতাং বরঃ রামঃ অনুপ্রাপ্তং (যুদ্ধার্থং সমুপস্থিতং) কূটং সাবজ্ঞং লীলয়া বামমুষ্টিনা অবধীৎ (জঘান)।

২৬। **মূলানুবাদঃ** হে রাজন্! অতঃপর যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ বলদেব যুদ্ধার্থ সমাগত কূট নামক মল্লকে বিনা চেষ্টায় হেলায় ই বামমুষ্টির আঘাতেই বধ করলেন।

প্রতিপক্ষ মল্লকে বধ করে থাকে, সে মল্লবধরূপ নিজদোষে লিপ্ত হয়। সে বধ্য।" **বহুশঃ ভ্রাময়ণ**—বহুবার ও বহুপ্রকারে ঘুরাতে ঘুরাতে, **ত্বরসা**—ঘুরাণোর বেগেই **আকাশেই ক্ষীণজীবিতম্**—মৃত। শ্রীবিষ্ণু পুরাণেও একইরূপ আছে—"শতবার ঘুরাণোতে আকাশেই মৃত দৈত্যমল্লকে মাটিতে ফেলে রগ্‌ড়ে দিলেন।" —অতএব অহো এ-তো মরেই গিয়েছে, এই বলে পরিত্যাগ ছলেই মাটিতে ফেলে রগ্‌ড়ে দিলেন, এরূপ বুঝতে হবে। **অপতৎ**—আর তখন ইন্দ্রধ্বজের মতো মাটিতে পড়ে গেল। [শ্রীধর 'ইন্দ্রধ্বজ'-- **ধ্বজপতাকা-দ্বারা অলঙ্কৃত পুরুষাকৃতি বৃহৎস্তম্ভ**]—'ইন্দ্রধ্বজ' উপমায় চাণূরের দেহের অতি বিশালতা ধ্বনিত হল। শ্রীহরিবংশে যেমন বলা আছে,—মৃতমল্ল চাণূরের দেহের দ্বারা অবরুদ্ধ মহারঙ্গভূমি দেখতে হল পর্বতের দ্বারা অবরুদ্ধের মতো।" জী০ ২২-২৩।

২২-২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা**ঃ ইন্দ্রধ্বজঃ প্রাচ্যেষু প্রসিদ্ধঃ। বি০ ২২-২৩॥

২২-২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **ইন্দ্রধ্বজ**—প্রাচ্যদেশে প্রসিদ্ধ। বি০ ২২-২৩॥

২৪-২৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** অভিমুখং হতেন প্রহৃতেন। 'বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ'—(শ্রীভা ১০/১/১১) ইতি স্বভাবত এব মহাবলিষ্ঠেন, তত্রাপি বলিনা প্রকটিতবলেনেত্যর্থঃ। তলেন চপেটেন॥

পূর্ব্বমিন্দ্রধ্বজদৃষ্টান্তঃ ঊর্দ্ধাৎ পতনেঽত্র তু বৃক্ষদৃষ্টান্তো ভূমেরেবেতি॥ জী০ ২৪-২৫॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **অভিহৃতো**—প্রহৃত বা নিগৃহীত। **বলভদ্রেন**—'বলাধিক্য হেতু বলভদ্র' (শ্রীভা০ ১০/২/১৩)। এই অনুসারে বলরাম স্বভাবতঃই মহাবলিষ্ঠ—এর মধ্যেও **বলিনা**—এই যুদ্ধে বল প্রকাশ করায় 'বলী' শব্দটি বলরামের বিশেষণ রূপে ব্যবহার করা হল। **তলেনাভিহৃতো** থাপ্পড় মারলেন। জী০ ২৪॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** পূর্বে চাণূরের ক্ষেত্রে ইন্দ্রধ্বজ দৃষ্টান্ত - এখানে মুষ্টিকের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল **অঙ্ঘ্রিপঃ**—বৃক্ষ যেমন ভূমিতলে পতিত হয়। জী০ ২৫॥

২৪-২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তলেন পাণিতলেন ঊর্ব্যুপস্থে ভূতলে। শ্লেষদ্যোতিতং গালিপ্রদানঞ্চ॥ বি০ ২৪-২৫॥

তর্হ্যেব হি শলঃ কৃষ্ণ-প্রপদাহতশীর্ষকঃ।
দ্বিধা বিদীর্ণস্তোশলক উভাবপি নিপেততুঃ ॥২৭॥
চাণূরে মুষ্টিকে কূটে শলে তোশলকে হতে।
শেষাঃ প্রদুদ্রুবুর্মল্লাঃ সর্ব্বে প্রাণ-পরীপ্সবঃ ॥২৮॥

২৭। **অন্বয়ঃ** তর্হ্যেব হি (তদেব হি) কৃষ্ণ-প্রপদাহতশীর্ষকঃ (কৃষ্ণস্য পদা তাড়িত শিরাঃ) শলঃ তোশলকঃ [তু] দ্বিধা বিদীর্ণঃ উভৌ অপি নিপেততুঃ।

২৮। **অন্বয়ঃ** চাণূরে মুষ্টিকে কূটেশলে তোষলকে হতে শেষাঃ সর্বেমল্লাঃ প্রাণপরীপ্সবঃ (প্রণরক্ষণেচ্ছবঃ সন্তঃ) প্রদুদ্রুবুঃ (পলায়িতাঃ বভূবুঃ)।

২৭। **মূলানুবাদঃ** সেই সময়েই তুষ্ট মতলবে শল-তোষল যুগপৎ নত হয়ে পায়ের উপর এসে পড়লে কৃষ্ণের বামপদাঘাতেই ছিন্নমস্তক শল ও দ্বিধা বিদীর্ণ মস্তক তোশলক উভয়েই সম্পূর্ণ গতপ্রাণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

২৮। **মূলানুবাদঃ** এইরূপে চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল, এবং তোশলক হত হলে অবশিষ্ট মল্লগণ নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করল।

২৪৮২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তলেন** - পাণিতলের দ্বারা। **উর্ব্যুপাস্থে**—ভূতলে। আরও বুকে চেপে ধরা ও গালিপ্রদান দ্যোতিত হল এই শ্লোকে। বি০ ২৪–২৫ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** লীলয়া অপ্রয়াসচেষ্টয়া, যতো বামমুষ্ট্যা, তত্রাপি সাবজ্ঞং হেলয়ৈবেত্যর্থঃ ॥ জী০ ২৬ ॥

২৬। **জীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** লীলয়া – বিনা চেষ্টায়, যেহেতু বামমুষ্ট্যাঘাতেই। এর মধ্যেও আবার সাবজ্ঞং—হেলাতেই। জী০ ২৬।

২৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** শলস্তোশলকশ্চ মল্লন্যায়মতিক্রম্য ভয়ান্মিলিত্বৈবালক্ষিত-যুগপত্তৎপাদদ্বয়াকর্ষণায় নীচিতমস্তকঃ সন্নিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** পদাগ্রের দ্বারা কি করে শলাদির মস্তকে আঘাত করলেন, এরই উত্তরে—শলতোষলক মল্লযুদ্ধের নিয়ম অতিক্রম করত ভয়ে দুজনে মিলিত হয়ে অলক্ষিতে যুগপৎ তৎপাদদ্বয় আকর্ষণের জন্য অবনত মস্তক হয়ে পা-এর উপর গিয়ে পড়'য় পদাঘাত করতে পারলেন। জী০ ২৭।

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণতঃ, অযুদ্ধে তু কংসতঃ প্রাণরক্ষাং কর্ত্তুমিচ্ছব ইত্যর্থঃ ॥ জী০ ২৮ ॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** মল্লগণ পলায়ন করলেন, যুদ্ধে কৃষ্ণের হাতে, অযুদ্ধে কংস থেকে প্রাণরক্ষার জন্য। জী ২৮।

গোপান্ বয়স্যানাকৃষ্য তৈঃ সংসৃজ্য বিজহ্রতুঃ।
বাদ্যমানেষু তূর্যেষু বল্গন্তৌ রত্নন্পুরৌ ॥২৯॥
জনাঃ প্রজহ্রষুঃ সর্বে কর্মণা রাম-কৃষ্ণয়োঃ।
ঋতে কংসং বিপ্রমুখ্যাঃ সাধবঃ সাধু সাধ্বিতি ॥৩০॥

২৯। **অন্বয়ঃ** [ততঃ রাম-কৃষ্ণৌ] বয়স্যান্ গোপান্ আকৃষ্য তৈঃ (গোপৈঃ সহ) সংসৃজ্য (মিলিত্বা) তূর্যেষু বাদ্যমানেষু রত্নন্পুরৌ বল্গন্তৌ (নৃত্যাদিকুর্বন্তৌ সন্তৌ) বিজহ্রতুঃ (বিহারং চক্রতুঃ)।

৩০। **অন্বয়ঃ** [তদা] রামকৃষ্ণয়োঃ কর্মনা কংসং ঋতে (বিনা) সর্বে জনাঃ প্রজহ্রষুঃ (প্রহৃষ্টাঃ বভূবুঃ) বিপ্রমুখ্যাঃ সাধবঃ সাধু সাধু ইতি (উচুঃ)।

২৯। **মূলানুবাদঃ** তখন তূর্য সকল বাজতে থাকলে সখা গোপবালকদের টেনে রঙ্গভূমিতে নিয়ে এসে রত্নন্পুর-পরা রামকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মল্লরীতিতে পরস্পর একে অন্যকে ধারণ করত নর্তন কুর্দন করতে লাগলেন।

৩০। **মূলানুবাদঃ** রামকৃষ্ণের এই লীলা দর্শন করে কংস বিনা অন্য সকলেই পরমানন্দ প্রাপ্ত হলেন। ব্রাহ্মণ প্রধানর' ও সাধুগণ 'সাধু সাধু' ধ্বনি করে উঠলেন।

২৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** গোপানিত্যতঃ প্রাক্ ততশ্চ বিহস্যেতি জ্ঞেয়ম্। আকৃষ্য আপাতপ্রবৃত্তৌ লজ্জয়া স্বয়মনাগচ্ছতোঽপি বলাৎ্ গৃহীত্বা। সংসৃজ্য মল্লরীত্যা মিথো গৃহীত্বা বল্গন্তৌ মল্লগতিং কুর্ব্বন্তৌ; তদানীং চৈলেয়ালঙ্কারত্বেঽপি রত্নন্পুরাবিতি চরণে প্রতিমল্লবিমর্দ্দাভাবাৎ, গাত্রাতোদকত্বেন বল্গনপোষকশব্দত্বেন চ তদপরিত্যাগাৎ। এতদ্বয়স্যাকর্ষণাদিকং কৌতুকার্থং, তচ্চ কংসক্রোধ-বিবর্দ্ধনমপি জ্ঞেয়ম্। জী০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** গোপান্ ইতি— অবশিষ্ট মল্লদের পলায়ন করতে দেখে বিদ্রুপাত্মক হাসি হেসে গোপ সখাদের টেনে টেনে রঙ্গভূমিতে নিয়ে এলেন। টেনে আনতে হল কেন? আপাতদৃষ্টিতে অপ্রবৃত্তিতে লজ্জায় নিজে নিজে না এলেও জোর করে ধরে নিয়ে এলেন— সংসৃজ্য সকলে এক সঙ্গে মিলিত হয়ে মল্লরীতিতে পরস্পর একে অন্যকে ধরে নর্তন কুর্দন করতে লাগলেন। সেই সময়ে মল্লযুদ্ধোপযোগী শুধুমাত্র মালকোচা করে পড়া একখণ্ড কাপড়, আর চরণে রত্নন্পুর শোভা পেতে লাগল। - প্রতিযোদ্ধার ঘর্ষণ অবিদ্যমানতা হেতু, ও নূপুর থেকে নর্তন-কুর্দন-পোষক রুণুঝুণু শব্দ উঠায় উহা পরিত্যাগ করা হল না। এই সখাদের টেনে রঙ্গভূমিতে নামানো ও নর্তন কুর্দনাদি প্রভৃতি করা হল, কৌতুকের জন্য, এবং কংসের ক্রোধ বর্ধনের জন্য। জী০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** বল্গন্তৌ নৃত্যাদিকুর্বন্তৌ ॥ বি০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** বল্গন্তৌ— নাচন-কোঁদন। বি০ ২৯ ॥

হতেষু মল্লবর্যেষু বিদ্রুতেষু চ ভোজরাট্।
ন্যবারয়ৎ স্বতূর্যাণি বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥৩১॥

৩১। অন্বয় ঃ মল্লবর্যেষু (মল্লশ্রেষ্ঠেষু চাণূরাদিষু) হতেষু [অবশিষ্টেষু] বিদ্রুতেষু চ (পলায়নমানেষু চ সৎসু) ভোজরাট্ (কংসঃ) স্বতূর্য্যানি (স্বস্যৈব তূর্য্যানি) ন্যবারয়ৎ। ইদং (বক্ষ্যমানং) বাক্যঞ্চ হ (স্ফুটং যথা স্যাৎ তথা) উবাচ।

৩১। মূলানুবাদ ঃ মল্লশ্রেষ্ঠ চাণূরাদি নিহত ও অবশিষ্ট মল্ল সকল পলায়ন পর হলে ভোজরাজ কংস নিজের যুদ্ধবাদ্য তূর্য্যাদি থামিয়ে দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে এইরূপ আদেশ জারি করলেন, যথা—

৩০। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ বিপ্রেষু মুখ্যা সাধবশ্চ যে, তে তু তন্মহিমজ্ঞানবলেনাকুতোভয়ত্বাৎ সাধু সাধ্বিতি স্পষ্টমেব বদন্তঃ প্রজহ্নষুঃ। জী০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ বিপ্রগণের মধ্যে যাঁরা মুখ্য ও সাধু তাঁরা কিন্তু কৃষ্ণের যশাদি ষড়্বিধ মাহাত্ম্য জানা হেতু অকুত ভয় হওয়ায় 'সাধু সাধু' ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ করল। জী০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বিপ্রেষু যে মুখ্যাঃ সাধবো যে তে সাধু সাধ্বিত্যূচুঃ। বিপ্রাধমাঃ কংসপুরোহিতাস্তু হা হেত্যূচুরিতি ভাবঃ॥ বি০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বিপ্রমুখ্যাঃ—বিপ্রগণের মধ্যে যারা প্রধান, যারা সাধু, তারা সকলে 'সাধু সাধু' ধ্বনি করে উঠল। বিপ্রাধম কংস পুরোহিতরা কিন্তু হাহা ধ্বনি করে উঠল।বি০৩০॥

৩১। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ স্বস্যৈব তূর্য্যাণি ন্যবারয়দিতি, ন তু দেবানাং নিবারয়িতুং শক্তঃ, তদানীং হততেজস্কত্বাৎ। ন চ যানি স্বয়মবাদ্যন্ত তানি বা, অশক্যত্বাদিতি ভাবঃ। স ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তু পূর্ব্বমেব ন্যবারয়দিত্যুক্তম্—'বলক্ষয়ং বিবৃদ্ধিঞ্চ দৃষ্ট্বা চাণূর-কৃষ্ণয়োঃ। বারয়ামাস তূর্য্যাণি কংসঃ কোপপরায়ণঃ॥ মৃদঙ্গাদিষু বাদ্যেষু প্রতিসিদ্ধেষু তৎক্ষণাৎ। খে সঙ্গতান্যবাদ্যন্ত দেবতূর্য্যাণ্যনেকশঃ॥ জয় গোবিন্দ চাণূরং জহি কেশব দানবম্। ইত্যাস্তর্দ্ধি গতা দেবাস্তদোচুরতিহর্ষিতাঃ॥' ইতি। শ্রীহরিবংশে চ—'ততঃ প্রস্বিন্নবদনঃ কৃষ্ণঃ প্রণিহিতেক্ষণঃ। ন্যবারয়ত তূর্য্যাণি কংসঃ সব্যেন পাণিনা॥ প্রতিসিদ্ধেষু তূর্য্যেষু মৃদঙ্গাদিষু তেষু বৈ। খে সঙ্গতানি ইত্যাদি কিঞ্চ, 'স্বয়মেব প্রবাদ্যন্ত তূর্য্যঘোষাশ্চ সর্ব্বশঃ' ইতি। অত্রৈকবাক্যতা পুনঃপ্রবর্ত্তিতত্বাজ্জ্ঞেয়া। নিবারণে ছলং দর্শয়তি—বাক্যঞ্চেতি। হ স্ফুটং, নিজাদেশশ্রবণার্থমিবেতি ভাবঃ। ভোজৈর্যাদবভেদৈঃ কতিপয়ৈরেব রাজত ইতি তথা স ইতি তদানীং সর্ব্বেষামপি তদনাদরঃ সূচিতঃ॥ জী০ ৩১॥

৩১। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ ন্যবারয়ৎ স্বতূর্য্যানি—কংস নিজের যুদ্ধবাদ্য থামিয়ে দিল। 'স্ব' শব্দের ধ্বনি দেবতার বাদ্য কিন্তু থামাতে পারল না, তা চলতেই থাকল।—কারণ সে সময়ে কংস হত-তেজ। অথবা, যে সব বাদ্য নিজে নিজেই বাজছিল তাদের থামাতে পারল না, ক্ষমতা

নিঃসারয়ত দুর্বৃত্তৌ বসুদেবাত্মজৌ পুরাৎ।
ধনং হরত গোপানাং নন্দং বধ্নীত দুর্মতিম্ ॥৩২॥

৩২। **অন্বয়ঃ** দুর্বৃত্তৌ বসুদেবাত্মজৌ পুরাৎ নিঃসারয়ত, গোপানাং ধনং হরত, দুর্মতিং নন্দং বধ্নীত।

৩২। **মূলানুবাদঃ** বসুদেবের দুর্বৃত্ত পুত্রদ্বয়কে মথুরা থেকে বের করে দেও। গোপগণের ধন অপহরণ কর। আর দুর্বৃত্ত নন্দকে জেলে পুরে রাখ।

না থাকায় এরূপ ভাব। 'স্ব' স্থানে পাঠ 'স' হলেও একই অর্থ। —শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কিন্তু দেখা যায় কংস পূর্বেই নিজের তূর্যধ্বনি নিবারণ করেছিল, যথা—"চাণূরের বলক্ষয় ও কৃষ্ণের বল-বৃদ্ধি দেখে কংস কোপ-পরায়ণ হয়ে তূর্যধ্বনি থামিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ-ই মৃদঙ্গাদি বাদ্য বেজে উঠল। আকাশে এর সহিত সঙ্গত করত বহুবহু দেবতূর্য ধ্বনিত হতে লাগল।- জয় গোবিন্দ জয় কেশব, আপনি চাণূর বধ করুন, এই-রূপে অন্তরীক্ষে গত দেবতাগণ আনন্দের সহিত বলতে লাগলেন।" —শ্রীহরিবংশেও আছে,—"অতঃ-পর ঘর্মাক্ত বদন, বিস্ফারিত নয়ন হলেন কৃষ্ণ—কংস ডান হাতের ইসারায় তূর্যধ্বনি থামিয়ে দিল। আকাশে কিন্তু বাজতেই লাগল তূর্য-মৃদঙ্গাদি ধ্বনি পরস্পর মিলে মিশে" আরও "আকাশে যুদ্ধের দামামা নিজে নিজেই সর্বতোভাবে বাজতে লাগল।" শ্রীহরিবংশের এই শ্লোকে একই কথা দুবার বলা হল, বাদ্যাদি পুনঃ প্রবর্তিত হওয়া হেতু, এরূপ বুঝতে হবে। —তূর্যধ্বনি নিবারণে ছল দেখাচ্ছেন—**হ ইতি**—স্পষ্ট-রূপে যাতে নিজ আদেশ সকলের শ্রবণ-গোচর হয় সেই জন্য থামিয়ে দিলেন, এরূপ ভাব। **ভোজরাজ—** যাদব বংশেরই এক শাখা ভোজবংশ—কতিপয় ভোজবংশীয় লোকদের উপরই তার প্রভুত্ব, তাই বলা হল ভোজরাজ। সে সময়ে ভোজবংশীয় সকলেরই অনাদরের পাত্র হল কংস, এরূপ সূচিত হল॥ জী° ৩১॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** নিযুদ্ধক্রীড়ায়াং মল্লহননাদ্দুর্বৃত্তৌ। যুদ্ধং চানয়োস্তদিত্যাহ —যতো বসুদেবাত্মজৌ। পুরান্নিঃসারয়তেত্যপকর্তুমশক্যত্বাৎ নিঃসারণশক্যত্বঞ্চানয়োঃ প্রায়ো বনবাসিনো-র্বনাভিরুচেঃ স্যাদিতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ প্রকটস্তু ভাগিনেয়াবেতাবিতি দুর্মতিং বসুদেবেন সহ সৌহৃদ্যাৎ, তথাপ্যজ্ঞানাদেব মচ্ছত্রুপালনং কুরুত ইতি বধ্নীতৈব, ন তু হন্যাদিত্যর্থঃ। জী° ৩২।

৩২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** কংস বলতে লাগল—মল্লক্রীড়ায় মল্লবধ করেছে, কাজেই এইদুটি দুর্বৃত্ত - কোথায় বাহুযুদ্ধ খেলায় লোককে আনন্দ দিবে, তা নয় তো এরা দুজন লড়াই আরম্ভ করে দিল, —করবেই বা না কেন? এরা যে বসুদেবের পুত্র—দুর্বৃত্তের পুত্র দুর্বৃত্তই হয়ে থাকে —(শ্রীসনাতন-টীকা অবলম্বনে)। **পুরাৎ নিঃসারয়ত**—(এই রামকৃষ্ণকে) এই মথুরা শহর থেকে বের করে দেও—অনিষ্ট করার অসমর্থতায় এখন যা সামর্থ্যের মধ্যে, সেই বের করে দেওয়ার কথা বলল—কারণ বনবাসী বলে এদের বনের প্রতিই অভিরুচি। এখানে গূঢ় অভিপ্রায়, যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পরের লাইনে, যথা এরা বনবাসী নয়, আমার ভাগিনা, বসুদেব-দেবকীর পুত্র, আমার মৃত্যু। **দুর্মতিম্ নন্দং—**

বসুদেবস্তু দুর্মেধা হন্যতামাশ্বসত্তমঃ।
উগ্রসেনঃ পিতা চাপি সানুগঃ পরপক্ষগঃ ॥৩৩॥

৩৩। অন্বয়ঃ দুর্মেধাঃ অসত্তমঃ বসুদেবঃ তু আশু হন্যতাম্, পরপক্ষগঃ সানুগঃ পিতা উগ্রসেনঃ চ অপি (হন্যতাং ইতি শেষঃ)।

৩৩। মূলানুবাদঃ সুদুর্গম বুদ্ধি নিরতিশয় অসাধু বসুদেবকে এখুনি বধ কর। শত্রুপক্ষপাতী সানুচর পিতা উগ্রসেনকেও বধ কর।

বসুদেবের সহিত সৌহার্দ থাকায় নন্দ দুর্মতি, তথাপি অজ্ঞানতা বশেই আমার শত্রু এই কৃষ্ণকে পালন করেছে, তাই এঁকে মেরো না। **বধ্নীত**—এই নন্দকে জেলে পুরে রাখ। জী০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নিঃসারয়তেত্যাদৌ সরস্বতীমতে তু দুর্গমং বৃত্তং চরিত্রং যয়োস্তৌ। পুরাৎ পুরমধ্যাস্ত নিঃশেষেণ সারং শ্রেষ্ঠং কুরুত, গোপানাং ধনং শ্রীকৃষ্ণং হরত অত্রৈব রক্ষত। নন্দং বধ্নীত প্রেমরসনয়েতি শেষঃ। তেন সহাতিপ্রীতিং কুরুতেত্যর্থঃ। দুর্গমা মতির্যস্য তম্। বি০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ**—'নিঃসারয়ত' ইত্যাদি কথার সরস্বতীমতে অর্থ কিন্তু এরূপ হবে, যথা **দুর্বৃত্তৌ**—[দু+বৃত্তৌ] 'দু' দুর্গম, 'বৃত্তং' চরিত্র বসুদেবের দুই পুত্রকে এই মথুরাপুরীর আধিপত্য দান করত **নিঃসারয়ত**—অশেষ বিশেষে শ্রেষ্ঠ কর। 'গোপানাং ধনং' গোপেদের ধন কৃষ্ণকে 'হরত' এখানেই রক্ষা কর। 'নন্দং বধ্নীত' প্রেমরূপ রজ্জুদ্বারা নন্দকে এখানে ধরে রাখ। অর্থাৎ তার সঙ্গে অতি প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন কর। **দুর্মতিম্**—দুর্গম মতি যার সেই নন্দকে। বি০ ৩২ ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** সুদুর্মেধাঃ পুত্রপরিবর্ত্তনাদিকৌটিল্যেন, অতোঽসত্তমঃ স্বপুত্রার্পণপ্রতিজ্ঞাখণ্ডনাৎ। বসুদেবস্তিতি পাঠঃ ক্বচিৎ। চকার উক্তসমুচ্চয়ে। 'অপি'-শব্দাৎ যদ্যপি পিতা, তথাপ্যত্যর্থং। পরপক্ষগো বসুদেবাদ্যনুগঃ। বাগ্‌দেবী তু যথার্থমাহ—দুঃ দুর্গমং বৃত্তং চরিত্রং যয়োরিতি প্রপতিতো বর্গঃ প্রবর্গ ইতিবৎ কুদন্তপদলোপাৎ। পুরান্নিঃসারয়ত মথুরাপুরীমধিকৃত্য ব্যঞ্জয়ত প্রকাশয়তেত্যর্থঃ। গোপানাং ধনং শ্রীকৃষ্ণং হরত, অত্রৈব রক্ষত। নন্বু শ্রীনন্দো নৈনং ত্যক্ষ্যতি, তত্রাহ —দুঃখিতমতিং নন্দং বধ্নীত, কৃষ্ণদ্বারৈব সময়ং বিধায় প্রতিবন্ধং প্রতিষ্টব্ধং কুরুত, ততঃ সুদুর্গমবুদ্ধির্বসুদেব হন্যতাং গম্যতাং সর্ব্বৈরাশ্রিয়তামিত্যর্থঃ। ন বিদ্যতে সত্তমো যস্মাৎ সঃ। তথোগ্রসেনোঽপ্যাশ্রিয়তাং, পরঃ পরমেশ্বরস্তৎপক্ষগ ইতি। জী০ ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **সুদুর্মেধা**—সুদুর্গম বুদ্ধি,—পুত্র-পরিবর্তনাদি কৌটিল্য লক্ষণে (অতঃপর **অসত্তমঃ**- নিজ পুত্রকে আমার হাতে অর্পন করবে, এই যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তা ভঙ্গ করা হেতু 'অসত্তম'। পাঠ দুপ্রকার দেখা যায়. কোথাও কোথাও 'বসুদেবস্তু দুর্মেধা'। **চ**—'চ' কারে প্রথম লাইনের 'সুদুর্মেধা' প্রভৃতি কথা উগ্রসেনেও লাগবে। **অপি**—যদ্যপি পিতা তথাপি হত্যা কর, কারণ **পরপক্ষগো**- পরপক্ষ বসুদেবের অনুগত। দেবী সরস্বতী যথার্থ অর্থ প্রকাশ করছেন

এবং বিকত্থমানে বৈ কংসে প্রকুপিতোঽব্যয়ঃ।
লঘিম্নোৎপত্য তরসা মঞ্চমুত্তুঙ্গমারুহৎ ।৩৪।

৩৪। **অন্বয়ঃ** কংসে এবং বিকত্থমানে বৈ (বিরুদ্ধং যথা তথা কথয়তি সতি) প্রকুপিতঃ অব্যয়ঃ (কৃষ্ণঃ) লঘিম্না শীঘ্র্যাতিসয়েনালক্ষিতয়া ইত্যর্থঃ) তরসা (বেগেন) উৎপত্য উত্তুঙ্গম্ (উন্নতং) মঞ্চং আরুহৎ।

৩৪। **মূলানুবাদ ঃ** এইরূপ আস্ফালন বাক্য বললে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে সকলের দৃষ্টির অলক্ষিতে লাফ দিয়ে বেগে উচ্চ কংস-মঞ্চোপরি উঠে পড়লেন।

৩২,৩৩ শ্লোকে, যথা 'দু', দুর্বৃত্তৌ – দুর্গম 'বৃত্তং' চরিত্র যাদের, সেই রামকৃষ্ণকে, (কৃদন্তপদ লোপাৎ)। পুরাৎ নিঃসারয়ত—রামকৃষ্ণকে মথুরাপুরীর অধিকর্তারূপে জাহির কর। গোপানাং ধনং – গোপেদের প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণকে হরত – এই মথুরাতেই পালন কর। বেশ তো বললেন, কিন্তু নন্দ তো একে ত্যাগ করবেন না, এরই উত্তরে, দুঃখিতমতি নন্দকে বধ্নীত—কৃষ্ণদ্বারাই শ্রীনন্দমহাশয়ের ব্রজে ফেরার দিন ধার্য্য করাও, কিন্তু আজ কাল করে যাওয়া স্থগিত করিয়ে দেও, ও প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে এখানেই আদরে ধরে রাখ। অতঃপর সুদুর্গমবুদ্ধি বসুদেবকে হন্যতাং—'গম্যতাং' অর্থাৎ সকলে আশ্রয় কর, কারণ তিনি অসত্তম সত্তম-শিরমণি, যার থেকে অধিক 'সত্তম' আর জগতে নেই। তথা উগ্রসেনকেও আশ্রয় কর, কারণ তিনি পরপক্ষগঃ—'পরঃ' পরমেশ্বর, তাঁর পক্ষগত হয়ে থাকেন। জী০ ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** দুর্গমবুদ্ধির্বসুদেবো হন্যতাং গম্যতাং, সর্বৈরাশ্রিয়তামিত্যর্থঃ। ন বিদ্যতে সত্তমো যস্মাৎ অঃ। পরস্য পরমেশ্বরস্য পক্ষং গচ্ছতীতি সঃ।বি০ ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বসুদেবস্তু দুর্মেধা**– দুর্গমবুদ্ধি বসুদেবকে হন্যতাং – 'গম্যতাং' অর্থাৎ সকলেই আশ্রয় কর। অসত্তমঃ – যার উপর অধিক আর কোন সত্তম নেই, সেই বসুদেব। পরপক্ষগঃ—যিনি পরমেশ্বরের পক্ষে যান সেই উগ্রসেন। বি০ ৩৩ ॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** বিকত্থমান ইতি তথা তর্জ্জনস্যাপ্যাত্মশ্লাঘায়াং তাৎপর্য্যাৎ। অব্যয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তন্নামতেন প্রসিদ্ধত্বাদশ্রম এব সন্নিত্যর্থঃ। লঘিম্না শৈঘ্র্যাতিশয়েনালক্ষিতত্বয়েত্যর্থঃ। তরসা বেগেনারুহৎ আরোহদিত্যর্থঃ ॥ জী০ ৩৪ ॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ এবং বিকত্থমানে**- কংস এরূপ আস্ফালন সূচক কথা বললে - কৃষ্ণানুগত ভক্তদের প্রতি এই আস্ফালনেরও আত্মপ্রশংসাতেই তাৎপর্য অর্থাৎ অভিপ্রায়। **অব্যয়ঃ** – শ্রীকৃষ্ণ 'অব্যয়' নামে প্রসিদ্ধ থাকা হেতু বুঝা যাচ্ছে, তিনি যে অতিশয় ক্রোধে লাফ দিয়ে কংসের মঞ্চে উঠলেন, তাতে তার কোন পরিশ্রম হয় নি। লঘিম্না—চট্ জলদি উৎপত্য—লাফ দিয়ে উঠায় অন্যের অলক্ষিতে হল কাজটা। তরসা আরুহৎ- বেগে উঠে গেলেন মঞ্চে। জী০ ৩৪॥

তমাবিশন্তমালোক্য মৃত্যুমাত্মন আসনাৎ।
মনস্বী সহসোত্থায় জগৃহে সোঽসি চর্ম্মণী ॥৩৫॥

তং খড়্গপাণিং বিচরন্তমাশু
শ্যেনং যথা দক্ষিণ-সব্যমম্বরে।
সমগ্রহীদ্দুর্বিষহোগ্রতেজা
যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতঃ প্রসহ্য ॥৩৬॥

৩৫। **অন্বয়** ঃ মনস্বী (নিন্দিত মনা ভীত ইত্যর্থঃ) সঃ (কংসঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) মৃত্যুং (সাক্ষাৎ মৃত্যুত্বেন প্রতীয়মানং) তং (কৃষ্ণং) আবিশন্তং (মঞ্চমধ্যে প্রবিষ্টং) আলোক্য সহসা আসনাৎ উত্থায় অসিচর্মণী জগৃহে।

৩৬। **অন্বয়** ঃ দুর্বিষহোগ্রতেজাঃ অবিষহ্যং উগ্রং তেজো যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ দক্ষিণসব্যং (দক্ষিণং বামঞ্চ ব্যাপ্য), অম্বরে (আকাশে) আশু (বেগেন) শ্যেনং যথা দক্ষিণ সব্যং বিচরন্তং খড়্গপাণিং তং কংসং প্রসহ্য (বলাৎ) তার্ক্ষ্যসুতঃ (গরুড়ঃ) উরগং (সর্পং) যথা [গৃহ্নাতি তথা] সমগ্রহীৎ (ধৃতবান্)।

৩৫। **মূলানুবাদ** ঃ নিন্দিত মনা কংস অতিশয় ভয়ে নিজের সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণকে সবেগে মঞ্চমধ্যে প্রবেশ করতে দেখে টক্ করে আসন থেকে উঠে পড়ে ঢাল খড়্গ হাতে তুলে নিলেন।

৩৬। **মূলানুবাদ** ঃ আকাশে ভ্রমনশীল শ্যেন পাখীর ন্যায় দক্ষিণে বামে গতি-কৌশলে বিবিধপ্রকারে বেগে ভ্রমনশীল খড়্গপাণি কংসকে অতি অসহ্য উগ্র পরাক্রম কৃষ্ণ বলপূর্বক ধরে ফেললেন, গরুড় যেমন সর্প ধরে।

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** : স্বভক্তদ্রোহশ্রবণাৎ প্রকুপিতঃ প্রকৃষ্টকোপেনাপি জীবানামিব নাস্তি ব্যয়ো যস্য সঃ, লঘিম্না সর্বদৃষ্ট্যালক্ষিতমিতি ভাবঃ ॥ বি০ ৩৪ ॥

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **প্রকুপিতঃ** স্বভক্তদ্রোহ শ্রবণ হেতু প্রকুপিতঃ—প্রকৃষ্ট কোপেও **অব্যয়ঃ**—জীবের মতো যার ব্যয় অর্থাৎ অপচয় নেই সেই শ্রীকৃষ্ণ **লঘিম্না**—দ্রুতগতিতে, যেন সকলের দৃষ্টির অলক্ষিত ভাবে। বি০ ৩৪ ॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ আবিশন্তং বেগেন মঞ্চান্তঃ প্রবিশন্তম্; আত্মনো মৃত্যুং মৃত্যুমিব অত্যন্তভীত্যা সাক্ষাৎ মৃত্যুত্বেন প্রতীয়মানমিত্যর্থঃ। মনস্বীতি নিন্দার্থে বিন্। 'ভূমিনিন্দাপ্রশংসাসু' ইত্যাদি-স্মরণাৎ। নিন্দিতমনা ভীত ইত্যর্থঃ। অতএব কংসোঽশস্ত্রোঽপি তস্মিন্নসিচর্মণী দ্বে অপি জগ্রাহ। জী০ ৩৫।

৩৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ **আবিশন্তং**—বেগে মঞ্চের মধ্যে প্রবিষ্ট **তম্**—কৃষ্ণকে **মৃত্যুম্**—মৃত্যু সম দর্শন করত অর্থাৎ অত্যন্ত ভীতিতে কংসের কাছে সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে প্রতীয়মান কৃষ্ণকে

প্রগৃহ্য কেশেষু চলৎকিরীটং নিপাত্য রঙ্গোপরি তুঙ্গমঞ্চাৎ।
তস্যোপরিষ্টাৎ স্বয়মঞ্জনাভঃ পপাত বিশ্বাশ্রয় আত্মতন্ত্রঃ ॥৩৭॥

৩৭। অন্বয়ঃ আত্মতন্ত্রঃ (স্বতন্ত্রঃ—সংহারকর্তা ইত্যর্থঃ) বিশ্বাশ্রয়ঃ স্বয়ং অঞ্জনাভঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) চলৎকিরীটং [কংসং] কেশেষু প্রগৃহ্য (দৃঢ়ং গৃহীত্বা) তুঙ্গমঞ্চাৎ (উচ্চ মঞ্চাৎ) রঙ্গোপরি নিপাত্য তস্য উপরিষ্টাৎ (উপরি) পপাত।

৩৭। মূলানুবাদঃ স্খলিত-কিরীটী কংসের কেশ শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে তাকে উচু মঞ্চ থেকে রঙ্গভূমিতে ফেলে দিয়ে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু বলে নিখিল আধার, স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তার উপরে চেপে পড়লেন।

মনস্বী -[মনস্+বিন্—প্রশংসা বা নিন্দার্থে 'বিন্'] এখানে 'নিন্দার্থে' নিন্দিতমনা অর্থাৎ ভীত কংস। অতএব কংস তৎকালে অস্ত্রহীন অবস্থায় থাকলেও খড়্গ-ঢাল দুই-ই গ্রহণ করলেন। জী০৩৫॥

৩৬। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ দক্ষিণং বামঞ্চ ভাগং ব্যাপ্য গতিকৌশলেনাশু বেগেন বিবিধং চরন্তং ভ্রমন্তম্; তত্রানুরূপো দৃষ্টান্তঃ— যথাকাশে শ্যেনমিতি, অনেন দুগ্রহত্বমুক্তং, তথাপি প্রসহ্য বলাৎ সমগ্রহীৎ। কুতঃ? দুর্বিষহোগ্রঃ, ন তু সাধারণোগ্রঃ পরাক্রমো যস্য স ইতি। তার্ক্ষ্যসুতোঽপি দুর্বিষান্ সর্পান্ হন্তীতি দুর্বিষহা অতএবোগ্রতেজাশ্চ, তদৃষ্টান্তেন তু সাধারণোগ্রঃ লীলয়া গ্রহণমপি সূচিতম্। জী০ ৩৬॥

৩৬। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ দক্ষিণ-সব্যম্—ডান-বাম দেশ জুরে **বিচরন্তম্** — বিবিধ প্রকারে বেগে গতিকৌশলে ঘুরতে ফিরতে লাগলেন কংস, এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত— যথা আকাশে শ্যেনপাখী। —কংসকে ধরা যে কষ্টসাধ্য তাই বলা হল এর দ্বারা। —তথাপি প্রসহ্য—বলপূর্বক **সমগ্রহীৎ**—ধরে ফেললেন। কি ক'রে সম্ভব? **দুর্বিষহোগ্র**—অতি অসহ্য উগ্র 'তেজা' পরাক্রমশালী কৃষ্ণ। সাধারণ উগ্র নয়। **তার্ক্ষ্যসুতো**— এই দৃষ্টান্তে সূচিত হচ্ছে, গরুড়ও দুর্বিষ-সর্প-সকলকে হত্যা করে থাকে অতএব 'দুর্বিষহা' অর্থাৎ উগ্র তেজা, আরও শ্লোকের 'সর্প' দৃষ্টান্তের দ্বারা কংসের সাধারণ উগ্রতা অর্থাৎ পরাক্রমশালিতা ও কৃষ্ণের দ্বারা অনায়াসে গ্রহন সূচিত হচ্ছে। জী০ ৩৬॥

৩৭। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ সম্যক্ গ্রহণমেব ব্যঞ্জয়তি - কেশেষু প্রকর্ষেণ দৃঢ়ং গৃহীত্বেতি। নন্বু মুকুটবদ্ধকেশানাং দ্রুতং গ্রহণং কথং স্যাৎ। তত্রাহ—চলদ্গ্রহণোদ্যম এব সবৈয়গ্র্যমস্তকচালনেন বিগলৎ-কিরীটং যস্য তম্; তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে - 'কেশেষ্বাকৃষ্য বিগলৎকিরীটম্' ইতি; শ্রীহরিবংশে চ— 'মুকুট-শ্চাপতৎ তস্য কাঞ্চনো বজ্রভূষিতঃ। শিরসস্তস্য কৃষ্ণেন পরামৃষ্টস্য পাণিনা॥' ইতি অন্যত্রতঃ। যদ্বা, আত্মতন্ত্রত্বে হেতুঃ—বিশ্বাশ্রয়' ; তত্র কৈমুতোন হেতুঃ— অঞ্জানাভঃ গর্ভোদশায়িরূপেণাংশেনাপি ভুবনকোষ-পদ্মনাভ ইত্যর্থঃ॥ জী০ ৩৭।

৩৭। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ পূর্বশ্লোকে 'সমগ্রহীৎ' পদে সম্যক্ প্রকারে ধরার

তং সম্পরেতং বিচকর্ষ ভূমৌ হরির্যথেভং জগতো বিপশ্যতঃ।
হাহেতিশব্দঃ সুমহাংস্তদাভূদুদীরিতঃ সর্ব্বজনৈর্নরেন্দ্র ॥৩৮॥

৩৮। **অন্বয়** ঃ [হে] নরেন্দ্র হরিঃ (সিংহঃ) যথা ইভং (মৃতং হস্তিনং কর্ষতি, তদ্বৎ) বিপশ্যতঃ (বিশেষেণ পশ্যতঃ) জগতঃ [জনস্য সতঃ] সম্পরেতং (মৃতং) তং (কংসং) ভূমৌ বিচকর্ষ (আকৃষ্টবান্) তদা জনৈঃ উদীরিতঃ (উচ্চারিতঃ) হা হা ইতি সুমহান্ শব্দ অভূৎ।

৩৮। মূলানুবাদ ঃ এতেই অবাক্ হয়ে দেখতে থাকা জগজ্জনের নয়ন সম্মুখেই কংস একদম মরে গেল। তখন এই মৃত কংসকে মাটিতে হেচড়াতে লাগলেন কৃষ্ণ। দর্শকগণ উচ্চ হা হা শব্দ করে উঠল।

যে কথা বলা হয়েছে, তাই খুলে বলা হচ্ছে—**প্রগৃহ্য কেশেষু**—কেশে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে। আচ্ছা, মুকুটে আবৃত কেশ কি করে দ্রুত গ্রহণ সম্ভব হল, এরই উত্তরে, **চলৎকিরীটং**—ধরার উদ্যমেই ব্যগ্রতার সহিত মস্তক সঞ্চালনে মুকুট স্খলিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এরূপই আছে, যথা "স্খলিত-মুকুট কংসকে কেশে ধারণ করে ইত্যাদি।" শ্রীহরিবংশেও—"কৃষ্ণ হাত দিয়ে তাকে ধরে ফেললেই তার মস্তক থেকে হীরকখচিত স্বর্ণমুকুট খুলে পড়ে গেল।" [শ্রীধর—এই যে 'বিশ্বাশ্রয়' বিশ্বের আধার বলা হল, তা নিরতিশয় ভারী বলে, এ বিষয়ে হেতু **অব্জনাভঃ**—গভোদশায়ী বিষ্ণু, যিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। কি করে কংসের উপরে পড়লেন? এরই উত্তরে **আত্মতন্ত্র**—কৃষ্ণ স্বতন্ত্র বলেই পড়তে সমর্থ হলেন।] অথবা, 'আত্মতন্ত্রত্বে' হেতু ভুবনের আশ্রয়। তথায় **কৈমুতিক ন্যায়ে** হেতু **অব্জনাভ**—গর্ভোদশায়ীরূপ অংশেও ভুবনের আশ্রয় পদ্মনাভ। জী০ ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তস্যোপরিষ্টাদিতি। স্বস্য ভূতলাঘাতাভাবার্থম্। বিশ্বাশ্রয় ইতি স্বভাবেনৈব তং মারয়িতুমিতি ভাবঃ ॥ বি০ ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ **তস্য উপরিষ্টাৎ**—কৃষ্ণ নিজে কংসের উপরিভাগে (পতিত হলেন), যাতে মাটিতে পড়ে গিয়ে শরীরে আঘাত না লাগে। **বিশ্বাশ্রয়**—নিজ দেহভারেই বধের ইচ্ছায় তৎকালে কৃষ্ণ বিশ্বাশ্রয় ভাব ধারণ করলেন, এরূপ ভাব। বি০ ৩৭ ॥

৩৮। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ উপরি শ্রীভগবৎপাতাদেব সম্যক্ পরেতং মৃতং সন্তম্। জগতো বিপশ্যত ইতি। কেনাপি ন নিবারিতমিতি সর্ব্বেষামেব সুখমিতি চ সূচিতম্। হাহেতি শব্দোঽত্র বিস্ময়ে, মহাশূরস্যাপ্যস্যাবজ্ঞয়া বধাৎ। তথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে 'ততো হাহা কৃতং সর্ব্বমাসীত্তদ্রঙ্গমণ্ডলম্। অবজ্ঞয়া হতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেন মথুরেশ্বরম্ ॥' ইতি। নরেন্দ্রেতি তং হৃষ্টং দৃষ্ট্বা স্বয়মতিহৃষ্টঃ সম্বোধয়তি ॥

॥জী০ ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ দেহের উপরে শ্রীকৃষ্ণের পতনেই **সম্পরেতং** সম্যক্ রূপে 'পরেতং মৃত হল কংস। —অবাক হয়ে দেখতে থাকা জগজ্জনের নয়ন সম্মুখেই, কেউ বাধা

স নিত্যদোদ্বিগ্নধিয়া তমীশ্বরং পিবন্নদন্ বা বিচরন্ স্বপন্ শ্বসন্।
দদর্শ চক্রায়ুধমগ্রতো যতস্তদেব রূপং দুরবাপমাপ ॥ ৩৯ ॥

৩৯। **অন্বয়ঃ** সঃ (কংস) পিবন্, অদন্ বা (ভোজনরতঃ বা), বিচরন্, স্বপন্ (নিদ্রারতঃ), শ্বসন্ নিত্যদা (সর্বদা) উদ্বিগ্নধিয়া (উৎকণ্ঠিত চিত্তেন) যতঃ (যস্মাৎ) অগ্রতঃ (অগ্রভাগে) দদর্শ চক্রায়ুধং তং ঈশ্বরম্, [ততঃ] দুরবাপং (দুষ্প্রাপং) তৎ এব রূপং আপ (লব্ধবান্)।

৩৯। **মূলানুবাদঃ** প্রসঙ্গক্রমে কংসের মোক্ষ বলা হচ্ছে—পান, ভোজন, ভ্রমণ, নিদ্রা জাগরণ সব সময়েই অতিশয় ভয়াক্রান্ত মনের আবেশে কংস কৃষ্ণের যে রূপ সম্মুখে দর্শন করত, সেই দুষ্প্রাপ্য চক্রায়ুধ সমন্বিত রূপই প্রাপ্ত হল মরণে।

দিল না, এতে সকলেরই যে সুখ হল, তাই সূচিত হল। —হা হেতি—তৎকালে যে হা হা শব্দ উঠল, তা বিস্ময়—মহাপরাক্রমশালী কংসের এরূপ তাচ্ছিল্যে বধ হেতু। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এরূপই আছে, যথা—"শ্রীকৃষ্ণ মথুরেশ্বর কংসকে তাচ্ছিল্যের সহিত বধ করেছেন। এ দেখে রঙ্গস্থ লোকেরা হা হা শব্দ করে উঠল।" জী০ ৩৮।

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কংসো মৃত ইতি যদা কোঽপি ন প্রতীয়ায়। কিন্তু মূর্ছিতোঽয়মিতি মন্যতে স্ম তদা তং বিচকর্ষ; তন্মৃত্যুং সর্বান্ প্রত্যায়য়িতুমিতি ভাবঃ। হাহেতি শব্দোঽত্র বিস্ময়ে। মহাশূরস্যাপ্যবজ্ঞয়া বধাৎ। যদুক্তং বৈষ্ণবে—"ততো হাহকৃতং সর্বমাসীত্তদ্রঙ্গমণ্ডলম্। অবজ্ঞয়া হতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেন মথুরেশ্বর' মিতি। বি০ ৩৮ ॥

৩৮ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** কংস মৃত, এ যখন কারুর প্রতীতির মধ্যে এল না, কিন্তু সকলেই মনে করতে লাগল এ মূর্চ্ছিত অবস্থায় আছে, তখন তাকে ভূমৌ বিচকর্ষ—মাটিতে ছেঁচড়িয়ে নিয়ে চললেন, তার মৃত্যু সকলের প্রতীতির মধ্যে আনার জন্য, এরূপ ভাব। এখানে এই হা হা শব্দ বিস্ময়ে, কংস মহাপরাক্রমশালী হলেও তাকে তাচ্ছিল্যের সহিত বধ ইহা একটি বিস্ময়েরই ব্যাপার। ইহা বৈষ্ণবে উক্ত দেখা যায়, যথা—অতঃপর রঙ্গভূমির সকলেই 'হা হা'কার শব্দ করে উঠল, কৃষ্ণের দ্বারা তাচ্ছিল্যে মথুরেশ্বরের বধ দেখে।" বি০ ৩৮ ॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** প্রসঙ্গাৎ কংসস্য মোক্ষমাহ—স ইতি। নিত্যদা নিত্যমেবোচ্চৈর্ভীতয়া ভয়েনকৃষ্টয়া ধিয়া দদর্শ। তস্য যদ্রূপং নিত্যং দৃষ্টং, তদেবাধুনাপি স্ফূরিতং সৎ প্রাপেত্যর্থঃ। 'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥' ইতি শ্রীভগবদ্গীতাঃ (৮।৬ পেশস্কারিকীটবদিতি ভাবঃ। দুরবাপমাপ। নন্বু কালনেমিজন্মনি শ্রীমদজিতেন হতস্যাপ্যপ্রাপ্তমোক্ষস্য তাদৃশদুষ্টস্য তৎ কথং ঘটেত? তত্রাহ—তং নিজাংশৈশ্বর্য্য প্রকটনপরমীশ্বরমিতি ॥ । জী০ ৩৯ ॥

তস্যানুজা ভ্রাতরোঽষ্টৌ কঙ্ক-ন্যগ্রোধকাদয়ঃ।
অভ্যধাবন্নতিক্রুদ্ধা ভ্রাতুর্নির্বেশকারিণঃ ॥৪০॥

তথাতিরভসাংস্তাংস্তু সংযত্তান্ রোহিণীসুতঃ।
অহন্ পরিঘমুদ্যম্য পশূনিব মৃগাধিপঃ ॥৪১॥

৪০। **অন্বয়** ঃ অতি ক্রুদ্ধাঃ কঙ্ক-ন্যগ্রোধকাদয়ঃ তস্য (কংসস্য) অষ্টৌ অনুজাঃ ভ্রাতরঃ ভ্রাতুঃ [কংসস্য] নির্বেশ কারিণঃ ('নির্বেশং' নিষ্কৃতিং অনৃণ্যং তৎকারিণঃ সন্তঃ) অভ্যধাবন্।

৪১। **অন্বয়** ঃ রোহিণীসুতঃ পরিঘম্ (লৌহবদ্ধ লগুড়ং) উদ্যম্য (উত্তোল্য) মৃগাধিপঃ (সিংহ) পশূন্ ইব তথাতিরভসান্ (তথা অত্যন্ত বেগান্) সংযত্তান্ (উদ্যতান্) তান্ তান্ তু অহন্ (জঘান্)।

৪০। **মূলানুবাদ** ঃ কংসের অনুজ কঙ্ক-ন্যগ্রোধ প্রভৃতি আটটি ভাই কংসের ঋণ পরিশোধ করতে প্রবৃত্ত হয়ে অতিশয় ক্রোধে কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল।

৪১। **মূলানুবাদ** ঃ রোহিণীনন্দন শ্রীবলদেব অতিশয় বেগবান্ উদ্যমশীল কঙ্কাদি সকলকে বধ করলেন লোহাবাধাই মুগুর উঠিয়ে যেমন না-কি মৃগাধিপতি সিংহ পশুদের বধ করে।

৩৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ প্রসঙ্গক্রমে কংসের মোক্ষ বলা হচ্ছে স ইতি। **নিত্যদা**—সব সময়েই **উদ্বিগ্নধিয়া** [উৎ+বিজ্+ত] অতিশয় ভয়াক্রান্ত মনের আবেশে কৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করত। কৃষ্ণের যে চতুর্ভুজ রূপ নিত্য দর্শন করত, তাই এখন স্ফুরিত হল অর্থাৎ চিত্তে দর্শনের ন্যায় অভিব্যক্ত হল। —"হে অর্জুন! যে যে বস্তু মরণকালে স্মরণ করতে করতে জীব দেহ ত্যাগ করে, সেই সেই বস্তু প্রাপ্ত হয়।" —গীতা ৮।৬॥ —পেশস্কারিকীটবৎ এরূপ ভাব। **দুরবাপম্**, দুষ্প্রাপ্য **তদেবরূপম্**—সেই রূপ **আপঃ**- লাভ করলেন। আচ্ছা, রামলীলায় কালনেমি জন্মে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে হত হয়ে যে মোক্ষ লাভ করে নি, সেই দুষ্টের কি করে এরূপ গতি হল? এরই উত্তরে **তৎঈশ্বরম্**—নিজ অশেষ ঐশ্বর্য প্রকটন পর ঈশ্বর অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান্ এই কৃষ্ণ। 'হতারিগতি-দায়ক' শক্তি একমাত্র ইহাতেই বিদ্যমান। জী০ ৩৯।।

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কংসস্য ভয়হেতুকো ভগবদাবেশ এব সর্বাপরাধক্ষয়পূর্বকমোক্ষ-হেতুরাসীদিত্যাহ, স ইতি॥ বি০ ৩৯॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ কংসের ভয়-হেতুক ভগবদ্-আবেশই সর্ব অপরাধ ক্ষয় পূর্বক মোক্ষের কারণ হয়েছিল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে,— স ইতি। বি০ ৩৯।

৪০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃঅনুজা অনুগা ইতি বা পাঠঃ, তত্তুল্যা এবেত্যর্থঃ।জী০৪০।।

৪০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ 'অনুজা' ও 'অনুগা' এইরূপ দুরকম আছে। 'অনুজ' ছোট ভাই আর 'অনুগ' অনুচর—এরা সব কংসের তুল্য, এরূপ অর্থ। জী০ ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নির্বেশো নিষ্কৃতিরানৃণ্যমিত্যর্থঃ বি০ ৪০॥

নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ব্রহ্মেশাদ্যা বিভূতয়ঃ।
পুষ্পৈঃ কিরন্তস্তং প্রীতাঃ শশংসুর্ননৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪২॥
তেষাং স্ত্রিয়ো মহারাজ সুহৃন্মরণদুঃখিতাঃ।
তত্রাভীয়ুর্বিনিঘ্নন্ত্যঃ শীর্ষাণ্যশ্রুবিলোচনাঃ ॥৪৩॥

৪২। **অন্বয়ঃ** [তদা] ব্যোম্নি (আকাশে) দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ (নিনাদিতাঃ বভূবুঃ) ব্রহ্মেশাদ্যা (ব্রহ্ম-শিবাদ্যাঃ) বিভূতয়ঃ (তদ্দত্তৈশ্বর্য্যাস্তৎসেবকা ইত্যর্থঃ) পুষ্পৈঃ কিরন্তঃ (তদুপরি পুষ্পানি বর্ষয়ন্তঃ) প্রীতাঃ [সন্তঃ] তং শশংসুঃ তুষ্টুবুঃ) স্ত্রিয়ঃ (অপ্সরসশ্চ) ননৃতুঃ (নৃত্যং চক্রুঃ)।

৪৩। **অন্বয়ঃ** [হে] মহারাজ সুহৃন্মরণ-দুঃখিতাঃ তেষাং স্ত্রিয়ঃ অশ্রুবিলোচনাঃ শীর্ষাণি (স্বশিরাংসি) বিনিঘ্নন্ত্যঃ তাড়য়ন্ত্যঃ সত্যঃ তত্র অভীয়ুঃ (সমাগতা বভূবুঃ)।

৪২। **মূলানুবাদঃ** তখন আকাশে দুন্দুভি নিজে নিজেই বেজে উঠল। ব্রহ্মাশিবাদি তদীয় সেবকগণ পরমানন্দে পুষ্পবর্ষণ করতে করতে কৃষ্ণ-বলরামের স্তব করতে লাগলেন।

৪৩। **মূলানুবাদঃ** হে রাজন্! কংসাদির পত্নীগণ পত্যাদির মরণে দুঃখিত হয়ে মস্তকে করাঘাত কয়তে করতে সাশ্রুলোচনে সেই রঙ্গভূমিতে আগমন করল।

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **নির্বেশ** —(ভ্রাতৃ-ঋণ থেকে) নিষ্কৃতি অর্থাৎ অঋণী। ।বি° ৪০ ॥

৪১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** তথেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র তাদৃগিতি। কংসরভস-সদৃশ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, তেনাতিক্রোধাদি-প্রকারেণেতি। পরিঘং তত্রৈব দৈবতঃ প্রাপ্তম্; যদ্বা পরিঘাকারং গজদন্তমেব ॥ জী° ৪২ ॥

৪১। **জীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** [শ্রীধর – **তথা অতিরভসান্ তান্** – সেইরূপ অতিবেগশালী উদ্যমশীল কংসানুচরদের **অহন্**—বধ করলেন।] এখানে 'তথা' শব্দের অর্থ 'সেইরূপ' অর্থাৎ কংসের বেগের মত বেগ, অথবা কংসের মতো অতি ক্রোধাদি-প্রকারে ধেয়ে এল। **পরিঘং**—মুগুর, দৈবে সেখানেই প্রাপ্ত, অথবা মুগুরের আকার গজদন্তই। জী° ৪১ ॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** বিভূতয়স্তদ্দত্তৈশ্বর্য্যাস্তৎসেবকা ইত্যর্থঃ। স্ত্রিয়ঃ অপ্সরসঃ। ॥জী° ৪২॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** **বিভূতয়ঃ** কৃষ্ণদত্ত ঐশ্বর্যশালী জন অর্থাৎ কৃষ্ণের-সেবক (ব্রহ্মাশিবাদি)। **স্ত্রিয়ঃ**—অপ্সরাগণ।

৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** সুহৃদঃ পত্যাদয়ঃ। জী° ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** **সুহৃদঃ**—পত্যাদি। জী° ৪৩ ॥

শয়ানান্ বীরশয্যায়াং পতীনালিঙ্গ্য শোচতীঃ।
বিলেপুঃ সুস্বরং নার্যো বিসৃজন্ত্যো মুহুঃ শুচঃ ॥৪৪॥

হা নাথ প্রিয় ধর্মজ্ঞ করুণানাথবৎসল।
ত্বয়া হতেন নিহতা বয়ং তে সগৃহপ্রজাঃ ॥৪৫॥

৪৪। **অন্বয়ঃ** [তাঃ] নার্য (স্ত্রিয়ঃ) বীরশয্যায়াং শয়ানান্ পতীন্ আলিঙ্গ্য শোচতী (শোচন্ত্যঃ) মুহুঃ শুচঃ (অশ্রূণি) বিসৃজন্ত্যঃ (ত্যজন্ত্যঃ) সুস্বরং বিলেপুঃ (বিলাপং চক্রুঃ)।

৪৫। **অন্বয়ঃ** হা নাথ! প্রিয়! ধর্মজ্ঞ! করুণানাথ বৎসল! হতেন ত্বয়া (ত্বয়া হতেন কর্ত্রা) তে (তদীয়াঃ) সগৃহপ্রজাঃ বয়ং নিহতাঃ (বয়ং অপি মারিতা ইত্যর্থঃ)।

৪৪। **মূলানুবাদঃ** এই নারীগণ সেখানে এসে বীরশয্যায় শয়ান নিজ নিজ পতিকে আলিঙ্গন পূর্বক মুহুর্মুহু অশ্রুবিসর্জন করতে করতে সুস্বরে বিলাপ করতে লাগল।

৪৫। **মূলানুবাদঃ** হে স্বামিন্! হে প্রিয়! হে ধর্মজ্ঞ! হে পরমদয়াল! হে পরমস্নিগ্ধ! তোমার মৃত্যুতে আমরা গৃহ ও প্রজাগণের সহিত নিহত হলাম।

৪৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** বীরাণাং শয্যা যুদ্ধে মরণভূমিঃ, তস্যাং শয়ানান্ সুপ্তবৎ পতিতান্॥ জী০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **বীরশয্যায়াং**—বীরদের শয্যা,—যুদ্ধে মরণভূমিই শয্যা **শয়ানান্**—এই শয্যায় যেন ঘুমিয়ে আছে, এইভাবে মাটিতে পড়ে থাকা পতিদের আলিঙ্গন।

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** শোচতীঃ শোচন্ত্যঃ। বিঃ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** শোচতীঃ—শোক করতে করতে। বিঃ ৪৪॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** হা নাথেত্যাদ্যেকত্বং প্রত্যেকং পৃথগ্বিলাপাৎ মুখ্যত্বেন কংসস্ত্রীণামেব তদ্বর্ণনাদ্বা করুণ দয়ালো। আ ঈষৎ প্রহৃতেঽপি নিহতাঃ, কিং পুনর্মারিতে। ত্বয়া হতেনেতি পাঠঃ ক্বচিৎ। ত্বয়া হতেনৈব কর্ত্রেতি দুঃখোক্তিঃ। গৃহৈঃ প্রজাভিশ্চাপত্যাদিভিঃ সহিতাঃ। জী০ ৪৫॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** হা নাথ প্রিয় ইত্যাদি সম্বোধন, প্রত্যেকে এক এক করে আলাদা আলাদা বিলাপ করলেন। বা মুখ্য রূপে কংস-স্ত্রীদেরই সেই বিলাপ। **করুণ**—দয়াল [পাঠ 'ত্বয়া হতেন' এবং 'ত্বয়া প্রহৃতেন'] ত্বয়া প্রহৃতেন—এখানে [ত্বয়া+আ=ত্বয়া] 'আ' শব্দে ঈষৎ—অল্প একটু প্রহারেই **নিহতা**—মরে যায় যারা, তাদের এমন ভাবে মারলে কেন? 'ত্বয়া হতেন' পাঠ ধরে অর্থ, আমাদের মরণের কর্তা দয়াল তুমিই হলে, এটাই দুঃখ। **সগৃহপ্রজাঃ**—গৃহ ও পুত্রকন্যা গণের সহিত। জী০ ৪৫॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তত্র সুভগা জরাসন্ধকন্যাদ্যা আহুর্হা নাথেতি দ্বাভ্যাম্। সগৃহপ্রজাঃ গৃহৈঃ প্রজাভিশ্চ সহ বর্তমানাঃ। বি০ ৪৫॥

ত্বয়া বিরহিতা পত্যা পুরীয়ং পুরুষর্ষভ।
ন শোভতে বয়মিব নিবৃত্তোৎসব-মঙ্গলা ॥৪৬॥
অনাগসাং ত্বং ভূতানাং কৃতবান্ দ্রোহমুল্বণম্ ।
তেনেমাং ভো দশাং নীতো ভূতধ্রুক্ কো লভেত শম্ ॥৪৭॥

৪৬। **অন্বয়** ঃ [হে] পুরুষর্ষভ (পুরুষশ্রেষ্ঠ) ত্বয়া পত্যা বিরহিতা নিবৃত্তোৎসব মঙ্গলা (উৎসব মঙ্গলাদি ব্যাপার রহিতা) ইয়ং পুরী বয়ং ইব না শোভতে।

৪৭। **অন্বয়** ঃ ত্বং অনাগসং (নিরপরাধানাং) ভূতানাং উল্বণম্ (অত্যুগ্রং) দ্রোহং কৃতবান্, ভো (হে প্রিয়) তেন (ভূতদ্রোহেন) ইমাং দশাং নীতঃ (প্রাপিতঃ অসি) কঃ ভূতধ্রুক্ (ভূতদ্রোহী জনঃ) শং (মঙ্গলং) লভেত।

৪৬। **মূলানুবাদ** ঃ হে পুরুষরত্ন! তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া হেতু শুভসূচক গীত বাদ্যাদি শূণ্যা এই পুরী আমাদের ন্যায়ই শোভা পাচ্ছে না।

৪৭। **মূলানুবাদ** ঃ দৈহিক ব্যবহারে ঐ স্ত্রীদের সহিত শোক-পরায়ণ, কিন্তু পরমার্থদর্শিনী কোনও কোনও রমণী বললেন, হে দৈত্যরাজ! তুমি নিরপরাধ প্রাণীগণের প্রতি উৎকট দ্রোহ করেছ, সে হেতু তোমার এ অবস্থা,—জগতে প্রাণী-হিংসক কোন্ ব্যক্তি মঙ্গল লাভ করে থাকে? কেউ নয়।

৪৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ বিশেষেণাপুনর্যোগতয়া রহিতা, নিবৃত্ত উৎসবঃ গীতবাদ্যাদি-মঙ্গলানি চ শুভসূচকানি যস্যাঃ সা। ন চান্যতস্তৎ সর্ব্বং সম্ভবেদিত্যাহুঃ—পুরুষর্ষভেতি। গীর্দেবী তু নিন্দন্তী, অনাথেত্যাকারবিশ্লেষেণৈকপদ্যাৎ। তথৈবাহ—পুরুষর্ষভ বলীবর্দ্দ, কাক্বা ন শোভতে কিমিতি শ্লেষাচ্চ। 'ঋষভঃ স্বরভেদে সাদষ্টবর্গৌষধে বৃষে। শ্রেষ্ঠার্থে চ' ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। জী০ ৪৬॥

৪৬। **শ্রীজীব বৈ তো টীকানুবাদ** ঃ বিরহিতা—[বি + রহিতা, অর্থাৎ বিচ্ছিন্না] 'বি' বিশেষ রূপে অর্থাৎ পুনরায় আর কোনও দিন সংযোগ অসম্ভব, 'রূপে তোমার থেকে বিচ্ছিন্না এই পুরী। এবং নিবৃত্ত উৎসবঃ শুভসূচক গীতবাদ্যাদি শূণ্যা। পূর্ব শ্লোকে 'নাথ' থেকে 'বৎসল' পর্যন্ত যে সব গুণের কথা বলা হল, তা অন্য কাউতে সম্ভব নয়, তাই বলা হল **পুরুষর্ষভ**—[ঋষভ=শ্রেষ্ঠ ষাঁড়, লম্পট পুরুষ, ওষধি-বিশ্বপ্রকাশ] পুরুষ শ্রেষ্ঠ,—শ্রীবাক্‌দেবীর নিন্দার্থে ব্যাখ্যা—ষাঁড় অর্থাৎ লম্পটপুরুষ, হে লম্পট! তোমাকে ছাড়া কি এ পুরী শোভা পায় না? নিশ্চয়ই পায়। জী০ ৪৬॥

৪৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ দৈহিকব্যবহারমাত্রেণ তাভিঃ সহ শোচন্ত্যঃ কাশ্চিৎ পরমার্থদর্শিন্য আহুঃ—অনাগসামিতি দ্বাভ্যাম্। উল্বণমুৎকটং, বহুধা দুর্ম্মারণাৎ। জী০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ দৈহিক-ব্যবহার মাত্রে ঐ স্ত্রীদের সহিত শোক-পরায়ণ, কিন্তু পরমার্থদর্শিনী কোনও কোনও রমণী বললেন—'অনাগস' ইতি দুটি শ্লোকে। **উল্বণম্**—উৎকট, বহুরূপে দুঃখ দিয়ে দিয়ে মারণ হেতু উৎকট। জী০ ৪৭॥

সর্বেষামিহ ভূতানামেষ হি প্রভবাপ্যয়ঃ।
গোপ্তা চ তদবধ্যায়ী ন ক্বচিৎ সুখমেধতে ॥৪৮॥

শ্রীশুক উবাচ।

রাজ-যোষিত আশ্বাস্য ভগবান্ লোকভাবনঃ।
যামাহুর্লৌকিকীং সংস্থাং হতানাং সমকারয়ৎ ॥৪৯॥

৪৮। **অন্বয়ঃ** এষঃ হি ইহ (জগতি) সর্বেষাং ভূতানাং (নিখিল প্রণিনাং) প্রভবাপ্যয়ঃ (উৎপত্তিপ্রলয়কর্তা) গোপ্তা (রক্ষকঃ) চ (ভবতি) তদবধ্যায়ী (তস্মিন্ বিষয়ে 'অধ্যানং' অবজ্ঞা তৎ কর্তুং শীলং যস্য সঃ) ক্বচিৎ সুখং ন এধতে (বর্ধতে)।

৪৯। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুকঃ উবাচ – লোকভাবনঃ (সর্বলোক পালকঃ) ভগবান্ রাজযোষিতঃ (কংস পত্নীঃ) আশ্বাস্য যাং লোকিকীং সংসস্থাং দেহাদিক্রিয়াং আহুঃ (শাস্ত্রজ্ঞা ইতি শেষঃ) হতানাং (কংসাদীনাং) তাং (সংস্থাং) সমকারয়ৎ।

৪৮। **মূলানুবাদঃ** এই শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রাণীর উৎপত্তি, বিনাশ ও রক্ষাকর্তা, কাজেই এঁতে অবজ্ঞাপরায়ণ ব্যক্তি ইহকালে-পরকালে কখনই সুখে বেড়ে উঠে না, সদা দুঃখে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

৪৯। **মূলানুবাদঃ** – সর্বলোকপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংসপত্নীদের সান্ত্বনা দেওয়ার পর কংসাদির শাস্ত্রানুমোদিত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করালেন।

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** দুর্ভগাঃ শুদ্ধান্তঃকরণা আহুরনাগসামিতি দ্বাভ্যাম্। বি০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** শুদ্ধান্তঃকরণ স্ত্রীরা বললেন, অনাগসং ইতি দুটি শ্লোক। বি০ ৪৭॥

৪৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** কিঞ্চ, সর্বেষামিতি – তদবধ্যায়ী তদবজ্ঞাতাপি, কিং পুনর্দ্রোহীত্যর্থঃ। সুখং যথা স্যাত্তথা নৈধতে, স সদা দুঃখেন ক্ষীয়ত ইত্যর্থঃ। ক্বচিদিহ পরত্র চেত্যর্থঃ। ইদং তৎস্বভাবনিন্দাপেক্ষয়ৈবোক্তং, ন তু তাদৃশানামপি সুখপর্যাবসায়ক ভগবৎস্বভাবদৃষ্ট্যেতি জ্ঞেয়ম্। জী ৪৮।

৪৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** আরও সর্বেষাম্ ইতি—জগতের সর্বপ্রাণীর রক্ষাকর্তা এই কৃষ্ণ—এঁতে নিবিষ্টচিত্ত, এঁতে অবজ্ঞা পরায়ণ, এমন কি এঁর দ্রোহী, – সকলেরই রক্ষাকর্তা ইত্যাদি। সুখমেধতে—(অবজ্ঞাপরায়ণ জনেরা) যাতে সুখ হয় সেইরূপ ভাবে ক্বচিৎ ইহকালে পরকালে কখনও উন্নতীর পথে যায় না, তারা সদা দুঃখে দুঃখে বিনষ্ট হয়। এই যা বলা হল, তা কংসের স্বভাবের নিন্দাপক্ষেই, কিন্তু তাদৃশ জনদেরও সুখপর্যাবসায়ক ভগবৎস্বভাব দৃষ্টে নয়, এরূপ বুঝতে হবে। জী০ ৪৮॥

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** এষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। প্রভবন্ত্যস্মাদিতি প্রভবঃ। অপিযন্ত্যস্মিন্নিত্যপ্যয়ঃ। সচ সচ অবধ্যানমবজ্ঞা তৎ কর্তুং শীলং যস্য সঃ। বি০ ৪৮॥

মাতরং পিতরঞ্চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ।
কৃষ্ণ-রামৌ ববন্দাতে শিরসাস্পৃশ্য পাদয়োঃ ॥৫০॥

৫০। **অন্বয়ঃ** অথ রামকৃষ্ণৌ মাতরং (দেবকীং) পিতরং (বসুদেবং) চ এব বন্ধনাৎ মোচয়িত্বা পাদয়োঃ শিরসা আস্পৃশ্য (সম্যক্ স্পৃষ্ট্বা ববন্দাতে (নমস্কৃতবন্তৌ)।

৫০। **মূলানুবাদঃ** অনন্তর রামকৃষ্ণ মাতাপিতা দেবকী-বসুদেবকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে চরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এষঃ—এই শ্রীকৃষ্ণ [শ্রীবলদেব টীকা প্রভবাপ্যয়ঃ—(সর্বপ্রাণীর উৎপত্তি-বিনাশ কর্তা] [প্রভবঃ + অপায়ঃ] 'প্রভবঃ' এই শ্রীকৃষ্ণ থেকেই সর্বপ্রাণী উৎপত্তি হয়। 'অপায়ঃ' এই কৃষ্ণেই সর্বপ্রাণী প্রবিষ্ট হয়। **তদবধ্যাধী**—এইরূপ কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করাই স্বভাব যার সেই ব্যক্তি। বি০ ৪৮ ॥

৪৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** আশ্বাস্যেত্যত্র হেতুঃ—লোকভাবনঃ স্বাভাবিক্যা দয়য়া সর্ব্বলোকপালক ইতি। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'বহুপ্রকারমত্যন্তঃ পশ্চাত্তাপাতুরো হরিঃ। তাঃ সমাশ্বাসয়ামাস স্বয়মস্রাবিলেক্ষণঃ ॥' ইতি। শ্রীহরিবংশে চ—'কংসনারী-বিলাপাংশ্চ শ্রুত্বা সকরুণান্ বহূন্। গর্হমাণস্তথাত্মানং তস্মিন্ যাদবসংসদি ॥ অহো ময়াতিবাল্যেন নবরোষাতিবর্ত্তিনা। বৈধব্যং স্ত্রীসহস্রাণাং কংসস্যাস্য কৃতে কৃতম্ ॥' ইত্যাদি। সংস্থামন্ত্যকৃত্যম্; সা চ—'স নীতো যমুনাতীরমুত্তরম্' ইত্যাদি-শ্রীহরিবংশানুসারেণ পরিজ্ঞেয়া, তচ্চ তাসাং মহাশোকদর্শনপরিহারার্থং তীর্থানামনাবিলতার্থং চেতি গম্যতে ॥ জী০ ৪৯ ॥

৪৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** কংস পত্নীদের আশ্বাস্য—সান্ত্বনা দিয়ে এ বিষয়ে হেতু **লোকভাবনঃ**—স্বাভাবিক দয়া থাকায়, সর্বলোক পালক। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"বহুপ্রকারে অশান্তি ভোগ করবার পর তাপে অভিভূত হয়ে হরি স্বয়ং সজল নয়ন হয়ে কংসের স্ত্রীদের সান্ত্বনা দান করলেন।" শ্রীহরিবংশে—আরও "কংসস্ত্রীদের বহু সকরুণ বিলাপ শুনে নিজেকে সেইরূপ বহু ধিক্কার দিতে লাগলেন সেই যাদব-সভায়। – অহো আমি বালকসুলভ চপলতায় নবরোষের বশবর্তী হয়ে কংসের সহস্র স্ত্রীদের বৈধব্য ঘটিয়েছি" ইত্যাদি। —অতঃপর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করলেন 'সেও করা হল যমুনার উত্তর পারে'—শ্রীহরিবংশ অনুসারে।—এই উত্তর পারে করার কারণ, মহাশোকদর্শন পরিহার করার জন্য ও তীর্থসমূহের পবিত্রতা রক্ষার জন্য, এরূপ বুঝতে হবে। জী০ ৪৯ ॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** রাজযোষিত দুর্ভগা এবং ময়ি পালয়িতরি কা যুষ্মাকং চিন্তেত্যাশ্বাস্য। বি০ ৪৯ ॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অহো রাজা কংসের স্ত্রী হয়ে আজ তোমাদের কি দুর্ভাগ্য,

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসম্বন্দনৌ পুত্রৌ সম্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥৫১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কংসবধো নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৪॥

৫১। **অন্বয়ঃ** দেবকী বসুদেবশ্চ কৃতসম্বন্দনৌ (কৃতং সম্বন্দনং যাভ্যাং তৌ) পুত্রৌ জগদীশ্বরৌ বিজ্ঞায় (অদ্ভুতকর্মদর্শনাদিনা স্মৃততজ্জন্মবৃত্তান্তেন পুনরৈশ্বর্যজ্ঞানোদ্বোধাদিশেষতো জ্ঞাত্বা) শঙ্কিতৌ (ভীতৌ সন্তৌ) ন সম্বজাতে (নআলিঙ্গিতবন্তৌ, কিন্তু বদ্ধাঞ্জলী স্থিতাবিত্যর্থঃ)।

৫১। **মূলানুবাদঃ** বন্দনাকারী পুত্রদ্বয় সম্বন্ধে জগদীশ্বর জ্ঞানের উদয়ে ভীত হয়ে তাঁদের আলিঙ্গন করলেন না দেবকী-বসুদেব, কিন্তু বদ্ধাঞ্জলী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

তা হলেও তোমরা আমার মাতুলানি, তোমাদের পালন করা আমার অবশ্য কর্তব্য, তোমাদের চিন্তা কি? এইরূপ আশ্বাস দান করলেন। বি০ ৪৯।

৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** অথ তদনন্তরমিতি পরদুঃখাসহিষ্ণুতয়া আদৌ কংসস্ত্রীণাং পতিদেহেন সহ প্রেষণায় ব্যগ্রত্বাৎ। সর্ব্বেষু স্বস্বস্থানং গতেষু কোলাহলশান্তিশ্চ। আস্পৃশ্য সম্যক্ স্পৃষ্ট্বা। জী০ ৫০॥

৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** কৃষ্ণের পরদুঃখ-অসহিষ্ণুতা হেতু প্রথমেই পতিদেহের সহিত কংসস্ত্রীদের পাঠাবার ব্যগ্রতায় উহার সমাধান। **অথ**—অনন্তর পিতামাতাকে মুক্ত করণ। লোকজন সব নিজস্থানে চলে গেলে কোলাহলেরও শান্তি হল। **আস্পৃশ্য**—সম্যক্ প্রকারে স্পর্শ করে। ।জী০ ৫০।।

৫০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** আস্পৃশ্য সম্যক্ স্পৃষ্ট্বা। বি০ ৫০॥

৫০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **আস্পৃশ্য ইতি**—'আ' সম্যক্, অর্থাৎ চরণে মাথা ঠেকিয়ে বন্দনা করলেন। বি০ ৫০॥

৫১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** বিশেষতো জ্ঞাত্বেতি সম্প্রত্যদ্ভুতকর্ম্মদর্শনাদিনা স্মৃত তজ্জন্মবৃত্তান্তত্বেন পুনরৈশ্বর্য্যজ্ঞানোদ্বোধাৎ কৃতসভক্তিবন্দনাবপি পুত্রাবপি জগদীশবুদ্ধ্যা ভীতৌ সন্তৌ। অন্যত্তৈঃ, যদ্বা, ন সম্বজাতে কিন্তু প্রণতৌ স্তবন্তৌ চ স্থিতাবিত্যর্থং। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'উত্থাপ্য বসুদেবস্তু দেবকী চ জনার্দ্দনম্। স্মৃত-জন্মোক্তবচনৌ তাবেব প্রণতৌ স্থিতৌ॥' ইতি। স্তুতিশ্চ দীর্ঘা তত্র বিদ্যতে॥ জী০ ৫১॥

৫১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** রামকৃষ্ণকে জগদীশ্বর বলে **বিজ্ঞায়**—[বি+জ্ঞায়] বিশেষভাবে জেনে—এই এখনই রঙ্গভূমিতে এদের অদ্ভুত কর্ম দর্শনাদি হেতু মনে পড়ে গেল এদের জন্মবৃত্তান্ত (অস্ত্রেসজ্জিত চতুর্ভুজমূর্তিতে জন্ম), এতে পুনরায় ঐশ্বর্য জ্ঞানের উদয় হল তাদের চিত্তে—তাই

কৃতসম্বন্দনৌ শঙ্কিতৌ– ভীত হয়ে জগদীশ বুদ্ধিতে পুত্রদের সভক্তি বন্দনা করতে লাগলেন। [শ্রীধর —পুত্র-ভ্রান্তি ত্যাগ করত রামকৃষ্ণকে জগদীশ্বর বলে জেনে ভীত হয়ে **ন সম্বজাতে**– বুকে জড়িয়ে ধরলেন না, কিন্তু করজো'রে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন।] অথবা, স্তুতিমুখে প্রণত হয়ে রইলেন,— শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এরূপই আছে, যথা—"প্রণত কৃষ্ণকে ভূমিতল হতে উঠিয়ে বসুদেব দেবকী রামকৃষ্ণের জন্মোক্ত বচন স্মরণের মধ্যে রেখে তাঁদের নিকট প্রণত হয়ে থাকলেন।" —ঐ বিষ্ণুপুরাণে পিতামাতার স্তুতিও দীর্ঘাকারে দেওয়া আছে। জী০ ৫১॥

৫১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বিজ্ঞায়েতি জন্মসময়স্মৃত্যা কংসবধাদ্যৈশ্বর্যদৃষ্ট্যা চ পরমার্থদৃষ্টিমগ্নৌ ন সম্বজাতে। লোকব্যবহারদৃষ্টিমগ্নৌ চ নাপি নমশ্চক্রাতে। কিন্তু শঙ্কিতৌ স্তব্ধাবেব স্থিতৌ। বি০ ৫১॥

৫১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ :** বিজ্ঞায় ইতি—জন্মসময় স্মরণ করত, এবং কংসবধ-ঐশ্বর্য দর্শন করত পরমার্থ দৃষ্টি-মগ্ন বসুদেব-দেবকী কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন না। —এবং ,লাক ব্যবহার দৃষ্টি মগ্ন তাঁরা নমস্কারও করলেন না। —কিন্তু শঙ্কিত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বি০ ৫১॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমস্য চতুশ্চত্বারিংশোঽপ্যজনি সঙ্গতঃ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত দশমস্কন্ধ চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥